

Visit

Dwarkadheeshvastu.com

For

FREE

Vastu Consultancy, Music, Epics, Devotional Videos
Educational Books, Educational Videos, Wallpapers

----- * * * -----

All Music is also available in **CD** format. **CD Cover** can also be print with your Firm Name

----- * * * -----

We also provide this whole Music and Data in **PENDRIVE** and **EXTERNAL HARD DISK**.

Contact : Ankit Mishra (+91-8010381364, dwarkadheeshvastu@gmail.com)

KRATIWASI RAMAYAN

BENGOLI

বিষয়-সূচী

ক্রমাঙ্ক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	ক্রমাঙ্ক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	আদিকাণ্ড				
১	১-নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ.....		২৩-দশরথের রাজা ইটবাবর বিবরণ.....		৩৪
২	২-রামনানে রঞ্জাকরের পাপক্ষযা.....		২৪-রাজা দশরথের সাহিত কৌশলভাবে বিবাহ....		৩৫
৩	৩-প্রদ্বা কর্তৃক রঞ্জাকরের বাল্মীকি নাম ও রামায়ণ রচনা করবের বরদান.....		২৫-দশরথের সাহিত কৈকৈয়ীর বিবাহ.....		৩৬
৪	৪-নারাদ কর্তৃক বাল্মীকিকে রামায়ণের আভাস প্রকাশ.....		২৬-রাজা দশরথের সাহিত মুনিভাব বিবাহ ও রাজার সর্বসে স্তুসংস্কৃত থাকাতে রাজা অনাবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি-নিরাবণ হেতু উন্নেব শিক্ষিত বৎ-ব্যা।.....		৩৭
৫	৫-চন্দ্রবংশের উপাখান.....		২৭-রাজা দশরথের পুনর্বাস শনির চিন্তিত গান ও শনি কর্তৃক গুপ্তশর্মা জন্মবৃত্তান্ত কথন....		৪১
৬	৬-সূর্যবংশের উপাখান ও মজ্জাতার জন্ম....		২৮-মুগজ্জনে রাজা দশরথ কর্তৃক অঙ্গক মুনির পুত্র সিদ্ধু বৎ বিবরণ.....		৪২
৭	৭-সূর্যবংশ নির্বৎ এবং আয়োধ্যায় ইতিহাসের রাজা চতুর্ব বৃত্তান্ত.....		২৯-দশরথ রাজার প্রতি অস্তকের শাপ বিবরণ..		৪৪
৮	৮-রাজা তারিশচন্দ্রের উপাখান.....		৩০-সন্তুষ্ট অসুব-বৎ.....		৪৬
৯	৯-সগরবংশ উপাখান.....		৩১-সন্তুষ্ট সহ যুক্তে রাজা দশরথের অস্তকে ইত্যায় কৈকৈয়ীর সেবা-শুশ্রায় আরোগ্য- লাভ করাতে রাজার বৰ দিবার অঙ্গিকার...		৪৭
১০	১০-সগরের অশুরের যাজ্ঞাবন্ত ও কপিল মুনির কোপে দংশনাশের বিধিবৎ.....		৩২-কৈকৈয়ী দশরথের বৃৎ আরোগ্য করিল পুনর্বাস বৰপ্রাপ্তির বিবরণ.....		৪৮
১১	১১-কপিল মুনি কর্তৃক সগরবংশ উদ্বাগের উপায় কথন.....		৩৩-পুত্রের জন্ম প্রয়াশ্যস্তকে আনিয়া যাত্তকরণের চিন্তা ও উন্নত মুনির উৎপত্তি কাতিনি.....		৪৮
১২	১২-গঙ্গার জন্মবিবরণ এবং মাতৃগোকে সগরের গঙ্গা আনয়নের উপায় ও ভগীরথের জন্ম....		৩৪-লোমপাদ রাজা অনাবৃষ্টি নিরাবণ্পাত্র প্রয়া-		৪৯
১৩	১৩-ভগীরথের দেৱ-আরাধনা সাধা ঘটে গঙ্গা আনয়নের বৃত্তান্ত.....		শ্যামকে আনয়ন.....		৫০
১৪	১৪-গঙ্গার ঘটে আগমন.....		৩৫-ক্ষয়াশ্যসের লোমপাদ-রাজা গমন ও অনাবৃষ্টি-নিরাবণ.....		৫৩
১৫	১৫-মহাদেব কর্তৃক গঙ্গার বেগধারণ.....		৩৬-পায়াশ্যসের অদৰ্শন দিভাশুক-মুনির শেৱ ..		৫৩
১৬	১৬-কাঞ্জাম মুনির বৈকুণ্ঠে গমন.....		৩৭-দশরথ রাজার যজ্ঞ ও ভগবানের চারি অংশে জন্মগ্রহণ.....		৫৪
১৭	১৭-সগর-বংশ উক্তাব.....		৩৮-জনক পঞ্চিল ভূমি-কৰ্বণ ও লক্ষ্মীর জন্মবৃত্তান্ত		৫৪
১৮	১৮-গঙ্গার ঘাতাখ্যা বর্ণন.....		৩৯-দশরথের যজ্ঞ সম্পূর্ণ, তিনি রাণীর মণ্ডের চৰ উক্তব্য এবং তিনির গর্ভে নারায়ণের চারি অংশে জন্মবৃত্তান্ত.....		৫৫
১৯	১৯-রাজা সৌদাসের উপাখান.....				
২০	২০-দিলীপের অশুরেখ-যজ্ঞ বিবরণ.....				
২১	২১-রঘুরাজের দানকৃতি.....				
২২	২২-অজ রাজার বিবাহ ও দশরথের জন্ম বিবরণ.				

ক্রমাংক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	ক্রমাংক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
৪০	শ্রীরামের জন্মবিবরণ.....	৬০	শ্রীরামের প্রাপ্তি ইওন বিবরণ.....		৮৪
৪১	ভরত, সন্তুষ্ট ও শ্রান্তের জন্ম এবং দেবগনের আশীর্বাদ.....	৬১			
৪২	শ্রীরামের জন্মে রাবণের বিপদানুভব ও ভগিনীবারণ-উপায়করণ.....	৬৩	১- শ্রীরামচন্দ্রের রাজা ইটৈবার প্রস্তাব.....		৯৭
৪৩	বালবর্গাণের জন্ম-বিবরণ.....	৬৪	২- রামচন্দ্রের রাজা ইওয়ার ঘোষ ও অধিবাস		৯৮
৪৪	দশরথের চারিপুত্রের অগ্নপ্রাপ্তি ও নামকরণ	৬৪	৩- শ্রীরামচন্দ্রের রাজাপ্রাপ্তি-সংবাদে সকলের আশীর্বাদ.....		
৪৫	রাম-লক্ষ্মণদিদির বাসাক্রীড়া.....	৬৫	৪- ভরতকে রাজা করিয়া রামকে বনে পাঠাইতে কৃজার কৈকেয়ীকে মন্ত্রণালান...		১০১
৪৬	শ্রীরামের শান্তি ও অন্তর্শিক্ষণ.....	৬৬	৫- ভরতকে রাজা দান ও শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দিবার জন্ম দশরথের নিষ্পত্তি কৈকেয়ীর প্রার্থনা.....		১০১
৪৭	সীতার বিবাহপূর্ব হেতু হরধনু দেওন-বিবরণ.....	৬৭	৬- বিমাতার নিকট পিতৃসত্তা পালনার্থ শ্রীরামচন্দ্রের বনে গবনোদ্ধোগ.....		১০৬
৪৮	জনক রাজার ধনুভঙ্গ পদ.....	৬৮	৭- লক্ষ্মণ ও সীতা সংশ্লিষ্ট শ্রীরামের বনগমন....		১১৪
৪৯	রাজগণের ও রাবণের ধনু তুলিতে অসম্ভবতা ও পলায়ন.....	৬৯	৮- শ্রীরামচন্দ্রের সহিত ওহকের সন্দর্ভে জয়ত বাকের এক চক্র বিন্দুকরণ.....		১১৯
৫০	শ্রীরামের গঙ্গাস্নান ও ওহকের সঙ্গে মিতালি এবং ভরদ্বাজ মুনির গৃহে অক্ষয় ধনুর্বাণ প্রাপ্তি.....	৭০	৯- দশরথ রাজার মৃত্যু.....		১২২
৫১	বাঞ্ছন্সের দৌরান্তো মুনিদে৖ যজ্ঞ পূর্ণ না হওঘাতে তাত্ত্ব নিবারণের উপায়.....	৭১	১০- ভরতের পিতৃশপ্তকরণশান্তির রামকে বন হইতে গৃহে আমিদ্বার জন্ম গমন এবং অযোধ্যায় প্রতাগমন.....		১২৫
৫২	শ্রীরামকে বাঞ্ছন্সদের সঙ্গে যুক্তে প্রেরণে দশরথের অনিষ্ট্য.....	৭২			
৫৩	দশরথ কর্তৃক কৌশলে ভরত-শক্রস্তকে প্রেরণ ও বিশ্বামিত্রের কেোপ.....	৭৩			
৫৪	যজ্ঞরক্ষার্থে শ্রীরাম-সন্তুষ্টগের মিথিলায় গমন ও মন্ত্রদীক্ষা.....	৭৪			
৫৫	শ্রীরাম কর্তৃক তাত্কাৰ রাঙ্গসী বধ ও অহল্যার উন্মুক্তি.....	৭৫			
৫৬	শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক তিনি কৌটি রাঙ্গস বধ ও মুনিগণের যজ্ঞসেবাধান এবং হরধনু ভাস্তুবার জন্ম শ্রীরামচন্দ্রের মিথিলায় গমন.....	৭৬	১- চিত্রকৃট পর্বতে শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের অবস্থান এবং বাঞ্ছন্সের উৎপাতের জন্ম তথা হইতে মুনিগণের প্রস্তাব.....		১৩৯
৫৭	সীতাদেৱীৰ দেবগণের নিকট বুর প্রার্থনা,	৮০	২- অগ্নি মুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও মুনিপত্নীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক বিদ্রাধ বধ.....		১৪০
৫৮	শ্রীরাম কর্তৃক হরধনুভঙ্গ, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শক্রস্তের বিবাহ ও পরশুরামের শর	৮৩	৩- শৰভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন ও মুনি কর্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্বাণ সান এবং মুনির স্বর্গে গমন.....		১৪৩

অযোধ্যাকাণ্ড

১- শ্রীরামচন্দ্রের রাজা ইটৈবার প্রস্তাব.....

৯৭

২- রামচন্দ্রের রাজা ইওয়ার ঘোষ ও অধিবাস

৯৮

৩- শ্রীরামচন্দ্রের রাজাপ্রাপ্তি-সংবাদে সকলের আশীর্বাদ.....

১০১

৪- ভরতকে রাজা করিয়া রামকে বনে পাঠাইতে কৃজার কৈকেয়ীকে মন্ত্রণালান...

১০১

৫- ভরতকে রাজা দান ও শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দিবার জন্ম দশরথের নিষ্পত্তি

১০৪

৬- কৈকেয়ীর প্রার্থনা.....

১০৬

৭- লক্ষ্মণ ও সীতা সংশ্লিষ্ট শ্রীরামের বনগমন....

১১৪

৮- শ্রীরামচন্দ্রের সহিত ওহকের সন্দর্ভে জয়ত বাকের এক চক্র বিন্দুকরণ.....

১১৯

৯- দশরথ রাজার মৃত্যু.....

১২২

১০- ভরতের পিতৃশপ্তকরণশান্তির রামকে বন

১২৫

হইতে গৃহে আমিদ্বার জন্ম গমন এবং অযোধ্যায় প্রতাগমন.....

১২৫

অরণ্যকাণ্ড

১- চিত্রকৃট পর্বতে শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের

অবস্থান এবং বাঞ্ছন্সের উৎপাতের জন্ম

তথা হইতে মুনিগণের প্রস্তাব.....

১৩৯

২- অগ্নি মুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও

মুনিপত্নীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন

এবং রামচন্দ্র কর্তৃক বিদ্রাধ বধ.....

১৪০

৩- শৰভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন ও

মুনি কর্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্বাণ সান এবং

মুনির স্বর্গে গমন.....

১৪৩

ক্রমাংক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	ক্রমাংক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
৮	৮- দশ উৎসরকাল বান্ধবের নাম বনে অবলম্বন, পদক্ষেপে অবস্থাতিকালে লক্ষণ কর্তৃক সূর্যগ্রহের নামিকাজ্ঞেশ্বর এবং বাবত্ত্ব কর্তৃক চতুর্দশ রাশকসবধ.....	১৪৪	১৬- প্রেরণ.....	১৯৯	
৯	৯- ধৰ-দূষণের ঘূঁঢ়ে আগমন.....	১৫০	১৬- সীতা-অন্ধেষণে পশ্চিমদিকে বান্ধবসেনা প্রেরণ.....	২০০	
১০	১০- শ্রীরামের সঙ্গে ঘূঁঢ়ে দূষণের ঘৃতা.....	১৫০	১৭- সীতা অন্ধেষণে উত্তরদিকে বান্ধবসেনা প্রেরণ ১৮- পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে সীতার অহেষণ ও বিফলমনোরথ.....	২০২	
১১	১১- সীতাহৃষে মারীচের পরামর্শ.....	১৫৩	১৯- শ্রীরামের গুণকথন.....	২০৬	
১২	১২- মারীচের মুগ্ধলাপ-ধ্বনি.....	১৫৫	২০- দক্ষিণ পাতালে সীতার বিফল অন্ধেষণ.....	২০৭	
১৩	১৩- মাযামুগ্রহপথারী মাদ্রাই-ধ্বনি.....	১৫৬	২১- সীতা-অন্ধেষণে অঙ্গদ প্রভৃতির মনুষ্যা.....	২১১	
১৪	১৪- রাবণ কর্তৃক সীতাহৃষণ.....	১৫৭	২২- সম্পাদিত সহিত হনুমানাদির পরিসা.....	২১৪	
১৫	১৫- জটামুর সহিত রাবণের ঘূঁঢ়ে.....	১৬০	২৩- সপ্তকাঞ্জ রামায়ণের মর্ম.....	২১৯	
১৬	১৬- জটামুর উদ্ধার.....	১৬৪	২৪- সীতার উদ্দেশকথন এবং সাগরপানের মনুষ্যা.....	২১৯	
১৭	১৭- কবলা এবং শৰীরীর স্বর্ণে গমন.....	১৬৮			
		১৬৮			

সুন্দরকাণ্ড

কিঞ্চিত্প্রাকাণ্ড	
১	১- সুগ্রীবের সহিত শ্রীরামের মিত্রতাঙ্কণ...
২	২- রামনাম-মাহাত্ম্যা.....
৩	৩- সীতা উদ্ধারে সুগ্রীবের অঙ্গীকার.....
৪	৪- শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সুগ্রীবের আজ্ঞকাহিনী
৫	৫- বালি ও সুগ্রীবের বিবাদ-বিবরণ এবং বালিক্ষে শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা.....
৬	৬- বালিবধ.....
৭	৭- বালি কর্তৃক শ্রীরামকে উৎসন্না.....
৮	৮- বালির বিশ্রাম.....
৯	৯- বালির সংকৰণ.....
১০	১০- সুগ্রীবের রাজপ্রাপ্তি.....
১১	১১- সীতাবিহীন শ্রীরামের শোকপ্রকাশ.....
১২	১২- সীতা উদ্ধারের জন্ম সুগ্রীবের প্রতি আড়ন্দি
১৩	১৩- সুগ্রীবের প্রতি লক্ষণের উক্তি.....
১৪	১৪- সুগ্রীবের কটক-সপ্তর.....
১৫	১৫- সীতা অন্ধেষণে চতুর্দশিক বান্ধব-সেনা

১৭১	১- বান্ধবগণের সাগরপানের মনুষ্যা.....	২২১
১৭৪	২- আজ্ঞাজ্ঞান্বৃত্তি প্রথমে সাগর-লক্ষণে হনুমানের উৎসাহ.....	২২৩
১৭৮	৩- হনুমানের সাগর লক্ষণলোকোগ.....	২২৫
১৭৯	৪- হনুমানের লক্ষ্যাত্মা ও মালবীপ.....	২২৬
১৮০	৫- সুরসা সাপিনী কর্তৃক হনুমানের পথ রক্ষকরণ.....	২২৮
১৮১	৬- হনুমান-বৈনাক সন্তানগ.....	২২৯
১৮৩	৭- সিংহিকা রাক্ষসীবথ ও হনুমানের সাগর- লক্ষণ.....	২৩১
১৮৪	৮- হনুমানের লক্ষ-প্রবেশ ও উপচুর কৈলাসে গমন.....	২৩২
১৮৫	৯- হনুমানের সীতা অন্ধেষণ.....	২৩৩
১৮৬	১০- হনুমানের সীতা-সন্দর্শন.....	২৩৫
১৮৭	১১- অশোকবনে সীতাদেবীর নিকটে রাবণের গমন.....	২৩৬
১৮৮	১২- সীতার প্রতি চেউজনের উৎপীড়ন.....	২৩৮
১৮৯	১৩- সীতাদেবীর সহিত হনুমানের সাক্ষণ্য ও	

ক্রমাঙ্ক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	ক্রমাঙ্ক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	কথোপকথন.....	২৩৯	১০- দেবগণের আগমন ও হর-পার্বতীর কোদল	২৮৪	
১৪-	সীতাদেবী ও হনুমানের কথোপকথন.....	২৪১	১১- অঙ্গ-রায়বার.....	২৮৫	
১৫-	ইন্দ্রজিত কর্তৃক হনুমান বন্দী.....	২৪৬	১২- রাবণের মুকুট সইয়া অঙ্গদের শ্রীরামচন্দ্রের		
১৬-	রাবণের বিচারে হনুমানের দণ্ড.....	২৪৭	নিকটে গমন.....	২৯৪	
১৭-	হনুমান কর্তৃক সক্ষা দণ্ড.....	২৪৯	১৩- শ্রীরামের সহিত অঙ্গদের কথোপকথন.....	২৯৫	
১৮-	সীতার নিকটে হনুমানের পুনরাগমন.....	২৫০	১৪- ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধে শ্রীরাম-সন্ধানের		
১৯-	শ্রীরাম প্রভুর নিকটে হনুমানের		নাগপাশে বন্ধন.....	২৯৬	
	প্রতাগমন.....		১৫- শ্রীরাম-সন্ধানের নাগপাশ হইতে মুক্তি.....	৩০২	
২০-	সীতার উদ্দেশ্যপ্রাপ্তি বানরগণের মহানন্দ		১৬- ধূস্রাঙ্কের যুদ্ধ ও পতন.....	৩০৬	
	ও সকলের সমুত্তৃত্বের বাস.....		১৭- অকল্পনালুর যুদ্ধ ও পতন.....	৩০৬	
২১-	বিভিষণকে রাবণের পদাঘাত.....	২৫৫	১৮- বঙ্গদণ্ডের যুদ্ধ ও পতন.....	৩০৭	
২২-	বিভিষণের কৈলাসে গমন.....	২৫৬	১৯- প্রহস্তের যুদ্ধ ও পতন.....	৩১০	
২৩-	বিভিষণের সহিত রামচন্দ্রের মিছ্রতা.....	২৫৯	২০- রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধে গমন.....	৩১২	
২৪-	নল কর্তৃক সাগর বন্ধন.....	২৬৪	২১- রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধ.....	৩১৪	
২৫-	নলের উপর হনুমানের ত্রোধ ও শ্রীরাম		২২- কৃষ্ণকর্ণের নিম্নাভঙ্গ ও রাবণের সহিত		
	কর্তৃক সন্ধান.....		কথোপকথন.....	৩১৯	
২৬-	বানর সৈন্য সহ শ্রীরামের লক্ষ্য প্রবেশ....	২৬৮	২৩- কৃষ্ণকর্ণের যুদ্ধ ও মৃত্যু.....	৩২৩	
২৭-	গ্রহকারের প্রার্থনা.....	২৭১	২৪- কৃষ্ণকর্ণের মৃত্যুশূণ্যে রাবণের রোদন.....	৩৩০	
<hr/>					
লক্ষাকাণ্ড					
১-	শুক-সারণ কর্তৃক সৈন্যাদি দর্শন ও		২৫- ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদয় ও		
	রাবণের নিকট উদ্বার্তাকথন.....		মহাপাশের যুদ্ধ ও মৃত্যু.....	৩৩২	
২-	রামচন্দ্রের বক্তব্য শ্রবণানন্দের শুক-সারণের		২৬- অতিকায়োর যুদ্ধারম্ভ.....	৩৩৫	
	রাবণের নিকট গমন.....		২৭- অতিকারের যুদ্ধ ও মৃত্যু.....	৩৩৬	
৩-	শুক-সারণ কর্তৃক শ্রীরামের প্রশংসা-	২৭৩	২৮- অতিকায়োর চারি পুত্রের মৃত্যা শুনিয়া		
	কীর্তন ও কটকের বার্তাবর্ণন.....		রাবণের রোদন.....	৩৩৯	
৪-	শুক-সারণের প্রতি রাবণের কোপ.....	২৭৫	২৯- রাবণের নিকট ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুক্তে		
৫-	কটকের অবস্থা দর্শন করিবার জন্ম		যাহিবার অনুমতি প্রহরণ.....	৩৪০	
	শার্দুলের গমন.....		৩০- ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুক্তে গমনোদোগ...	৩৪০	
৬-	মায়ামুণ্ড-প্রদর্শন.....	২৭৭	৩১- ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুক্তে গমন.....	৩৪৩	
৭-	মায়ামুণ্ড-দর্শনে সীতার বিজাপ.....	২৮০	৩২- প্রথম আনয়নার্থ হনুমানের যাত্রা.....	৩৪৮	
৮-	নিকষ্ট কর্তৃক রাবণকে উপক্ষেপণ.....	২৮১	৩৩- হনুমান কর্তৃক প্রথম আনয়ন ও শ্রীরাম-		
৯-	বানর কর্তৃক লক্ষার দ্বারা রক্ষাকরণের নির্মাণ.....	২৮২	সন্ধান এবং বানরগণের পুনর্জীবনপ্রাপ্তি...	৩৪৯	
			৩৪- লক্ষার দ্বারা রক্ষ দেবিয়া শ্রীরামের মন্ত্রণা ও		
			লক্ষা দন্ত করিতে অনুমতিলাভ.....	৩৫০	
			৩৫- কৃষ্ণ-নিকুণ্ডাদির যুদ্ধ ও পতন.....	৩৫৩	

ক্রমাংক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	ক্রমাংক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
৩৬	মকরাক্ষের যুদ্ধ ও পতন.....	৩৫৯	৭২	শ্রীরামচন্দ্রের কাজিকার প্রতি স্মৃতি.....	৪৪০
৩৭	তরঞ্জীমনের যুদ্ধ ও পতন.....	৩৬২	৭৩	দেবীর প্রতি শ্রীরামের স্মৃতিবাক্য.....	৪৪১
৩৮	বীরবাহ, মুদ্রণ এবং তস্যলোচনের যুদ্ধে গমন ও পতন.....	৩৭১	৭৪	দেবীর নিকটে শ্রীরামের প্রার্থনা.....	৪৪২
৩৯	ইংরেজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধে আগমন ও মায়া- সীতা বধ এবং ইংরেজিতে পতন.....	৩৮২	৭৫	৭৫-রাবণের জন্য দেবীর আদেশ.....	৪৪৩
৪০	ইংরেজিতের মরণে দেবগণাদির আনন্দ.....	৩৯৩	৭৬	৭৬-রাবণের ভগবতী তাণের জন্য ইন্দুমান কর্তৃক চন্তী অঙ্গুষ্ঠ.....	৪৪৪
৪১	ইংরেজিতের যুত্তা শুলিয়া শ্রীরামচন্দ্রের আনন্দ	৩৯৪	৭৭	৭৭-রাবণ-বধ.....	৪৪৪
৪২	ইংরেজিতের যুদ্ধে শ্রীলক্ষ্মণের অঙ্গুষ্ঠ হওয়াতে সুষেণ কর্তৃক উৎধ প্রদান.....	৩৯৫	৭৮	৭৮-বিজিষ্ঠগের বিজাপ.....	৪৫১
৪৩	ইংরেজিতের যুত্তা শুলিয়া রাবণ ও মন্দোদরীর বিজাপ.....	৩৯৬	৭৯	৭৯-মন্দোদরীর বিজাপ.....	৪৫২
৪৪	রাবণের যুদ্ধে গমন ও লক্ষণের শক্তিশাল	৩৯৭	৮০	৮০-বিজিষ্ঠগের অভিষ্ঠেক.....	৪৫৪
৪৫	ইন্দুমানের গঢ়মান পর্যন্তে উৎধ আনিতে গমন.....	৩৯৮	৮১	৮১-সীতার পরীক্ষা.....	৪৫৫
৪৬	সূর্যদেবের মুক্তি.....	৩৯৯	৮২	৮২-শ্রীরামচন্দ্রের দেশে প্রত্যাগমন.....	৪৬৬
৪৭	মহীরাবণের পালা.....	৪০০	৮৩	৮৩-শ্রীরামের উরুচাঙ্গ-আশ্রমে গমন.....	৪৬৭
৪৮	মাসা-যুদ্ধ প্রাপ্তা শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে ঘটি- যষ্টীরাবণের হরণ.....	৪০১	৮৪	৮৪-কৈকেয়ীর সহিত শ্রীরামের কথোপকথন...	৪৭৫
৪৯	শ্রীরাম-লক্ষ্মণের অবেদনে ইন্দুমানের প্রতালপুরে গমন.....	৪০২	৮৫	৮৫-শ্রীরামচন্দ্রের রাজা-ভিষ্যক.....	৪৭৬
৫০	মহীরাবণ-বধ.....	৪০৩	৮৬	৮৬-শ্রীরামের কল্যাণার্থ দেবকন্নাদির আগমন..	৪৮০
৫১	অহিরাবণ-বধ.....	৪০৪	৮৭	৮৭-ইন্দুমানের বক্ষে রামনামদশন.....	৪৮০
৫২	রাবণের তৃতীয় দিবস যুদ্ধে গমন.....	৪০৫	৮৮	৮৮-ইন্দুমানের তোষণ ও বিজিষ্ঠগাদির প্রস্তাব...	৪৮২
৫৩	শ্রীরাম সহিত রাবণের যুদ্ধ.....	৪০৬			
৫৪	রাবণের অঙ্কিকাকে স্মরণ.....	৪০৭			
৫৫	রাবণের ক্ষেত্রে অভয়ার অভয়দান.....	৪০৮			
৫৬	রাধণ-বধের নিমিত্ত ত্রজ্ঞা কর্তৃক বোধন ও ষষ্ঠানি কস্তুরী.....	৪০৯			
৫৭	শ্রীরামচন্দ্রের দুর্দোহসন.....	৪০১			
৫৮	নববীপুজা.....	৪০১	১	১-রামসকাশে মুনিগণের আগমন.....	৪৮৫
৫৯	নীলপদ্ম আনয়নের মন্ত্রণা.....	৪০১	২	২-লক্ষণ কর্তৃক চতুর্দশ বৎসরের ফল আগমন ও রাজসন্মানের উৎপত্তি বর্ণন.....	৪৮৬
৬০	দেবীর উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি.....	৪০১	৩	৩-গজ-কছপের বৃত্তান্ত ও গুরুত্ব-পূর্ণতা যুদ্ধ	৪৯১
৬১	দেবী কর্তৃক একটি পদ্ম হরণ.....	৪০১	৪	৪-কুবের, রাবণ ও তাহার ভ্রাতাদির বিবরণ...	৪৯৬
		৪০২	৫	৫-রাবণের সহিত কুবেরের যুদ্ধ.....	৫০৬
		৪০২	৬	৬-বেদবতীর উপাখ্যান.....	৫০৮
		৪০২	৭	৭-মুকুতের যজ্ঞ-বৃত্তান্ত.....	৫০৯
		৪০২	৮	৮-রাবণের অনারণ রাজা-র সহিত যুদ্ধ.....	৫১০
		৪০২	৯	৯-কার্তবীর্যার্জুনের সহিত রাবণের যুদ্ধ.....	৫১১
		৪০২	১০	১০-কার্তবীর্যার্জুনের কারাগার হইতে রাবণের মুক্তি.....	৫১৫
		৪০২	১১	১১-বালি-রাবণের যুদ্ধ.....	৫১৬

ক্রমাঙ্ক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	ক্রমাঙ্ক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
১২-	যম-রাবণের যুদ্ধ.....	৫১৮	২৯-	দণ্ডরোপের বিবরণ.....	৫৭৬
১৩-	রাবণের পাতালপুরী জিনিতে গমন ও বলি প্রভুতির সহিত যুদ্ধ.....	৫২৪	৩০-	ইলা বাজার উপাখ্যান.....	৫৭৭
১৪-	রাবণের সহিত মাঝাতার যুদ্ধ.....	৫২৯	৩১-	অশুরের যজ্ঞারস্ত.....	৫৮১
১৫-	চন্দ্র জিনিতে রাবণের চন্দ্রলোকে গমন.....	৫৩০	৩২-	লব-কৃশের যুক্ত শাক্তৰা, ভূত ও লক্ষ্মণের পতন.....	৫৮৫
১৬-	রাবণের কৃশবিপে গমন ও অশুরক্ষয়ের সহিত যুদ্ধ.....	৫৩১	৩৩-	লব-কৃশের সহিত রামের যুদ্ধ.....	৫৯৫
১৭-	গন্তব্যতা-হরণ.....	৫৩৩	৩৪-	শ্রীরামের বিজ্ঞাপ.....	৬০০
১৮-	সুর্পগুরুর বিধবা-বিবরণ.....	৫৩৬	৩৫-	লব ও কৃশের যুক্ত শ্রীরামচন্দ্রের পরাজয় ও মৃত্যু.....	৬০১
১৯-	রাবণের স্বর্গ জিনিতে গমন.....	৫৩৭	৩৬-	বাণ্যাকির সহিত শ্রীরামের নিকট লব-কৃশের গমন ও লব-কৃশ কর্তৃক রামায়ণগান.....	৬০২
২০-	ইন্দ্রানৈর জন্মকথা.....	৫৪১	৩৭-	সীতাদেৰীর পাতাল প্রবেশ.....	৬০৪
২১-	ক্রমা কর্তৃক রমা বন-গঠন ও তথ্যে শ্রীরাম- সীতার অবস্থান.....	৫৪৫	৩৮-	লব-কৃশের রোদন.....	৬০৯
২২-	সীতার বনবাস.....	৫৪৯	৩৯-	কেকচু দেশে ভৱত কর্তৃক তিনি কোটি গঙ্গা- বধ ও শ্রীরামাদির অষ্ট পুত্রের রাজা হওন বিবরণ.....	৬১১
২৩-	সোনার সীতা নির্মাণ.....	৫৫১	৪০-	অযোধ্যায় কালপুরুষের আগমন ও সূক্ষ্ম বর্জন.....	৬১৩
২৪-	কৃষ্ণ-সংগ্রামীর কথা.....	৫৫৪	৪১-	শ্রীরাম, ভৱত ও শক্রদের স্বর্গারোহণ.....	৬১৫
২৫-	লবগবধ.....	৫৫৪			
২৬-	বিপ্রপুত্রের অকালমৃত্যু ও শূন্ত উপস্থিতির বন্ধুক্ষেত্রেন.....	৫৭০			
২৭-	গুদিনী-পোচকের দ্বন্দ্ব-বিবরণ.....	৫৭২			
২৮-	অগন্ত্যমুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন.....	৫৭৪			

॥ শ্রীহরিঃ ॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

আদিকাণ্ড

রামং লক্ষণপূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুদর্শং,
 কাকুং ছং করুণাময়ং শুগনিধিং বিপ্রপ্রিযং ধার্মিকম্।
 রাজেন্দ্রং সতাসঙ্গং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্তিং,
 বন্দে লোকভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রামণারিম্॥
 দক্ষিণে লক্ষণে ধৈৰ্য বামতো জানকী শুভা।
 পূরতো মারণত্বিষ্যস্য তং নমামি রঘুতমম্॥
 রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
 রঘুনাথায় নাথায় সীতায়ঃ পতয়ে নমঃ ॥

নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ

গোলোক বৈকুণ্ঠ পূরী সবার উপর।
 লক্ষ্মী সহ তথায় আছেন গদাধর॥ ১
 তথায় অস্তুত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু।
 যাহা চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু॥ ২
 দিবানিশি সদা চন্দ্র-সূর্যের প্রকাশ।
 তার তলে আছে দিবা বিচির আবাস॥ ৩
 লেতপাট সিংহাসন-উপরেতে তুলি।
 বীরামনে বসিয়া আছেন বনমালী॥ ৪

মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
 এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ॥ ৫
 শ্রীরাম ভরত আর শক্রঘং সম্মুখ।
 এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ॥ ৬
 লক্ষ্মীমূর্তি সীতাদেবী বসেছেন বামে।
 দ্বৰ্ণ-ছত্র ধরেছেন লক্ষণ শ্রীরামে॥ ৭
 ভরত শক্রঘং তারে চামর চুলায়।
 যোগহাতে শুব করে পৰ্বনতনয়॥ ৮
 এইরূপে বৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর।
 হেনকালে আসিলেন নারদ মুণিবর॥ ৯

বীণামন্ত্র হাতে করি হরিশুণ গান।
 উত্তরিল গিয়া মুনি প্রভু-বিদ্যমান॥ ১০
 কৃপ দেখি বিহুল নারদ চান ধীরে।
 বিষন তিতল তার নয়ানের নীরে॥ ১১
 হেন কৃপ কেন ধরিলেন নারায়ণ।
 ইহা জিজ্ঞাসিব গিয়া যথা পদ্ধতানন॥ ১২
 ভাবী ভূত বর্তমান শির ভাল জানে।
 এ কথা কহিব গিয়া মহেশের ছানে॥ ১৩
 এতেক ভাবিয়া যাত্রা করে মুনিবন।
 উত্তরিল প্রথমেতে ব্রহ্মার গোচর॥ ১৪
 বিধাতাকে লয়ে যান কৈলাসশিথরে।
 শিরকে বন্দিয়া পরে বন্দিল দুর্গারে॥ ১৫
 নিরবিয়া দুই জনে তৃষ্ণ মহেশুর।
 জিজ্ঞাসা করেন তবে তাদের গোচর॥ ১৬
 কহ ব্রহ্মা কহ হে নারদ তপোধন।
 দোহে আনন্দিত আজি দেখি কি কারণ॥ ১৭
 বিরিষি বলেন শুন দেব ভোলানাথ।
 দেখিলাম গোলোকে অপূর্ব জগন্নাথ॥ ১৮
 দেখিতাম পূর্বেতে কেবল নারায়ণ।
 চারি অংশে দেখিলাম কিসের কারণ॥ ১৯
 ব্রহ্মবাক্য শনিয়া কহেন কৃতিবাস।
 সেই কৃপ ইহকালে হইবে প্রকাশ॥ ২০
 যেকাপে আছেন হরি গোলোক ভিতর।
 জন্ম লতে আছে ঘাটি সহস্র বৎসর॥ ২১
 রাবণ-রাক্ষস হবে পৃথিবী-মণ্ডলে।
 তাহারে বধিতে জন্ম লবেন ভূতলে॥ ২২
 দশরথ-ঘরে জন্মিবেক চারি জন।
 শ্রীরাম ভরত আর শক্রয় লক্ষ্মণ॥ ২৩
 এক অংশে নারায়ণ চারি অংশ হয়ে।
 তিন গড়ে জন্মিবেন শুভক্ষণ পেয়ে॥ ২৪
 জনকী সহিত রাম লইয়া লক্ষ্মণ।

পিতৃসত্ত্ব-পালনার্থ যাইবেন বন॥ ২৫
 সীতা উকারিবে রাম মারিয়া রাবণ।
 লব-কৃশ নামে হবে সীতার নন্দন॥ ২৬
 মনুষ্য গো-হত্যা আদি যত পাপ করে।
 একবার রামনামে সর্বপাপে তরে॥ ২৭
 মহাপাপী হয়ে যদি রামনাম লয়।
 সংসার-সমুদ্র তরে গোপনদের প্রায়॥ ২৮
 হাসিয়ে বলেন ব্রহ্মা শুন ত্রিলোচন।
 পথিবীতে হেন পাপী আছে কোন জন॥ ২৯
 দুর্জনি বলেন মোর বাকে দেহ মন।
 মধ্যাপথে মহাপাপী আছে এক জন॥ ৩০
 তারে গিয়া রামনাম দেহ একবার।
 তবে সে হইবে মৃক্ষ দুর্জন সংসার॥ ৩১
 বিধাতা নারদ তবে ভাবেন দু'জন।
 পথিবীতে মহাপাপী আছে সে কেমন॥ ৩২
 চাবল মুনির পুত্র নাম রঞ্জকর।
 দস্যুবৃক্ষি করে সেই বনের ভিতর॥ ৩৩
 বিরিষি নারদ দোহে সম্মাসী হইয়া।
 রঞ্জকর-কাছে উভে মিলিল আসিয়া॥ ৩৪
 বিধাতার মাঝা হল রঞ্জকর প্রতি।
 সেই দিনে সেই পথে কারো নাহি গতি॥ ৩৫
 উচ্চবৃক্ষে ঢিয়া সে চতুর্দিকে ঢায়।
 ব্রহ্মা নারদেরে পথে দেখিবারে পায়॥ ৩৬
 তাবে মুনি রঞ্জকর লুকাইয়া বনে।
 সম্মাসী মারিয়া বন্দু লইব একশণ॥ ৩৭
 বিধাতা নারদ সেই পথেতে যাইতে।
 লোহার মুদ্দার তোলে ব্রাহ্মণ বধিতে॥ ৩৮
 ব্রহ্মা মাঝাতে তার মুদ্দার না চলে।
 মারাবা মুদ্দার বন্দু তার করতলে॥ ৩৯
 না পারে মারিতে দস্যু তাবে মনে মন।
 ব্রহ্মা জিজ্ঞাসেন বাপু তুমি কোন জন॥ ৪০

ରତ୍ନାକର ବଲେ ତୁମି ନା ଚିନ୍ ଆମାରେ।
ଲହିବ ତୋମାର ବନ୍ଦ୍ର ମାରିଯା ତୋମାରେ॥ ୪୧
ବ୍ରଜା ବଲେ ମୋରେ ମାରି କତ ପାରେ ଧନ।
କରିଯାଇ ଯତ ପାପ କହିବ ଏଥନ॥ ୪୨
ଶତ ଶକ୍ର ମାରିଲେ ଯତେକ ପାପ ହୟ।
ଏକ ଗୋ ବଧିଲେ ତତ ପାପେର ଉଦୟ॥ ୪୩
ଏକ ଶତ ଧୈନୁ ବନ୍ଦ୍ର ମେଇ ଜନ କରେ।
ତତ ପାପ ହୟ ସଦି ଏକ ନାରୀ ମାରେ॥ ୪୪
ଏକ ଶତ ନାରୀ ହତ୍ଯା କରେ ମେଇ ଜନ।
ତତ ପାପ ହୟ ଏକ ମାରିଲେ ବ୍ରଜଣ॥ ୪୫
ଏକ ଶତ ବ୍ରଜବନ୍ଦେ ସତ ପାପୋଦର।
ଏକ ବ୍ରଜଚାରୀ-ବରେ ତତ ପାପ ହୟ॥ ୪୬
ବ୍ରଜଚାରୀ ମାରିଲେ ପାତକ ହଜ ରାଶି।
ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ସତ ପାପ ମାରିଲେ ସମ୍ମାସୀ॥ ୪୭
ମେଇ ପଥ ଦିନ୍ୟା ଗତି କରେନ ସମ୍ମାସୀ।
ଆଡ଼େ ଦିର୍ଘେ ଚାରି କ୍ରୋଷ ମର ପୂରୀ କାଶୀ॥ ୪୮
ଦେ ପାପ କରିତେ ସଦି ଥାକେ ତବ ଧନ।
କଲହ ଏ ମର ପାପ କହିନୁ ଏଥନ॥ ୪୯

ଶୁଣିଯା କହିଲ ଦୟା ରତ୍ନାକର ହାସି।
ମାରିଯାଇ ତୋମା ହେଲ କତେକ ସମ୍ମାସୀ॥ ୫୦
ବ୍ରଜା ବଲିଲେନ ସଦି ନା ଛାଡ଼ିବେ ମୋରେ।
ଭାଲ ହୃଦ ଦେଖିରା ହେ ବନ୍ଦହ ଆମାରେ॥ ୫୧
ଯଥା କୌଟ-ପତଙ୍ଗଦି ପିପିଲିକା ଗଢେ।
ଲୋଭେ ନା ଆହିସେ ମୃତ ଖାଇତେ ଆଶନ୍ଦେ॥ ୫୨
ମାରିଯା ଦତ୍ତେର ବାଡ଼ି ପାଡ଼ିବେ ଭୂମିତେ।
ପିପିଲିକା ମରିବେକ ଆମାର ଜାପେତେ॥ ୫୩
ପୁନଃ ବଲିଲେନ ପାପ କର କାର ଲାଗି।
ତୋମାର ଏ ପାତକେର କେହ ଆହେ ଭାଗୀ॥ ୫୪
ମୁଣି ବଲେ ଆମି ଯତ ଲମ୍ବେ ମାଇ ଧନ।
ମାତା ପିତା ପତ୍ନୀ ଆମି ଖାଇ ଚାରି ଜନ॥ ୫୫

ଯେବା କିଛୁ ବେଚି କିନି ଖାଇ ଚାରି ଜନେ।
ଆମାର ପାପେର ଭାଗୀ ସକଳେ ଏକଣେ॥ ୫୬
ଶୁଣିଯା ହାସିଯା ବ୍ରଜା କହିଲେନ ତବେ।
ତୋମାର ପାପେର ଭାଗୀ ତାରା କେଳ ହବେ॥ ୫୭
କରିଯାଇ ସତ ପାପ ଆପନାର କାମ।
ଆପନି କରିଲେ ପାପ ଆପନାର ଦାମ॥ ୫୮
ଜିଜ୍ଞାସା କରିଯା ତୁମି ଆହିସ ନିଶ୍ଚର।
ତୋମାର ପାପେର ଭାଗୀ ତାରା ଯଦି ହୟ॥ ୫୯
ନିତାନ୍ତ ଆମାରେ ବସ କର ଯଦି ତୁମି।
ଏହି ବୃକ୍ଷତଳେତେ ବସିଯା ଥାକି ଆମି॥ ୬୦
ହରିମ-ବିଷାଦେ ମୁଣି ଲାଗିଲ ଭାବିତେ।
ବଲେ ବୁଝି ଏହି ଯୁକ୍ତି କର ପଥାଇତେ॥ ୬୧
ବ୍ରଜା ବଲେ ସତ୍ୟ କରି ନା ପଲାବ ଆମି।
ମାତା ପିତା ପତ୍ନୀରେ ଜିଜ୍ଞାସି ଏସ ତୁମି॥ ୬୨
ଅତ୍ୟପର ଯାହା ମୁଣି କିମି କିମି ଚାଯ।
ଭାବେ ବୁଝି ଭାବାଇସା ସମ୍ମାସୀ ପଲାୟ॥ ୬୩
ପ୍ରଥମେ ପିତାର କାହେ କରେ ନିବେଦନ।
ଆଦିକାଣ୍ଡ ଗାନ କୃତିବାସ ବିଚକ୍ଷଣ॥ ୬୪

ରାମନାମେ ରତ୍ନାକରରେ ପାପକ୍ଷଯ

ମାନୁଷ ମାରିଯା ଆମି ଆମି ଯତ ଧନ ।
ମମ ପାପଭାଗୀ ତୁମି ହୁଏ ଏକ ଜନ ॥ ୬୫
ପୁତ୍ରେର ବଚନ ଶୁଣି କୁପିଲ ଚାବନ ।
ହେଲ କଥା ତୋମାର ବଲିଲ କୋନ୍ ଜନ ॥ ୬୬
କୋନ୍ ଶାନ୍ତେ ଶୁଣିଯାଇ କେ କହେ ତୋମାରେ ।
ପୁତ୍ରକୃତ ପାପଭାଗ ଲାଗିବେ ପିତାରେ ॥ ୬୭
ଅଞ୍ଜାନ ବାଲକ ତୋରେ କି କହିଲ କଥା ।
କିନ୍ତୁ ପିତା ପୁତ୍ର ହୁଏ ପୁତ୍ର ହୁଏ ପିତା ॥ ୬୮
ପୁର୍ବେତେ ବାଲକ ଛିଲେ ପିତା ଛିଲୁ ଆମି ।
ଏଥନ ବାଲକ ଆମି ପିତା ହ'ଲେ ତୁମି ॥ ୬୯

যখন বালক ছিলে না ছিল যৌবন ।
 বহু দ্যুখ করি তব করেছি পালন ॥ ৭০
 কত করিয়াছি পাপ আপনি সংসারে ।
 সে সব পাপের ভাগ না জাগে তোমারে ॥ ৭১
 এবে পিতা হইয়াছ পুত্র তুলা আমি ।
 কোনোপে আমাকে পোষিবে নিত্য তুমি ॥ ৭২
 মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন্ জন ।
 তোমার পাপের ভাগী হব কি কারণ ॥ ৭৩
 শুনিয়া বাপের বাক্য হেট মাথা ক'রে ।
 কান্দিতে কান্দিতে কহে মায়ের গোচরে ॥ ৭৪
 সত্তা করি আমাকে গো কহিবে জননি ।
 আমার পাপের ভাগী হবেন আপনি ॥ ৭৫
 জননী কহিতে ঝুঁকা হইয়া অপার ।
 এক দিবসের ধার কে শোধে আমার ॥ ৭৬
 দশ মাস গড়ে ধরি পুষ্টেছি তোমায় ।
 তব যত পাপ পুত্র না জাগে আমায় ॥ ৭৭
 শুনিয়া মায়ের বাক্য মাথা হেট কৈল ।
 পঞ্জীয় নিকট গিয়া সকল কহিল ॥ ৭৮
 জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়ে সত্তা করি কও ।
 আমার পাপের ভাগী হও কি না হও ॥ ৭৯
 শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী ।
 নিবেদন করি প্রভু শুন শুণমণি ॥ ৮০
 বিধাতা করেছে মোরে অর্কাদের ভাগী ।
 অনা পাপ নিতে পারি এই পাপ নারি ॥ ৮১
 যখন করিলে তুমি আমারে গ্রহণ ।
 সর্বদা করিবে মোর ভরণ-পোষণ ॥ ৮২
 আর যত পাপ-পুণ্য ভাগ জাগে মোরে ।
 পোষণার্থে পাপভাগ না জাগে আমারে ॥ ৮৩
 মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমাকে ।
 এইমাত্র জানি তুমি পালিবে আমাকে ॥ ৮৪
 শুনিয়া ভার্যার কথা রঞ্জাকর ডরে ।

কেমনে তরিব আমি এ পাপ-সাগরে ॥ ৮৫
 ভুবিনু পাপেতে মোর কি ইইবে গতি ।
 কান্দিতে লাগিল মুনি শ্মরিয়া দুষ্কৃতি ॥ ৮৬
 লোহার মুদ্দার নিজ মাথায় মারিল ।
 অচেতন হয়ে তবে ভূমিতে পড়িল ॥ ৮৭
 চেতন পাইয়া মুনি ভাবিল অন্তরে ।
 সেই মহাজন যদি মোরে কৃপা করে ॥ ৮৮
 ইহা ভাবি উভয়ের সমিধানে গিয়ে ।
 কহিল ত্রক্ষার পায় দণ্ডবৎ হয়ে ॥ ৮৯
 একে একে জিজ্ঞাসিনু আমি সবাকারে ।
 অম পাপভাগী কেহ নাহিক সংসারে ॥ ৯০
 আপনি করিয়া কৃপা দিলে দিক্ষজ্ঞান ।
 এ সকল পাপে কিসে হব পরিত্রাণ ॥ ৯১
 কহিলেন পিতামহ মুনির কুমারে ।
 জ্ঞান করি এস তুমি ওই সরোবরে ॥ ৯২
 শুনিয়া চলিল মুনি সরোবর-পাড়ে ।
 তার দৃষ্টিমাত্র জল ভস্ত্র হয়ে উড়ে ॥ ৯৩
 শুষ্ঠ ছলে মরে মীন মকর কুস্তীর ।
 কহিল ত্রক্ষার কাছে না পাইয়া নীর ॥ ৯৪
 ছিল সে অগাধ জল এই সরোবরে ।
 যম দৃষ্টিমাত্রে জল রহিল অন্তরে ॥ ৯৫
 শুনিয়া কহেন ত্রক্ষা রঞ্জাকরে তবে ।
 হইয়াছে পূর্ব পাপ কেমনে তরিবে ॥ ৯৬
 কমগুলু-জল ছিল দিলেন মাথায় ।
 মহামন্ত্র মুনি তারে কহিবারে যায় ॥ ৯৭
 নিকটে আসিয়া ত্রক্ষা কহে তার কানে ।
 একবার রামলাভ বল রে বদনে ॥ ৯৮
 পাপে জড় জিহ্বা রাম বলিতে না পারে ।
 কহিল আমার মুখে ও কথা না স্ফুরে ॥ ৯৯
 শুনিয়া ত্রক্ষার বড় চিন্তা হ'ল মনে ।
 উচ্চারিবে রামলাভ এ মুখে কেমনে ॥ ১০০

অকার করিলে অগ্নে রা করিলে শ্বে ।
 তবে বা পাপীর মুখে রামনাম আসে ॥ ১০১
 ব্রহ্মা বলিলেন তারে উপায় চিহ্নিয়া ।
 মনুষ্য মরিলে বাপু ভাক কি বলিয়া ॥ ১০২
 শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রঞ্জাকর ।
 মৃত-মনুষোরে মড়া বলে স্বর নর ॥ ১০৩
 যড়া নয় মরা বলি জপ অবিরাম ।
 তবে মুখে তখনি স্ফুরিবে রামনাম ॥ ১০৪
 শুষ্ঠ কাষ্ট দেখিলেন বৃক্ষের উপরে ।
 অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাহারে ॥ ১০৫
 বহুক্ষণে রঞ্জাকর করি অনুমান ।
 বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্টখান ॥ ১০৬
 মরা মরা বলিতে আইল রামনাম ।
 পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ ॥ ১০৭
 তুলারাশি ঘেমল অনলে ভস্ত হয় ।
 একবার রামনামে সর্বপাপ-ক্ষয় ॥ ১০৮
 নামের মহিমা দেখি ব্রহ্মার ত্রাস ।
 আদিকাণ্ড গাইল পতিত কৃষ্ণিবাস ॥ ১০৯

ব্রহ্মা কর্তৃক রঞ্জাকরের বাল্মীকি নাম ও রামায়ণ রচনা-করণের বরদান

বিশ্বস্থা নারদেরে কছেন তখন ।
 যে কহিল মিথ্যা নহে শিবের বচন ॥ ১১০
 রামনাম ব্রহ্মা হালে পেয়ে রঞ্জাকর ।
 সেই নাম জপে ঘাটি হাজার বৎসর ॥ ১১১
 এক নামে জপে এক হালে একাসনে ।
 সর্বাঙ্গ খাইল বাল্মীকের কীটগণে ॥ ১১২
 মাংস খেয়ে পিণ্ড তান করিল সোসর ।
 হইল কণ্ঠক কুশ তাহার উপর ॥ ১১৩
 থাইল সকল মাংস অঙ্গমাত্র থাকে ।

বাল্মীকের মধ্যে মুনি রামনাম ডাকে ॥ ১১৪
 ব্রহ্মার মৃত্যু ঘাটি হাজার বৎসর ।
 পুনঃ আইলেন ব্রহ্মা যথা মুনিবর ॥ ১১৫
 সেখানে আসিয়া ব্রহ্মা চতুর্দিকে ঢায় ।
 মনুষ্য নাহিক কিন্তু রামনাম গায় ॥ ১১৬
 রামনাম শোনে মাত্র পিণ্ডের ভিতর ।
 জানিল ইহার মধ্যে আছে মুনিবর ॥ ১১৭
 আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা ভাকি পূরন্দরে ।
 সাত দিন বৃষ্টি কর পিণ্ডের উপরে ॥ ১১৮
 বৃষ্টিতে মৃত্যুকা গেল শালিয়া সকল ।
 কেবল দেখিল আছি আছে অবিকল ॥ ১১৯
 সৃষ্টিকর্তা করিলেন তাহারে আহ্বান ।
 পাইয়া চেতন্য মুনি উঠিয়া দাঁড়ান ॥ ১২০
 ব্রহ্মারে কহিল মুনি করিয়া প্রণাম ।
 বোরে মুক্ত কৈলে তৃষ্ণি দিয়া রামনাম ॥ ১২১
 ব্রহ্মা বলে তব নাম রঞ্জাকর ছিল ।
 আজি হতে তব নাম বাল্মীকি হইল ॥ ১২২
 বাল্মীকিতে ছিলে তৃষ্ণি সেই এ বিধান ।
 সাত কাণ্ড কর গিয়া রামের পূরাণ ॥ ১২৩
 যেই রাম নাম হতে হইলে পরিত্র ।
 যচ গিয়া রামায়ণে রামের চরিত্র ॥ ১২৪
 বোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মা বিদামান ।
 কেমন হইবে গ্রহ কেমন পূরাণ ॥ ১২৫
 কেমন কবিতা ছন্দ আমি নাহি জানি ।
 শুনিয়া বিধাতা তারে বলিলেন বাণী ॥ ১২৬
 সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহ্বাতে ।
 হইবে কবিতা রাশি তোমার মুখ্যেতে ॥ ১২৭
 শ্রোকছন্দে পূরাণ করিবে তৃষ্ণি যাহা ।
 জগ্নিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা ॥ ১২৮
 এত বলি ব্রহ্মা গেল আপন ভবন ।

আদিকাণ্ড গান কৃতিবাস বিচক্ষণ ॥ ১২৯

**নারদ কর্তৃক বাল্মীকিকে রামায়ণের
আভাস প্রকাশ**

এক দিন সে বাল্মীকি সরোবরকূলে ।
রামনাম জপেন বসিয়া বৃক্ষমূলে ॥ ১৩০
জ্বোল-জ্বোলী বসিয়া আছিল বৃক্ষভালে ।
এক ব্যাধ দুই পক্ষী বিহিলেক ললে ॥ ১৩১
বিহিলেক ব্যাধ পক্ষী শৃঙ্গারের কালে ।
ব্যাকুল হইয়া পতে বাল্মীকির কোলে ॥ ১৩২
রামে শ্মরি বলে মুনি কানে দিয়া ছাত ।
জীবহত্যা কৈলি পাপী আমার সাক্ষাৎ ॥ ১৩৩
শৃঙ্গারে মারিলি পক্ষী বড়ই কুকর্ম ।
পাপিষ্ঠ নারকী তুই নাহি কোন ধর্ম ॥ ১৩৪
বিনা অপরাধে হিংসা কর পক্ষিজাতি ।
বুঝিলাম তোমার নয়কে হবে ছিতি ॥ ১৩৫
এতেক বলিয়া মুনি শাপ দিলে তাকে ।
এই শোকে এক শ্লোক নিঃসরিল মুখে ॥ ১৩৬
শোক হতে শ্লোকের হইল উপাদান ।
'মা নিষাদ' বলিয়া তাহার উপাখ্যান ॥ ১৩৭
চারি পদ ছন্দ মুনি লিখিলেন পাতে ।
আপনি লিখিয়া মূল না পারে বুঝিতে ॥ ১৩৮
ভরষাজ সমিধানে করিল গমন ।
গুরু শিষ্য বসিয়া আছেন দুই জন ॥ ১৩৯
ত্রিমা পাঠাইয়া দিল তথা নারদেরে ।
বাল্মীকিরে উপদেশ করিবার তরে ॥ ১৪০
যেখানে বাল্মীকি মুনি ভবনে বসিয়া ।
সেখানে নারদ মুনি উত্তরিল গিয়া ॥ ১৪১
নারদে দেখিয়া মুনি সন্তুষ্মে উঠিল ।
দশবৎ হইয়া আসন তারে দিল ॥ ১৪২

সেই শ্লোক শুনাইল মুনি নারদেরে ।
নারদ করিয়া অর্থ বুঝাইল তারে ॥ ১৪৩
এই শ্লোকচ্ছন্দে তুমি রঞ্জ রামায়ণ ।
উপদেশ মানি জানি তুমি সে ভাঙন ॥ ১৪৪
সূর্যবংশে দশরথ হবে নরপতি ।
রাবণে বধিতে জন্মিবেন লক্ষ্মীপতি ॥ ১৪৫
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও ভরত শক্রঘন ।
তিনি গর্জে জন্মিবেন এই চারি জন ॥ ১৪৬
সীতাদেবী জন্মিবেন জনকের ঘরে ।
ধনুর্ভজপণে তার বিবাহ তৎপরে ॥ ১৪৭
পিতার আঙ্গোয় রাম যাইবেন বন ।
সঙ্গেতে যাবেন তার জানকী লক্ষণ ॥ ১৪৮
সীতারে হরিয়া লবে লক্ষার রাবণ ।
সুগ্রীব সহিত রাম করিবে মিলন ॥ ১৪৯
বালিকে মারিয়া তারে দিবে রাজাভার ।
সুগ্রীব করিয়া দিবে সীতার উক্তার ॥ ১৫০
দশ মুখ বিশ হ্যত মারিয়া রাবণ ।
অযোধ্যায় রাজা হবে প্রভু নারায়ণ ॥ ১৫১
কহিবেন অগন্ত রাবণ দিহিজয় ।
পুনরপি সীতাকে বর্জিবে মহাশয় ॥ ১৫২
পদ্মমাস গঙ্গবতী সীতারে গোপনে ।
লক্ষ্মণ রাখিবে তারে তব তপোবনে ॥ ১৫৩
'কৃশ' 'লব' নামে হবে সীতার নন্দন ।
উভয়ে শিখাবে তুমি বেদ রামায়ণ ॥ ১৫৪
এগার সহস্র বর্ষ পালিবেন ক্ষিতি ।
পুরে রাজা দিয়া স্বর্গে করিবেন গতি ॥ ১৫৫
জন্ম হতে কহিলাম স্বর্গ আরোহণ ।
সকল শুনিলে তুমি রঞ্জ রামায়ণ ॥ ১৫৬
এত বলি নারদ গেলেন স্বর্গবাস ।
আদিকাণ্ড গাহিলেন পশ্চিত কৃতিবাস ॥ ১৫৭

চন্দ্ৰবংশেৰ উপাখ্যান

সাগৱ মছনে চন্দ্ৰ হইলে উৎপন্ন।
হইল চন্দ্ৰেৰ পুত্ৰ বুধ অতি ধন্য ॥ ১৫৮
পুৰুষ নামে হ'ল তাহাৰ নন্দন।
তার পুত্ৰ শতাৰ্থ জানে সৰ্বজ্ঞ ॥ ১৫৯
সুৰ্য নামে তাহাৰ হইল এক সূত ।
হইল তাহাৰ পুত্ৰ শ্বেতনামযুক্ত ॥ ১৬০
নামেতে হইল নিমি তাহাৰ নন্দন।
নিমিকে প্ৰশংসা কৱে যত দেবগণ ॥ ১৬১
সকলে মিলিয়া তার অথিল শৱীৱ ।
তাহাতে জন্মিল পুত্ৰ মিথি নামে বীৱ ॥ ১৬২
সেই বসাইল এই মিথিলানগৱ ।
বীৱক্ষণ কুশক্ষণ তাহাৰ কোঙৱ ॥ ১৬৩
এ সৃষ্টি সৃজন কৱিয়াহে মুনিবৱে ।
কহিল সন্ধীৱ জন্ম জনকেৱ ঘৱে ॥ ১৬৪
কৃতিবাস পণ্ডিতেৰ কৰিছি সুন্দৱ ।
চন্দ্ৰবংশ রচনা কৱিল কৱিবৱ ॥ ১৬৫

সূর্যবংশেৰ উপাখ্যান ও মান্দাতাৱ জন্ম

আদি পুৱুৰ্বেৰ নাম হ'ল নিৰঞ্জন।
ত্ৰিশা বিষ্ণু মহেশ্বৱ পুত্ৰ তিন জন ॥ ১৬৬
তিন পুত্ৰ হইল তনয়া এক জানি।
সকলে তাহাৰ নাম রাখিল কলিনী ॥ ১৬৭
জৱৎকাৰু মুনিপুত্ৰে সে নাবদ আনি।
তাহাৰ বিবাহ দিল কলিনী ভগিনী ॥ ১৬৮
সবে গায় বাজায় নাবদ মুনি বেগু।
তাহাতে জন্মিল কল্যা নাম হৈল ভানু ॥ ১৬৯
তাহাৱে বিবাহ দিল জামদগ্না বৱে।
এক অংশে বিষ্ণু জন্মিলেন তার ঘৱে ॥ ১৭০
ত্ৰিশাৰ কাছেতে তার পড়িলেক বীজ।
তাহাতে জন্মিল পুত্ৰ নামেতে মৱীচ ॥ ১৭১

মৱীচেৰ নন্দন কশাপ নাম ঘৱে ।
তার পুত্ৰ সূৰ্য ইহা বিদিত সংসাৱে ॥ ১৭২
সূৰ্যেৰ হইল পুত্ৰ মনু নাম তার ।
সুৰ্যেণ তাহাৰ পুত্ৰ কলপে চমৎকাৰ ॥ ১৭৩
প্ৰসৱ তাহাৰ পুত্ৰ অতি সে সুস্থাম ।
হইল তাহাৰ পুত্ৰ যুবনাশ্ব নাম ॥ ১৭৪
যুবনাশ্ব হ'ল রাজা অবোধ্যানগৱে ।
বিবাহ কৱিতে গেজ কলদকেৱ ঘৱে ॥ ১৭৫
কাজনিমি নামে কল্যা কলকৱাজাৱ ।
বিবাহ কৱিল যুবনাশ্ব শুণাখাৱ ॥ ১৭৬
বিবাহ কৱিল মাত্ৰ সন্তায় না কৱে ।
লাজা যুচাইয়া কল্যা বলিল পিতারে ॥ ১৭৭
বিশেষ জন্মিয়া সে কলক মহীপতি ।
অভিশাপ কৱিলেন জামাতাৱ প্রতি ॥ ১৭৮
তপস্যা কৱিয়া যবে আইল ভূপতি ।
প্ৰণতি কৱিয়া দিজে মাগিল সন্ততি ॥ ১৭৯
আশীৰ্বাদ কৱ অম হউক নন্দন ।
শুণিয়া ঈষৎ হাসি বলে দিজগণ ॥ ১৮০
গঙ্গী সহ তোমাৱ নাহিক দৱশন ।
কেমনে বলিব তব হইবে নন্দন ॥ ১৮১
এক যুক্তি কৱ রাজা যদি লয় মন ।
যজ্ঞ কৱ তবে তব হইবে নন্দন ॥ ১৮২
যজ্ঞজল কৱাইবে রাতীকে ভক্ষণ ।
হইবে তোমাৱ পুত্ৰ অতি বিচক্ষণ ॥ ১৮৩
যজ্ঞ কৱি জল রাজা রাখো নিজ ঘৱে ।
শয়ন কৱিল রাজা খাটেৱ উপৱে ॥ ১৮৪
যখন হইল রাত্ৰি বিতীয় প্ৰহৱ ।
জল আন বলি রাজা হইল কাতৱ ॥ ১৮৫
তৃষ্ণায় পীড়িত রাজা আকুল হইল ।
পুংসবন-জল ছিল মুখেতে ঢালিল ॥ ১৮৬
প্ৰভাতে প্ৰকাশ হ'ল সূৰ্যেৰ কিনণ ।

অল আন বলি ডাকে যতেক ত্রাস্তণ ॥ ১৮৭
 রাজা বলে দিজগণ করি নিবেদন ।
 রাত্রিকালে জল আমি করেছি ভক্ষণ ॥ ১৮৮
 এ কথা শুনিয়া বলে যত মহামতি ।
 রাত্রিকালে জল পালে হবে গর্ভবতী ॥ ১৮৯
 শুভরের অভিশাপ তাহাতে লাগিল ।
 যুবনাখ্য মহারাজ গর্ভ যে ধরিল ॥ ১৯০
 দশ মাস গর্ভ পূর্ণ হইল রাজার ।
 বাহির হইল পেট চিরিয়া কুমার ॥ ১৯১
 নৃপতি তাজিল প্রাণ পেয়ে নানা বাথা ।
 তস্মা আসি পুত্র-নাম রাখিল মান্দাতা ॥ ১৯২
 অযোধ্যানগরে রাজা হইল মান্দাতা ।
 সপ্তর্ষীগ-অধিপতি পুণ্যশীল দাতা ॥ ১৯৩
 কৃতিবাস পশ্চিমের কবিত্ব সুগান ।
 আদিকাণ্ডে গান মান্দাতার উপাখ্যান ॥ ১৯৪

সূর্যবংশ নির্বংশ এবং অযোধ্যায় হীরাতের রাজা হওন বৃত্তান্ত

মান্দাতার তনয় হইল মুচুন্দ ।
 সমর পাইলে তার হৃদয়ে আনন্দ ॥ ১৯৫
 তাহার তনয় নামে পথ নৃপবর ।
 যাঁর রথচক্রে ছয় হইল সাগর ॥ ১৯৬
 তার পুত্র হইল ইঙ্গাকু নরপতি ।
 বশিষ্ঠ নারদে কৈল রথের সারথি ॥ ১৯৭
 শতাবর্ত নামে তার হইল কুমার ।
 আর্যাবর্ত নামে পুত্র হইল তাহার ॥ ১৯৮
 ভরত তাহার পুত্র অতি বলবান ।
 যাহা হইতে উপজিল ভারত পুরাণ ॥ ১৯৯
 জন্মিল তাহার পুত্র নামেতে কৃত্যর ।
 থাণ নামে তার পুত্র অতি ধনুর্ধন ॥ ২০০

খাণ্ডের হইল পুত্র দণ্ড নাম ধরে ।
 প্রজার কামিনী কন্যা বলাঙ্কার করে ॥ ২০১
 সব প্রজা বলিলেন রাজার গোচর ।
 তব পুত্র হেতু ছাড়ি অযোধ্যানগর ॥ ২০২
 এ কথা শুনিয়া থাণ বিষাদিত-মন ।
 পুত্রের বিবাহ রাজা দিল সেইক্ষণ ॥ ২০৩
 পরে পাঠাইল রাজা দণ্ডকে কাননে ।
 প্রবেশ করিল দণ্ড সেই মহাবনে ॥ ২০৪
 কানন যথোতে গিয়া দণ্ড নৃপবর ।
 বসাইল দণ্ডকারণা নামেতে নগর ॥ ২০৫
 সেই বনে বাস করে শুক্র মুনিবর ।
 পড়িবারে দণ্ড নিতা যায় তার ঘর ॥ ২০৬
 এক দিন শুক্র গেল তপস্যা করিতে ।
 হেনকালে দণ্ড রাজা গেলেন পড়িতে ॥ ২০৭
 শুক্রকন্যা অঙ্গা যায় পুষ্প আহরণে ।
 দণ্ড তারে বলে মোরে তোষ আলিঙ্গনে ॥ ২০৮
 অঙ্গা বলে শুন রাজা কহি তব ঠাই ।
 পিতৃশিয়া তুমি ত' সম্বন্ধে হও ভাই ॥ ২০৯
 বিবাহ করিতে যদি লয় তব মন ।
 পিতৃ-বিদামানে তবে কর নিবেদন ॥ ২১০
 রাজা বলে এ কথায় ছির নহে মন ।
 পাছে বিয়া হবে আগে দেহ আলিঙ্গন ॥ ২১১
 শুক্রকন্যা বলি রাজা না করে বিচার ।
 পুষ্পবাটিকাতে তারে করে বলাঙ্কার ॥ ২১২
 প্রথম যুবক রাজা যুবতী-মিলন ।
 নখাঘাতে রজপাত কৈল ততক্ষণ ॥ ২১৩
 তপস্যা করিয়া মুনি শুক্র এল ঘরে ।
 আসন সলিল অঙ্গা দিল মুনিবরে ॥ ২১৪
 দিনান্তে অভুক্ত মুনি পোড়ে কলেবর ।
 কন্যারে দেওয়া মুনি কৃপিত অন্তর ॥ ২১৫
 মুনি বলে অঙ্গা কন্যা এ দেখি কেমন ।

সর্বাঙ্গে তোমার দেখি শৃঙ্গার-লক্ষণ ॥ ২১৬
 লজ্জা ঘুঁটাইয়া কল্যা কহে তার পাশ ।
 তব শিষা দণ্ডরাজা কৈল জাতি-নাশ ॥ ২১৭
 এই কথা শুনিয়া কৃপিল মুনিবর ।
 দণ্ডক দণ্ডক বলি ডাকিল সত্ত্বর ॥ ২১৮
 ভয়ে ভয়ে দণ্ড রাজা আসি প্রগমিল ।
 দেখিয়া কৃপিত মুনি তাহারে কহিল ॥ ২১৯
 পড়াইয়া তোমারে যে দিয়াছি চেতন ।
 তাহার দক্ষিণা ভাল দিলে হে এখন ॥ ২২০
 এমন কৃপুত্র যার বংশে জন্ময় ।
 সে বংশ নির্বৎশ হবে বলিনু নিশ্চয় ॥ ২২১
 কোপদৃষ্টে চাহিল তখন অহাখ্যবি ।
 রাজাশুক হইল সে দণ্ড ভস্মরাশি ॥ ২২২
 অযোধ্যাতে দণ্ড রাজা তজিল জীবন ।
 নির্বৎশ হইল সূর্যবংশের রাজন ॥ ২২৩
 অযোধ্যাতে হ'ল রাজা বশিষ্ঠ ত্রাস্কণ ।
 পুত্রের সমান করি পালে প্রজাগণ ॥ ২২৪
 মুনি বলে জপ তপ সব নষ্ট হ'ল ।
 মিছা রাজ্য করি মোর জন্ম কাটি গেল ॥ ২২৫
 ধ্যান করি জানিলেন বশিষ্ঠ ত্রাস্কণ ।
 হবে অজ্ঞার এক উত্তম নন্দন ॥ ২২৬
 যেই কালে অজ্ঞা কল্যা শুভূমতী ছিল ।
 দণ্ডরাজা বলাংকার তখন করিল ॥ ২২৭
 ধ্যানে জানি বশিষ্ঠ কহেন শুক্র প্রতি ।
 শীঘ্র পাঠাইয়া দেহ হবে তব নাতি ॥ ২২৮
 তথা জানি শুক্র মুনি হ'ল হষ্ট-মন ।
 কল্যা পাঠাবার সজ্জা করিল তখন ॥ ২২৯
 অজ্ঞাকে পাঠান শুক্র অযোধ্যানগর ।
 অজ্ঞার হইল এক অপূর্ব কোঙর ॥ ২৩০
 হরণে হইল তার নাম সে হারীত ।
 মুনি তারে আশিস করিল যথোচিত ॥ ২৩১

দিনে দিনে বাঢে শিশু বেল শশথর ।
 হয়-মাস মধো অঞ্জ দিল মুনিবর ॥ ২৩২
 এক বৎসরের হ'ল রাজার কুমার ।
 বসাইল লয়ে সিংহাসনের উপর ॥ ২৩৩
 হারীত বলেন মাতঃ ! করি নিবেদন ।
 অঞ্জকালে বিধবা হইলে কি কারণ ॥ ২৩৪
 এই কথা শুনি রাজী নিশ্চয় বলিল ।
 তোমার পিতার সঙ্গে বিবাহ না হ'ল ॥ ২৩৫
 তব পিতা আমাকে করিল বলাংকার ।
 মম পিতা কৈল তব পিতার সংহার ॥ ২৩৬
 কৃতিবাস পণ্ডিতের কবিজ সুঠাম ।
 আদিকাণ্ডে গাহিল দণ্ডক উপাধ্যান ॥ ২৩৭

রাজা হরিশচন্দ্রের উপাখ্যান

হারীতের পুত্র হরিবীজ নাম ধরে ।
 বসতি করিল সেই অযোধ্যানগরে ॥ ২৩৮
 পরবর্তু হরি, হরিবীজ রাজা করে ।
 তার পুত্র হরিশচন্দ্র খাত চৰাচরে ॥ ২৩৯
 হরিশচন্দ্র সমর্পণ করি সর্বদেশ ।
 দ্বন্দপ-গঙ্গাতে গিয়া করিল প্রবেশ ॥ ২৪০
 পিতৃমৃত্যু পরে হরিশচন্দ্র হ'ল রাজা ।
 পুত্রের সমান পালে আপনার প্রজা ॥ ২৪১
 সোমদণ্ড-রাজকল্যা শৈবা নাম তাত্র ।
 হরিশচন্দ্র সহ বিয়া হইল তাহার ॥ ২৪২
 সুন্দরী পাইয়া জায়া অন্তরে উল্লাস ।
 তাহার হইল পুত্র নামে রঞ্জিদাস ॥ ২৪৩
 সুখে রাজ্য করে হরিশচন্দ্র মহীপতি ।
 ইন্দ্রের সম্বন্ধে কিছু শুনহ সম্পতি ॥ ২৪৪
 একদিন সভাতে বসিল সুরপতি ।
 পঞ্চ কল্যা নৃত্য করে সকলে যুবতী ॥ ২৪৫
 নাচিতে নাচিতে অতি বাড়িল তরঙ্গ ।

একবার করিলেক তারা তাল ভজ ॥ ২৪৬
 দেখিয়া করিল কোপ দেন পুরুষর ।
 অভিশাপ দিল পদ্ম কল্পার উপর ॥ ২৪৭
 যেমন গর্বিতা তোরা হয়েছিস মনে ।
 বন্ধ হয়ে থাক বিশ্বামিত্র-তপোবনে ॥ ২৪৮
 চৰণে ধরিয়া সবে করেন ক্রন্দন ।
 কত কালে হবে প্রভু শাপ-বিমোচন ॥ ২৪৯
 ইন্দ্র বলে বন্দিরাপে থাক তপোবনে ।
 মুক্ত হবে রাজা হরিশ্চন্দ্র-দুরশনে ॥ ২৫০
 প্রতিদিন পৃষ্ঠ তারা করে আহরণ ।
 ডাল ভাসে ফুল তোলে কে করে বারণ ॥ ২৫১
 শিশা সহ বিশ্বামিত্র গেল তপোবনে ।
 ডাল-ভাসা গাছ সব দেখিল নয়নে ॥ ২৫২
 এমন করিয়া ডাল ভাসে যেই জনে ।
 আইলে পড়িবে কাল-লাতার বন্ধনে ॥ ২৫৩
 এত বলি অভিশাপ দিল মুনিবরে ।
 প্রভাতে আইলা তারা পৃষ্ঠ তুলিবারে ॥ ২৫৪
 বন্ধন তাহারা আসি ডালে ভর দিল ।
 লতার বন্ধন হাতে অমনি লাগিল ॥ ২৫৫
 প্রভাতে আসিয়া বিশ্বামিত্র তপোবনে ।
 কল্পাগণে দেখি হষ্ট হইলেন মনে ॥ ২৫৬
 কল্পাগণে রৌতিমত করিয়া ভৎসন ।
 নিজঙ্গনে মুনিবর করিল গমন ॥ ২৫৭
 হেনকালে তথা হরিশ্চন্দ্র যশোধন ।
 মৃগয়া করিতে করিলেন আগমন ॥ ২৫৮
 মৃগ না পাইয়া অতি বাকুলিত মন ।
 ঝাল হন নানা ছালে করিয়া শ্রদ্ধণ ॥ ২৫৯
 মনস্তাপ পাইয়া বসিল তরলতলে ।
 কল্পাগণ ডাকে উচ্চে হরিশ্চন্দ্র ব'লে ॥ ২৬০
 ক্রন্দন শুনিয়া রাজা গেল তপোবন ।
 স্পর্শমাত্র মুক্ত হয়ে গেল পদ্ম জন ॥ ২৬১

অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র যশোধন ।
 সৈনাসহ নিজ রাজে করিল গমন ॥ ২৬২
 প্রাতঃকালে আসিলেন গাধির নন্দন ।
 কল্পাগণে না দেখিয়া রঞ্চ হ'ল মন ॥ ২৬৩
 আমি মে বান্ধিলু ছাড়াইল কোন জন ।
 সর্বনাশ হ'ল তার সংশয় জীবন ॥ ২৬৪
 ধান করি জানিলেন গাধির নন্দন ।
 হরিশ্চন্দ্র ছাড়াইয়া দিল কল্পাগণ ॥ ২৬৫
 বিশ্বামিত্র ক্রেতে করি ঢলিল সন্ধর ।
 উত্তরিল গিয়া মুনি রাজার গোচর ॥ ২৬৬
 মুনিরে দেখিয়া রাজা কৈল অভার্থন ।
 আসুন বলিয়া দিল বসিতে আসন ॥ ২৬৭
 সফল ভবন মোর সফল জীবন ।
 মোর গৃহে আসিলেন গাধির নন্দন ॥ ২৬৮
 জুলন্ত অনল যেন বলে তপোধন ।
 কল্পাগণে বান্ধিলু ছাড়িলে কি কারণ ॥ ২৬৯
 রাজা কহে কল্পাগণ কৈল আমন্ত্রণ ।
 মিথ্যা না বলিব প্রভু করেছি মোচন ॥ ২৭০
 দান করি পুণ্য করি তুমি যে আক্ষণ ।
 আমা প্রতি ক্রেতে কেন কর অকারণ ॥ ২৭১
 এ কথা শুনিয়া কহে গাধির কুমার ।
 দান পুণ্য কর ব'লে কর অহঙ্কার ॥ ২৭২
 কি দান করিবে তুমি দেখি তব মন ।
 আমারে কিপ্পিৎ দান দেহ ত' রাজন ॥ ২৭৩
 রাজা বলে গৃহধর্ম সফল জীবন ।
 মোর দান লবে প্রভু গাধির নন্দন ॥ ২৭৪
 যাহা চাহ তাহা দিব না করিব আল ।
 নানা দানে গোসাঙ্গি রাধির তব মান ॥ ২৭৫
 মুনি বলে দান দেহ যদাপি রাজন ।
 আগেতে করহ তুমি সত্তা নির্বন্ধন ॥ ২৭৬
 রাজা বলে সত্তা সত্তা না করিব আল ।

এ সত্য লজ্জিলে নাহি পাব পরিক্রাণ ॥ ২৭৭
 ভূপতি করিল সত্য না বুঝিল মায়া ।
 মৃগ বন্দী হ'ল যেন ফাদ না বুঝিয়া ॥ ২৭৮
 মুনি বলে দেখছ তোমরা দেবগণ ।
 রাজা করিবেন শীঘ্ৰ সত্যের পালন ॥ ২৭৯
 মুনি বলে দিবে যদি করেছ অস্ত্রে ।
 রাজন् ! পৃথিবী দান করহ আমারে ॥ ২৮০
 দানের করিল রাজা অতি পরিপাটি ।
 হাতে করি আনিলেন তিনি তোলা মাটি ॥ ২৮১
 ভূদান করিল হরিশচন্দ্ৰ শ্ৰকাযুত ।
 অস্ত্র স্বত্তি বলিয়া লইল গাধিসূত ॥ ২৮২
 মুনি বলে দিলে দান পাইনু এখন ।
 দানের দক্ষিণা রাজা আনহ কাষ্ঠন ॥ ২৮৩
 রাজা বলে দক্ষিণাতে না করিও ঘৃণা ।
 দানের দক্ষিণা দিব সাত কোটি সোনা ॥ ২৮৪
 মুনি বলে বিলম্বে নাহিক প্ৰয়োজন ।
 সাত কোটি কাষ্ঠন করহ সমৰ্পণ ॥ ২৮৫
 ভূপতি করেন আজ্ঞা ভাণ্ডারীৰ প্রতি ।
 আমারে আনিয়া দেহ স্বৰ্ণ শীত্রগতি ॥ ২৮৬
 দৃঢ় করি বলে মুনি গাধিৰ কুমার ।
 ভাণ্ডারী-উপর তৰ কিমা অধিকার ॥ ২৮৭
 সকল পৃথিবী দান করিলে আমারে ।
 ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবেক তোমারে ॥ ২৮৮
 শুনিয়া ভাবিত রাজা ছাড়িল নিশ্চাস ।
 আপনা আপনি করিলাম সৰ্বনাশ ॥ ২৮৯
 মুনি বলে ভূপতি মজিলে অহক্ষারে ।
 পৃথিবী ছাড়িয়া রাজা ঘাও ছানাস্তরে ॥ ২৯০
 পাত্ৰ মিত্ৰ সবে বলে করি বোড়পাণি ।
 হরিশচন্দ্ৰ কৃপে দিতে পঢি একখানি ॥ ২৯১
 সূচঞ্চ খননে যত উঠে বসুমতী ।
 উহাকে না দিল বিশ্বামিত্ৰ মহামতি ॥ ২৯২

পাত্ৰ মিত্ৰ বলে শুন গাধিৰ তনয় ।
 কোথায় যাইলে হরিশচন্দ্ৰ নিৱাশয় ॥ ২৯৩
 এত শুনি ক্রোধ করি বলে মহাবিষ ।
 পৃথিবীৰ বহিৰ্ভাগে আছে বারাণসী ॥ ২৯৪
 শৈবা নারী আৱ নিজ পুত্ৰ কৃহিনীস ।
 তিনি জন গাউক কৰিতে কাশীবাস ॥ ২৯৫
 বিশ্বামিত্ৰ বাক্য শুনি সৰ্ববৎসুখন ।
 দারা পুত্ৰ সহ কাশী কৰিল গমন ॥ ২৯৬
 মুনি বলে শুন রাজা আমার বচন ।
 দিয়া ঘাও সাত কোটি আমাকে কাষ্ঠন ॥ ২৯৭
 রাজা বলে হে গোসাঙ্গি না কৰিও ঘৃণা ।
 সাত দিন পৱে দিব সাত কোটি সোনা ॥ ২৯৮
 সাত দিন পথে রাজা বাছিয়া চলিল ।
 পথ আঙলিয়া মুনি কহিতে লাগিল ॥ ২৯৯
 অম কথা শুন হরিশচন্দ্ৰ ঘৃণাধন ।
 আগে দেহ সাত কোটি আমারে কাষ্ঠন ॥ ৩০০
 শৈবাৰ সহিত রাজা কৰিল ঘৃণা ।
 কি দিয়া শোবিল আমি ত্ৰাস্তণেৰ সোনা ॥ ৩০১
 শৈবা বলে শুন প্ৰভু নিবেদি তোমারে ।
 বিক্ৰয় কৰহ হাট মাৰারে আমারে ॥ ৩০২
 স্ত্ৰী লইয়া চলে রাজা হাতেৰ ভিতৰে ।
 দাসীকে কিনিবে ব'লে ভাকে উচ্চেষ্টৱে ॥ ৩০৩
 এক বিশ্ব ছিল সে পণ্ডিত সাবুজন ।
 ছিল তাৰ একটি দাসীৰ প্ৰয়োজন ॥ ৩০৪
 ত্ৰাস্তণ বলেন ওহে পুৰুষৱতন ।
 লইবে দাসীৰ মূলা কতেক কাষ্ঠন ॥ ৩০৫
 রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা প্ৰবণনা ।
 এ দাসীৰ মূলা চাহি চারি কোটি সোনা ॥ ৩০৬
 এ কথা শুনিয়া বিশ্ব শীকাৰ কৰিল ।
 চারি কোটি সোনা দিয়া শৈবাৰে কিনিল ॥ ৩০৭
 দাসী লয়ে দিজ যাব আওনাৰ নাম ।

মায়ের কপড় ধরি কানে ঝরিদাস ॥ ৩০৮
 অঞ্চলে ধরিয়া পুত্র যায় গড়াগড়ি ।
 ছাড় ছাড় বলি বিপ্র দেখাইল বাড়ি ॥ ৩০৯
 শৈব্যা বলে হে গোসাঙ্গি ! করি নিবেদন ।
 বিনা পনে ক্রয় কর আমার নন্দন ॥ ৩১০
 শুনিয়া কহিল বিপ্র ক্ষেত্রেতে বাতুল ।
 দু'জনের তরে কোথা পাইব তঙ্গুল ॥ ৩১১
 শৈব্যা বলে তুমি অঞ্চ দিবে যে আমাকে ।
 আমি কিছু খাব আর দিব এ বালকে ॥ ৩১২
 ত্রাণ বলেন ক্ষেত্রে তাহাই হইবে ।
 প্রতিদিন এক সের তঙ্গুল পাইবে ॥ ৩১৩
 দাসী কিনি বিপ্র যায় আপনার হানে ।
 স্বর্ণ লয়ে গেল রাজা মুনি বিদ্যানে ॥ ৩১৪
 অত্যন্ত দেখিয়া স্বর্ণ কহে তপোধন ।
 হীন জ্ঞান কর তুমি গর্বিত রাজন ॥ ৩১৫
 সাত কোটি লব কম নহে সাত রতি ।
 বিশ্বামিত্র অবজ্ঞা না কর মহামতি ॥ ৩১৬
 এ কথা শুনিয়া রাজা প্রমাদ ভাবিল ।
 শিরে হাত দিয়া রাজা হাটে চলি গেল ॥ ৩১৭
 হটিখানি বসে বারাণসীর ঘোচরে ।
 তৃণ বাঞ্ছি প্রবেশিল হাটের ভিতরে ॥ ৩১৮
 নফর কিনিবে কেবা বলে উচ্চেঃস্বরে ।
 কালু নামে ছাড়ি এক ছিল সে নগরে ॥ ৩১৯
 সে বলে আমার কর্ম আছে ত' নফরে ।
 চাহি এক নফর সে রাখিবে শূকরে ॥ ৩২০
 এ কথা শুনিয়া রাজা বলিছে বচন ।
 আমি যাহা কহি তাহা করিবে পালন ॥ ৩২১
 কালু বলে শুন ওহে পুরুষরতন ।
 আপনার মূল্য লবে কতেক কাষ্ঠন ॥ ৩২২
 রাজা বলে নাহি জানি মিথ্যা ব্যবহার ।
 স্বর্ণ লব তিনি কোটি মূল্য আপনার ॥ ৩২৩

এ কথা শুনিয়া কালু বিলম্ব না করে ।
 তিনি কোটি স্বর্ণ দিয়া কিনিল নফরে ॥ ৩২৪
 সাত কোটি সোনা লয়ে দিল মুনিবরে ।
 ধন পেয়ে গেল মুনি অযোধ্যানগরে ॥ ৩২৫
 কালু বলে শুন ওহে পুরুষরতন ।
 কি নাম তোমার কহ কাহার নন্দন ॥ ৩২৬
 হেঁয়ালি করিয়া রাজা কহিতে লাগিল ।
 হরিশচন্দ্র নাম বাপ-মায়েতে রাখিল ॥ ৩২৭
 কত বা বেঢ়াবে হরিশচন্দ্র নাম ধ'রে ।
 কখন বলিও হরি কখন বা হরে ॥ ৩২৮
 নফর লইয়া কালু যায় নিজ বাস ।
 হরিশচন্দ্র ঘুচাইয়া হল হরিদাস ॥ ৩২৯
 হরিদাস বলে প্রভু করি নিবেদন ।
 খাইতে উচ্ছিষ্ট মোরে না দিও কখন ॥ ৩৩০
 কালু বলে হরিদাস শুনহ বচন ।
 বারাণসীপুরে রাখ শূকরের গুণ ॥ ৩৩১
 বারাণসী-তীরে যত মড়া দাহ হয় ।
 পঞ্চাশ কাহন লহ প্রতোক মড়ায় ॥ ৩৩২
 বুরায়ে কর্তব্য কর্ম ছাড়ি গেল ঘরে ।
 ভাকিয়া আনিল রাজা সকল শূকরে ॥ ৩৩৩
 বলিতে লাগিল হরিশচন্দ্র মহীপাল ।
 এক কথা শুন মম হে শূকরপাল ॥ ৩৩৪
 দান পুণ্য করিলাম এ দক্ষিণ ক'রে ।
 তোমাদের মল-মৃত্র মুছিব কি করে ॥ ৩৩৫
 এক সতা পালিবে হে শূকর সকল ।
 পরিত্যাগ করিও অন্তরে মৃত্রমল ॥ ৩৩৬
 পালিল রাজার বাকা শূকর সকল ।
 মল-মৃত্র পরিত্যাগ অন্তরে করিল ॥ ৩৩৭
 উভ বুটি চুল বাক্সে রাজা উচ্চ ক'রে ।
 বারাণসী-তীরে নিতা দৌড়াদৌড়ি করে ॥ ৩৩৮
 রাজচিহ্ন রাজার অন্তরে পলাইল ।

পাটলীর বেশ রাজা তখন ধরিল ॥ ৩৩৯
 শৈব্যা রহিলেন হেথো ব্রাহ্মণ-আগারে ।
 এক সেৱ তঙ্গুল ব্রাহ্মণ দেৱ তাৰে ॥ ৩৪০
 তিন পোৱা রহিদাস খান তিনবারে ।
 এক পোৱা থান শৈব্যা দ্বিজেৱ আগারে ॥ ৩৪১
 বিশ্ব বলে শুন শৈব্যা আমাৰ বচন ।
 খাইল তোমাৰ ভাগ তোমাৰ নন্দন ॥ ৩৪২
 কালি হ'তে আমি যে কৱিব দেৰাচিন ।
 তব পৃত্রে পুঞ্চপ হেতু পাঠাইব বন ॥ ৩৪৩
 পুঞ্চপ আহৱনে যাক বালক তোমাৰ ।
 বাড়াইয়া দিব ত' তঙ্গুল কিছু আৱ ॥ ৩৪৪
 শৈব্যা বলে সেই আজ্ঞা কৱিবে যখন ।
 সেই আজ্ঞা পালিবেক আমাৰ নন্দন ॥ ৩৪৫
 সূর্য-সাজি লইল সে সুর্যেৰ আৰক্ষি ।
 বিশ্বামিত্র-তপোবন যাও তাড়াতড়ি ॥ ৩৪৬
 ডাল ভাঙ্গে ফুল তোলে আপনাৰ মনে ।
 এক দিন এল মুনি সে বন-ভৱনে ॥ ৩৪৭
 ডাল ভাঙ্গা দেখিয়া কুপিল মুনি মনে ।
 এমন কৃকৰ্ম আসি কৱে কোন জনে ॥ ৩৪৮
 ধ্যান কৱি বিশ্বামিত্র জনিল কাৱণ ।
 পুঞ্চপ ল'তে আসে হরিশচন্দ্ৰে নন্দন ॥ ৩৪৯
 বিপ্রঘৱে জননী হাতিয় ঘৱে বাপ ।
 কল্যা যদি আসে তাৰ বুকে খাবে সাপ ॥ ৩৫০
 এত বলি শাপ দিল ক্লোধে তপোধন ।
 ব্রাত্ৰিকালে হেথো শৈব্যা দেখিছে স্বপন ॥ ৩৫১
 প্রাতঃকালে প্ৰকাশিত সুৰ্যেৰ কিৱণ ।
 তুলিতে কুসুম যায় রাজাৰ নন্দন ॥ ৩৫২
 তপোবনে রাজাৰ কুমাৰ যবে ঢলে ।
 হেনকালে শৈব্যা তাৰে স্নেহ কৱি বলে ॥ ৩৫৩
 না যাইও তুলিতে কুসুম তপোবন ।
 নিতান্ত কৱিবে তোৱে ভুজঙ্গে দংশন ॥ ৩৫৪

রহিদাস বলে নাহি যাইলে তথাৱ ।
 দুর্মুখ ব্রাহ্মণ অম না দিবে তোমাৱ ॥ ৩৫৫
 কৃতী পুত্ৰ কৱে মাতাপিতাৰ পালন ।
 থাইয়া তোমাৰ অম থাকি সৰ্বক্ষণ ॥ ৩৫৬
 না রাখিল শিশুপুত্ৰ মায়েৰ বচন ।
 কুসুম তুলিতে গেল রাজাৰ নন্দন ॥ ৩৫৭
 রহিদাস প্ৰবেশিল সেই তপোবনে ।
 মাৰা জাতি পুত্ৰপ তুলে যাহা লয় মনে ॥ ৩৫৮
 জাতি যুদ্ধি মছিকা সে তুলিল রঙণ ।
 পারিজাত শেফালিকা শিউলী কাষণ ॥ ৩৫৯
 অশোক কিংশুক জৰা অতসী কেশৱ ।
 গোলাপ আকন্দ তোলে বকুল টগৱ ॥ ৩৬০
 অবশ্যে শ্ৰীফলে আৰক্ষি ভেজাইল ।
 ডালেতে আছিল সাপ বুকেতে দংশিল ॥ ৩৬১
 সৰ্বাঙ্গেতে শিশুৰ বেঢিল বিমজাল ।
 ভূমিতে পড়িয়া শিশু মুখে ভাঙ্গে লাল ॥ ৩৬২
 আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্ৰহৱ ।
 তবু সে রাজাৰ পুত্ৰ না আইল ঘৱ ॥ ৩৬৩
 আনন্দ-বাহিৰ কৱি কহিছে ব্রাহ্মণ ।
 এখনো না এল কবে হবে দেৰাচিন ॥ ৩৬৪
 শৈব্যা বলে প্ৰভু এই কৱি নিবেদন ।
 আপনি দেখিয়া আসি কোথা সে নন্দন ॥ ৩৬৫
 তনয় দেখিতে শৈব্যা কৱিল গমন ।
 তপোবন মুনিৰ কৱিল দৰশন ॥ ৩৬৬
 বালকেৱে ঝুঁজিয়া বেড়ান তপোবনে ।
 দেখে বৃক্ষপাশে পড়ে আপন নন্দনে ॥ ৩৬৭
 পুত্ৰকে দেখিয়া শৈব্যা পড়িল ভৃতলে ।
 যেমন কলাৰ পাত ভাঙ্গে ডালে মূলে ॥ ৩৬৮
 পুত্ৰ কোলে কৱি শৈব্যা কৱিছে ক্ৰন্দন ।
 কোথা গেল অম পুত্ৰ কঢ়াইত নন্দন ॥ ৩৬৯
 ধৰ্ম সাধিবাবে দৃঃখ দিল নামাযণ ।

অগ্নিতে পড়িয়া আজি তাজির জীবন ॥ ৩৭০
 পুত্র কোলে করি শৈব্যা বরিছে গমন ।
 পলাইয়া গেল বলি ভাবিছে ত্রাস্তণ ॥ ৩৭১
 পুত্র কোলে করি শৈব্যা হাড়িল নিশ্চাস ।
 কান্দিতে কান্দিতে কহে ত্রাস্তণের পাশ ॥ ৩৭২
 নিবেদন করি শুন সকল ত্রাস্তণে ।
 কেমনে বাঁচিবে পুত্র বাঁচাব কেমনে ॥ ৩৭৩
 শুনিয়া প্রবোধ বাক্য কহে বিজগণ ।
 সর্পের দংশনে প্রাণ হাড়িল নন্দন ॥ ৩৭৪
 মড়া কোলে করি কেন করিছ ক্রন্দন ।
 মরিলে অবশ্য জন্ম জন্মিলে মরণ ॥ ৩৭৫
 বারাণসীপুরে তুমি মড়া লহে যাহু ।
 কাঞ্চিত্তা করি এই মৃত দেহ দাহ ॥ ৩৭৬
 মড়া লয়ে গেল শৈব্যা কাতন অন্তরে ।
 নিরুদ্ধে নিশ্চিন্ত ত্রাস্তণ থাকে ঘরে ॥ ৩৭৭
 মৃত লয়ে গেল শৈব্যা বারাণসী বাস ।
 হাতেতে মুদগর করি আছে হরিদাস ॥ ৩৭৮
 হরিদাস বলে মড়া করিব দাহন ।
 মড়া-প্রতি লই পঞ্চাশৎ কাৰ্ষাপণ ॥ ৩৭৯
 হরিদাস বলে তোমা কহিনু নিশ্চয় ।
 তোমারে বলি যে সত্তা আন নাহি হয় ॥ ৩৮০
 অন্তোর ঘাটেতে লয়ে পোড়াও কুমার ।
 নিধাতা করিল মোরে হাড়ির আচার ॥ ৩৮১
 শৈব্যা বলে গোসাঙ্গি বলিতে ভয় বাসি ।
 বিধাতা করিল মোরে ত্রাস্তণের দাসী ॥ ৩৮২
 শৈব্যা বলে আভ্রা কর ঘাটের পাটনি ।
 দিব আমি চিরিয়া এ বন্দু অক্ষিধানি ॥ ৩৮৩
 এতেক শুনিয়া তবে শৈব্যার বচন ।
 হাতেতে মুদগর লয়ে আইসে রাজন ॥ ৩৮৪
 পড়িলেন পুত্র লয়ে শৈব্যা আথান্তরে ।
 হরিশচন্দ্র বলিয়া সে কলে উচৈঃস্বরে ॥ ৩৮৫

প্রত্তু হরিশচন্দ্র রাজা গেল কোথাকারে ।
 আসিয়া দেখহ মৃত আপন কুমারে ॥ ৩৮৬
 হরিশচন্দ্র বলি শৈব্যা কালে উত্তরাস ।
 রাজার হইল এবে পূর্ব জ্ঞানোদয় ॥ ৩৮৭
 হরিশচন্দ্র বলে রাণি ! করো না ক্রন্দন ।
 আমি সেই হরিশচন্দ্র কর নিরীক্ষণ ॥ ৩৮৮
 শৈব্যা বলে হরি হরি কপালে এ ছিল ।
 ঘাটের পাটনি মম জীবনে মোহিল ॥ ৩৮৯
 অযোধ্যায় ছিলাম যে রাজার রামণী ।
 এবে পরিহাস করে ঘাটের পাটনি ॥ ৩৯০
 হরিদাস বলে প্রিয়ে ! বলি ঠাই ।
 পাসরিলে সকলি কিছুই মনে নাই ॥ ৩৯১
 সোমদণ্ড রাজকণ্ঠা শৈব্যা তব নাম ।
 তোমারে বিবাহ প্রিয়ে ! আমি করিলাম ॥ ৩৯২
 রংহিদাস নামে তব হইল নন্দন ।
 মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন ॥ ৩৯৩
 এ কথা শুনিয়া রাণী চাহিতে আগিল ।
 কপালে নিশানা ছিল তখনি চিনিল ॥ ৩৯৪
 পুত্র কোলে করি রাজা করিছে ক্রন্দন ।
 কোথা গেলি কোথা গেলি রংহিত নন্দন ॥ ৩৯৫
 অর্ভবেদী দুঃখ আজি দিল নারায়ণ ।
 অগ্নিতে পৃত্তিয়া আজি তাজির জীবন ॥ ৩৯৬
 তখন চলনকাঠে সাজাইয়া চিতা ।
 মধ্যেতে রাখিল পুত্র পাশে মাতাপিতা ॥ ৩৯৭
 যে কালে জ্বলন্ত অগ্নি দিবেন চিতাতে ।
 হেনকালে ধৰ্মরাজ কহেন সাক্ষাতে ॥ ৩৯৮
 অগ্নিতে পৃত্তিয়া কেন তাজিরে জীবন ।
 আমি জীরাইয়া দিব তোমার নন্দন ॥ ৩৯৯
 পদ্মহন্ত বুলাইল বালকের গায় ।
 সব জ্বালা দুরে গেল চক্ষু মেলি চায় ॥ ৪০০
 হেনকালে কালু আসি রাজারে সন্তানে ।

তোমায় আমার স্বর্গ দায় না আইসে ॥ ৪০১
 আঙ্গণ আসিয়া বলে রাজার মননে ।
 তোমাতে আমাতে দায় ঘুচিল কাঞ্চনে ॥ ৪০২
 রাজা বলে গোসাঙ্গি করি গো নিবেদন ।
 ব্রহ্মন লইব বল কিসের কারণ ॥ ৪০৩
 রাণীর হাতেতে স্বর্গ-কল্প দে ছিল ।
 তাহা দিয়া রাজা নিজ দায় ঘুচাইল ॥ ৪০৪
 মুনি বলে জপ তপ সব নষ্ট হ'ল ।
 মিথ্যা রাজা করিয়া যে জন্ম কাটি গেল ॥ ৪০৫
 যেখানে আছেন হরিশচন্দ্র ঘশোধন ।
 সেইখানে মুনি আসি দিল দরশন ॥ ৪০৬
 মুনি বলে শুন হরিশচন্দ্র মহীপতি ।
 আপনার রাজ্ঞো তুমি যাও শীঘ্রগতি ॥ ৪০৭
 রাজা বলে গোসাঙ্গি ! শুনহ নিবেদন ।
 কেমন করিলে রাজা কহ তপোধন ॥ ৪০৮
 মুনি বলে সে কথায় নাহি প্রয়োজন ।
 গমন করহ রাজ্ঞো একথে রাজন ॥ ৪০৯
 স্ত্রী পুত্র লইয়া রাজা করিল গমন ।
 প্রসংগানস মুনি প্রযুক্তি বদন ॥ ৪১০
 অযোধ্যায় রাজা আসি দিল দরশন ।
 রাজসূয় যজ্ঞ রাজা করিল তখন ॥ ৪১১
 রাজাভার পুত্রের করিয়া সমর্পণ ।
 হরিশচন্দ্র পরলোকে করিল গমন ॥ ৪১২
 কৃত্তুর বিভাল আদি যত পৎসগণ ।
 সশরীরে সবে গেল বৈকুণ্ঠ ভূবন ॥ ৪১৩
 দেব গদাধর তাহে কৃপিত অন্তরে ।
 কহিলেন ভাকিয়া নারদ মুনিবরে ॥ ৪১৪
 স্বর্গ নষ্ট করে হরিশচন্দ্র নৃপর ।
 এ কথা শুনিয়া মুনি চলিল সত্ত্বর ॥ ৪১৫
 বীণা বাজাইয়া যায় মহাতপোধন ।
 দেখে রথে স্বর্গে রাজা করিছে গমন ॥ ৪১৬

প্রগভিষ্যা রাজা তবে স্বর্গে যাই বলে ।
 মুনি বলে স্বর্গে যাও কোন্ পুণ্যাকলে ॥ ৪১৭
 সুবৃদ্ধি রাজার তবে কুবৃদ্ধি ঘটিল ।
 আপনার পুণ্য সব কহিতে লাগিল ॥ ৪১৮
 বাপী কৃপ তড়াগাদি নানাহানে করি ।
 দিয়াছি জাঙ্গাল আর বৃক্ষ সারি সারি ॥ ৪১৯
 ময় রাজা নিল বিশ্বামিত্র তপোধন ।
 আপনারে বেঁচি শুধিলাম সে কাঞ্চন ॥ ৪২০
 পুণ্যকথা যেই রাজা কহিতে লাগিল ।
 কহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল ॥ ৪২১
 নামিল রাজার রথ দৃঢ়িত অন্তর ।
 ভাল মন্দ নাহি বলে হইল কাতর ॥ ৪২২
 স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ ।
 রাজার কটক কিবা করিবে ভক্তণ ॥ ৪২৩
 যে শসা সঞ্চয় করে না করিয়া বায় ।
 হরিশচন্দ্র রাজার কটকে তাহা লয় ॥ ৪২৪
 ক্ষেত্র হ'তে সেই শসা আনিয়া ফেলায় ।
 হরিশচন্দ্র রাজার কটকে তাহা খায় ॥ ৪২৫
 নৃতন বসন রাখে করিয়া যতন ।
 রাজার কটক পরে সেই সে বসন ॥ ৪২৬
 এ নিয়ম করিল তখন দেবগণ ।
 অর্কপথে হরিশচন্দ্র রহিল তখন ॥ ৪২৭
 স্বর্গে নাহি গেল রাজা মর্ত্য না পাইল ।
 হরিশচন্দ্র রাজা মধ্য-পথেতে রহিল ॥ ৪২৮
 কৃত্তিবাস পণ্ডিত করিতে বিচক্ষণ ।
 আদিকাণ্ডে গা'ন হরিশচন্দ্র বিবরণ ॥ ৪২৯

সগরবংশ উপাখ্যান

রঞ্জিদাস রাজা হইলেন অতঃপর ।
 পুত্রতুল্য প্রজাগণে পালে নরবর ॥ ৪৩০

তাহার নন্দন সে সগর নাম ধরে ।
 সগর হইল রাজা অযোধ্যানগরে ॥ ৪৩১
 মন দিয়া শুন সগরের বিবরণ ।
 যে-কথা শুনিলে হয় পাপ-বিমোচন ॥ ৪৩২
 অপুত্রক রাজা রাজা করে মনোদুঃখে ।
 অপুত্রের মুখ লোকে প্রাতে নাহি দেখে ॥ ৪৩৩
 দুঃখেতে সগর বনে করিল গমন ।
 বহুকাল করিল শিবের আরাধন ॥ ৪৩৪
 সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলেন সগরে ।
 বর আগি লহ রাজা যা চাহ অন্তরে ॥ ৪৩৫
 সগর বলেন পূজ্র বিনা বড় দুঃখ ।
 বর দেহ দেখি আমি বহু পূজমুখ ॥ ৪৩৬
 হাসিয়া দিলেন বর ভোলা মহেশ্বরে ।
 ষাটি হাজার পুত্র হইবে তব ঘরে ॥ ৪৩৭
 বর পেয়ে আসিলেন সগর নৃপতি ।
 শিব-বরে দুই নারী হ'ল গর্ভবতী ॥ ৪৩৮
 কেশিনী সুমতি নামে রাজার মহিলা ।
 দিনে দিনে গর্ভমাস বাড়িতে লাগিলা ॥ ৪৩৯
 দশ মাস গর্ভ হ'ল প্রসব-সময় ।
 কেশিনী প্রসব কৈল সুন্দর তনয় ॥ ৪৪০
 তনয় হইল যেন অভিনব কাম ।
 অসমঞ্জ বলিয়া রাখিল তার নাম ॥ ৪৪১
 সুমতির গর্ভবাথা হইল যখন ।
 চর্মের অলাবু এক প্রসবে তখন ॥ ৪৪২
 দেখিয়া অলাবু রাজা কুপিল অন্তরে ।
 ভাঙড় বলিয়া গালি দিল মহেশ্বরে ॥ ৪৪৩
 কোপে লাউ ভাসিয়া করিল খান খান ।
 ষাটি হাজার পুত্র হ'ল তিলের প্রমাণ ॥ ৪৪৪
 উবিমিষি করে সব দেখিতে রূপস ।
 ষাটি হাজার আলে রাজা দুধের কলস ॥ ৪৪৫
 খাইতে খাইতে দুধ নরকূপ ধরে ।
 ষাটি হাজার পুত্রে তবে সগর হাঁকারে ॥ ৪৪৬

ষাটি হাজার পুত্রে শাপ দিলে বিশাই ।
 অচিরে মরিবি তোরা না হবি চিরাই ॥ ৪৪৭
 দিলে দিলে বাঢ়ে সেই সগরনন্দন ।
 ছয় মাস বয়ক হইল পুত্রগণ ॥ ৪৪৮
 যখন সগর রাজা হাতে মারে তৃতী ।
 সকলে আইসে কেলে দিয়া হামাঙ্গতি ॥ ৪৪৯
 যখন হইল তারা দাদশ বৎসর ।
 সকলের বিবাহ দিলেন নরবর ॥ ৪৫০
 ষাটি সহস্র পুত্র একমাত্র নাতি ।
 দেখিয়া সগর রাজা আনন্দিত অতি ॥ ৪৫১
 অসমঞ্জ সদাই ভাবেন মনে মন ।
 সংসার অসার সার সত্তানারায়ণ ॥ ৪৫২
 অসার সংসারে কেল বক্ষ হয়ে মরি ।
 নিভৃতে বসিয়া আমি ভজিব শ্রীহরি ॥ ৪৫৩
 ভাবিল সংসারে আমি না থাকিব আর ।
 অনুচিত কর্ম সব করে দুরাচার ॥ ৪৫৪
 যতেক বালক সব নগরে খেলায় ।
 হাতে গলে বাক্ষি সবে জলেতে ফেলায় ॥ ৪৫৫
 যত নারীগণ লইবারে আসে জল ।
 আছাড়িয়া ভাঙি ফেলে কলসী কেবল ॥ ৪৫৬
 ভাঙি দিয়া পোড়ায় সকল প্রজাঘর ।
 কহিল সকল প্রজা রাজার গোচর ॥ ৪৫৭
 পুত্রের চরিত্র শুনি লাগিল তরাস ।
 অসমঞ্জ পুত্রে রাজা দিল বনরাস ॥ ৪৫৮
 বনে গিয়া অসমঞ্জ হরষিত-মন ।
 সংসারের বফন কাটিল নারায়ণ ॥ ৪৫৯
 অসমঞ্জে পাঠাইয়া বনের ভিতরে ।
 অপর সন্তান লয়ে সুখে রাজা করে ॥ ৪৬০
 কৃতিবাস পণ্ডিতের সুলিলত গান ।
 অমৃত সমান সগরের উপাখ্যান ॥ ৪৬১

সগরের অশুমেধ যজ্ঞারভ ও কপিল
মুনির কোপে বংশনাশের বিবরণ

একদিন সগর ভাবিয়া মনে মনে ।
অশুমেধ-যজ্ঞ করে অযোধ্যা ভুবনে ॥ ৪৬২
কত পুত্র রাখে রাজা স্বর্গের উপর ।
কতক রাখিল লয়ে পাতাল ভিতর ॥ ৪৬৩
পৃথিবীর রাজা যত ময় নামে কাপে ।
ময় বংশজাত ঘেন তিন লোকে ব্যাপে ॥ ৪৬৪
এতেক ভাবিয়া যজ্ঞ কৈল আরভণ ।
তুরঙ রাখিতে দিল যতেক নন্দন ॥ ৪৬৫
বাপের সম্মুখে তারা করিল উত্তর ।
যোড়া সহ যাব ঘাটি হাজার সোদর ॥ ৪৬৬
পুত্রবাকা শুনিয়া সগর বলে ভায় ।
আনিতে পাইলে ঘোড়া যজ্ঞ হবে সায় ॥ ৪৬৭
ইন্দ্রের সহিত ময় হইল বিবাদ ।
এই যজ্ঞে নানাকৃপ হইবে প্রমাদ ॥ ৪৬৮
নজাশু রাখিতে ধায় সগরনন্দন ।
শুনিয়া হইল ইন্দ্র বড় ভীত-মন ॥ ৪৬৯
বলেন বাসব ব্রহ্মা কোন বুদ্ধি করি ।
নিরিষ্ঠি বলেন তুমি ঘোড়া কর চুরি ॥ ৪৭০
দিলে দুই প্রহরে হইল নিশাপ্রায় ।
ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায় ॥ ৪৭১
তপস্যা করেন মুনি কপিল যেখানে ।
ঘোড়া লয়ে রাখিল তাহার বিদামানে ॥ ৪৭২
যোগেতে আছেন মুনি কেহ নাহি কাছে ।
ইন্দ্র ঘোড়া বাক্ষিয়া গেলেন তাঁর পাছে ॥ ৪৭৩
অঙ্ককান বৃষ্টি সব ঘুচিল যখন ।
ঘোড়া হারাইল তবে সগরনন্দন ॥ ৪৭৪
চাহিয়া না পাইলেন পৃথিবীমণ্ডলে ।
পৃথিবী খুঁজিয়া তারা চলে রসাতলে ॥ ৪৭৫

ঘাটি হাজার ভাই কোদালি হাতে ধরে ।
চারি ক্রেশ একেক কোদালি পরিসরে ॥ ৪৭৬
ক্রেশ করি যেই ধরে কোদালির মুষ্টে ।
এক চোটে ভেজায় পাতালে কৃষ্ণপৃষ্ঠে ॥ ৪৭৭
চারি দণ্ডে খুঁজিলেক সে চারি সাগর ।
সাগর খুঁজিয়া গেল পাতাল-ভিতর ॥ ৪৭৮
পূর্ব ও দক্ষিণ দিক তার মধ্যাখালে ।
ঘোড়া বাঙ্কা দেখিল তাহার বিদামানে ॥ ৪৭৯
ডাকাডাকি করিয়া কহিল সব ভাই ।
ঘোড়াচোরে দেখিতে পাইলু এক ঠাই ॥ ৪৮০
মুনির গায়েতে মারে কোদালির পাশি ।
থাল ভঙ্গ হইয়া চাহেন মহাখবি ॥ ৪৮১
ক্রোধেতে নয়ন-অশ্বি সরে রাশি রাশি ।
পুত্রে ঘাটি হাজার হইল ভস্মরাশি ॥ ৪৮২
এককালে ক্ষয় হ'ল সগরনন্দন ।
আদিকাণ্ড গান কৃতিবাস বিচক্ষণ ॥ ৪৮৩

কপিল মুনি কর্তৃক সগরবংশ
উক্তারের উপায় কথন

এক বর্ষ না হইল যজ্ঞ অবশেষ ।
তুরঙ লইয়া পুত্র না আইল দেশ ॥ ৪৮৪
শ্রীঅসমঙ্গের পুত্র নাম অংশুমান ।
পুত্রের করিতে তত্ত্ব তাহারে পাঠান ॥ ৪৮৫
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া চড়িয়া নিজ রথে ।
একে একে পৃথিবীতে খুঁজে নামা পথে ॥ ৪৮৬
যে পথে প্রবেশ করে দেখে খান খান ।
সেই পথ দিয়া তবে পাতালে সঞ্চান ॥ ৪৮৭
আগেতে দেখিল পূর্বদিকের সাগর ।
দেখে নীলবর্ণ হষ্টী পরম সুন্দর ॥ ৪৮৮
ধরিয়াছে পৃথিবী যে দশন-উপরে ।

প্রণাম করিয়া তারে বলিল সন্দরে ॥ ৪৮৯
হষ্টী বলে এই পথে যাহ অংশমান ।
যোড়াচোর নিকটে হইও সাবধান ॥ ৪৯০
পূর্ব হ'তে চলিলেন উত্তর-সাগর ।
শ্বেতবর্ণ এক হষ্টী দেখিল সুন্দর ॥ ৪৯১
অংশমান তাহারে লাগিল শুধাইতে ।
এ পথে সগরপুত্রে দেখেছ ধাইতে ॥ ৪৯২
শুনিয়া তাহার কথা লাগিল কহিতে।
পাইবেক ঘোড়া যাও এই পদবীতে ॥ ৪৯৩
তথা যদি ঘোড়া না পাইল দরশন ।
পশ্চিম-সাগরে গিয়া দিল দরশন ॥ ৪৯৪
রক্ষবর্ণ এ হষ্টী দেখিল সুন্দর ।
ধরিয়াছে মেদিনী সে দশন-উপর ॥ ৪৯৫
সে সব হষ্টীর শুন অপূর্ব কথন ।
মন্তক নাড়িলে হয় মেদিনী-কম্পন ॥ ৪৯৬
পূর্ব ও দক্ষিণ দিক তার মধ্যাখনে ।
ঘোড়া বাহু দেখিল কপিল-বিদামানে ॥ ৪৯৭
দণ্ডবৎ হয়ে তারে লাগিল কহিতে ।
এ পথে সগরপুত্রে দেখেছ ধাইতে ॥ ৪৯৮
মহাক্ষি কপিল সে বলিল তখন ।
অম কোপানলে ভস্ম হ'ল সর্বজন ॥ ৪৯৯
শুনিয়া ত' অংশমান যুড়িল শুবন ।
সেই বংশে তপোধন আমার জন্ম ॥ ৫০০
অসমঞ্জপুত্র আমি সগরের নাতি ।
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি ॥ ৫০১
অংশমান কহিলেন শুন মহামতি ।
কেমনে হইবে মোর বংশের সদ্বাতি ॥ ৫০২
ত্রাঙ্গনের কোপ নাহি থাকে এক তিল ।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন কপিল ॥ ৫০৩
মর্ত্তালোকে যদি বহে প্রবাহ গঙ্গার ।
তবে যে তোমার বংশ হইবে উদ্ধার ॥ ৫০৪

বিনয়েতে অংশমান কহে তার প্রতি ।
কোথায় জন্মিল গঙ্গা কোথায় বসতি ॥ ৫০৫
কোথা গেলে পাইব সে গঙ্গা দরশন ।
কহ মুনি শুনি সেই গঙ্গার জন্ম ॥ ৫০৬
গঙ্গার জন্মের কথা করেন প্রকাশ ।
আদিকাণ্ড রচিল পঞ্চিত কৃত্তিবাস ॥ ৫০৭

গঙ্গার জন্মবিবরণ এবং মর্ত্তালোকে সগরের গঙ্গা আনয়নের উপায় ও ভগীরথের জন্ম

এক দিন গোলোকে বসিয়া নারায়ণ ।
পঞ্চমুখে গান করে দেব ত্রিলোচন ॥ ৫০৮
শিঙ্গা বলে শ্রীরাম উদ্ধুর বলে হরি ।
পঞ্চমুখে স্তুতি গান ত্রিপুরের অরি ॥ ৫০৯
লক্ষ্মী সহ বসিয়া আছেন মহাশয় ।
শুনিয়া সে গান হইলেন দ্রবঘয় ॥ ৫১০
দ্রবঘপ হইলেন নিজে নারায়ণ ।
পতিতপাবনী গঙ্গা তাহাতে জন্ম ॥ ৫১১
সেই জলে কঘণ্জলু পুরিয়া আদরে ।
ঝাখিলেন বিধাতা তৃলিয়া নিজ ঘরে ॥ ৫১২
সেই গঙ্গা যদি পার আনিতে নৃপতি ।
তবে সেই সগরবংশ পাইবে সদ্বাতি ॥ ৫১৩
অংশমান তোমারে দিলাম এই বর ।
তব বংশ হেতু গঙ্গা হবেন গোচর ॥ ৫১৪
ঘোড়া লয়ে অংশমান অব্যোধ্যাতে যায় ।
বিবরণ কহে আসি সগরের পায় ॥ ৫১৫
কপিলের ছানে পাইলাম অশুধনে ।
তার কোপান্ত্রেতে মরিয়াছে সর্বজনে ॥ ৫১৬
শুনিয়া সগর রাজা শোকাকুল-মন ।
পুত্রশোকে লিববধি করেন ক্রুদ্ধন ॥ ৫১৭
রাত্র দশায় জন্ম হইল যখন ।

সবার আশা আমি ছেড়েছি তখন ॥ ৫১৮
 ষাটি হাজার পুত্রে শাপ দিলেন বিশাই ।
 অঞ্চলকালে মরিল না হইল চিরাই ॥ ৫১৯
 অঙ্গুচি হইলে যজ্ঞ না হইলে সায় ।
 কিমতে পাবেন মুক্তি ভাবেন উপায় ॥ ৫২০
 স্বর্গেতে আহেন গঙ্গা করি কি প্রকার ।
 তিনি বিনে কিসে হবে বৎশের উকার ॥ ৫২১
 অংশুমানে রাজ্য রাজা করি সম্পর্ণ ।
 গঙ্গারে আনিতে তবে করিলা গমন ॥ ৫২২
 গঙ্গা না পাইয়া তার নিতা বাড়ে শোক ।
 মরিয়া সগর রাজা গেল ব্রহ্মলোক ॥ ৫২৩
 অংশুমান রাজ্য করে অযোধ্যানগরে ।
 তার পুত্র হইল দিলীপ নাম ধরে ॥ ৫২৪
 পুত্রে রাজা দিয়া গেল গঙ্গা আনিবারে ।
 তপ দশ হাজার বৎসর অনাহারে ॥ ৫২৫
 গঙ্গা না পাইয়া গেল স্বর্গের উপর ।
 তাহারে দেখিয়া তৃষ্ণ দেব পুরন্দর ॥ ৫২৬
 অপুত্রক রাজা দৃঢ়খ ভাবেন অঙ্গরে ।
 দুই নারী থুরে গেল অযোধ্যানগরে ॥ ৫২৭
 চলিল দিলীপ রাজা গঙ্গা অনুসারে ।
 কঠোর তপস্যা করে থাকি অনাহারে ॥ ৫২৮
 কভু জলাহার করে কভু অনাহার ।
 অযুত বৎসর সেবা করিল ব্রহ্মার ॥ ৫২৯
 তথাপি না পায় গঙ্গা না হয় অশোক ।
 মরিয়া দিলীপ রাজা গেল ব্রহ্মলোক ॥ ৫৩০
 অরাজক হ'ল রাজ্য অযোধ্যানগর ।
 স্বর্গেতে চিন্তিত ব্রহ্মা আর পুরন্দর ॥ ৫৩১
 শুনিয়াছি জন্মিবেন বিষ্ণু সূর্যকুলে ।
 কেমনে বাড়িবে বংশ নির্মূল হইলে ॥ ৫৩২
 আবিয়া সকল দেব যুক্তি করি মনে ।
 অযোধ্যাতে পাঠাইল প্রভু ত্রিলোচনে ॥ ৫৩৩

দিলীপ-কামিনী দুই আছিলেন বাসে ।
 বৃষ-আরোহণে শিব গেলেন সকাশে ॥ ৫৩৪
 দোহাকার প্রতি কহিলেন ত্রিপুরারি ।
 এম বলে পুত্রবতী হবে এক নারী ॥ ৫৩৫
 দুই নারী কহে শুনি শিবের বচন ।
 বিদ্বা আমরা কিসে হইলে জন্মন ॥ ৫৩৬
 শক্তর বলেন দুই জনে কর রাতি ।
 এম বলে একের হইবে সুসন্ততি ॥ ৫৩৭
 এই বর দিয়া গেল দেব ত্রিপুরারি ।
 জ্ঞান করি গেল দুই দিলীপের নারী ॥ ৫৩৮
 সন্ত্রীতিতে আছিলেন সে দুই যুবতী ।
 কত দিনে এক জন হ'ল প্রতুমতী ॥ ৫৩৯
 দোহেতে জানিল যদি দোহায় সন্দর্ভ ।
 দোহে কেলি করিতে একের হ'ল গর্ভ ॥ ৫৪০
 দশ মাস হ'ল গর্ভ প্রসব সময় ।
 মাংসপিণি মাত্র পুত্র হইল উদয় ॥ ৫৪১
 পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন দুই জন ।
 হেল পুত্র বর কেল দিল ত্রিলোচন ॥ ৫৪২
 অছি নাহি মাংসপিণি চলিতে না পারে ।
 দেখিয়া হাসিবে শোক সকল সংসারে ॥ ৫৪৩
 কোলে করি নিল তাহা চৃপড়ি ভিতরে ।
 ফেলিবারে লয়ে গেল সরবৃন তীরে ॥ ৫৪৪
 হেনকালে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধন ।
 ধ্যালেতে জানিল তার সকল লক্ষণ ॥ ৫৪৫
 মুনি বলে রেখে যাও পথে শোয়াইয়া ।
 করুণা করিবে কেহ আতুর দেখিয়া ॥ ৫৪৬
 পুত্রে পথে শোয়াইয়া দোহে গেল ঘরে ।
 জ্ঞান করিবারে অষ্টাবক্র মুনি সরে ॥ ৫৪৭
 আট ঠাই বাঁকা মুনি গমনে কাতর ।
 বালক তেমন করে পথের উপর ॥ ৫৪৮
 একদ্দে অষ্টাবক্র তার পালে ঢায় ।

মনে ভাবে আমারে এ দেখিয়া ভেসায় ॥ ৫৪৯
 আমারে দেখিয়া যদি কর উপহাস ।
 অক্ষশাপে হবে তোর শরীর বিনাশ ॥ ৫৫০
 যদি তব দেহ হয় স্বভাবে এমন ।
 যম বরে হও তুমি মদনমোহন ॥ ৫৫১
 অষ্টাবক্র মুনি সে যে বিষ্ণুর সমান ।
 যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন ॥ ৫৫২
 অষ্টাবক্র মুনির মহিমা চমৎকার ।
 উঠিয়া দাঁড়ান সে রাজার কুমার ॥ ৫৫৩
 খাগে জানিলেন অষ্টাবক্র তপোধন ।
 মহান পুরুষ এক দিলীপনন্দন ॥ ৫৫৪
 উভয় রাণীকে তাকি আনে মুনিবর ।
 পুত্র দিল আনন্দেতে দেঁহে গেল ঘর ॥ ৫৫৫
 আসিয়া সকল মুনি করিল কল্যাণ ।
 ভগে ভগে জন্ম হেতু ভগীরথ নাম ॥ ৫৫৬
 কৃষ্ণবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ ।
 আদিকাণ্ডে গান ভগীরথের জন্ম ॥ ৫৫৭

ভগীরথের দেব-আরাধনা দ্বারা মর্ত্যে গঙ্গা আনন্দনের বৃত্তান্ত

পাঁচ বৎসরের হ'ল হাতে খড়ি দিল ।
 বশিষ্ঠের বাড়ী পড়িবারে পাঠাইল ॥ ৫৫৮
 বালকে বালকে অস্ত্র যথন বাঢ়িল ।
 জারজ বলিয়া গালি এক শিশু দিল ॥ ৫৫৯
 মনে ভগীরথ দুঃখী না দিল উত্তর ।
 বিষাদে আইল শিশু আপনার ঘর ॥ ৫৬০
 কাতর অছির হয়ে সজল নয়নে ।
 শশনমন্দিরে শিশু গেলেন শয়নে ॥ ৫৬১
 আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর ।
 মাতা বলে পুত্র কেন না আসিল ঘর ॥ ৫৬২

তমুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী ।
 মুনি কাছে কান্দি যাও দিলীপ-কামিনী ॥ ৫৬৩
 বশিষ্ঠ বলেন মাতঃ ! না কর ক্রন্দন ।
 রোমের মন্দিরে পুত্রে পাবে দরশন ॥ ৫৬৪
 আসি রাণী ভগীরথে কোলে করি নিল ।
 বন্দের অঞ্চলে তার মুখ মুছাইল ॥ ৫৬৫
 বলিতে লাগিল ভগীরথের জননী ।
 কোন দুঃখে দুঃখী তুমি কহ যাদুমণি ॥ ৫৬৬
 কারে বাড়াইব কারে করিব কাঙাল ।
 বন্দী মুক্ত করি মদি থাকে বনিশাল ॥ ৫৬৭
 কোন রোগে রোগী তুমি আমি ত' না জানি ।
 এখনি করিব সুস্থ শত বৈদ্য আনি ॥ ৫৬৮
 ভগীরথ বলে মাতা করি নিবেদন ।
 রোগ শোক নহে আজি পাই অপমান ॥ ৫৬৯
 বালকের সনে এক বিরোধ বাধিল ।
 জারজ বলিয়া গালি সে বালক দিল ॥ ৫৭০
 কোন বংশজাত আমি কাহার নন্দন ।
 পিতা বা কোথায় মা গো ! কহ বিবরণ ॥ ৫৭১
 পুত্রের হইলে দুঃখ মনে লাগে বাথা ।
 পুত্রে সরোধিয়া মাতা কহে সত্তা কথা ॥ ৫৭২
 সগরের ছিল ষাটি হাজার তলয় ।
 কপিল মুনির শাপে হ'ল ভন্ময় ॥ ৫৭৩
 গঙ্গা যদি স্বর্গ হ'তে আইসেন ক্ষিতি ।
 তবে যে সগরবংশ পাইবে নিষ্ক্রিয় ॥ ৫৭৪
 ক্রমে তিন পুরুষ করিল আরাধন ।
 তবু গঙ্গা আনিতে নারিল কোন জন ॥ ৫৭৫
 দিলীপ তোমার পিতা গেল স্বর্গপুরে ।
 পাইলাম তোমা পুত্র মহেশের বরে ॥ ৫৭৬
 ভগে ভগে জন্ম হেতু ভগীরথ নাম ।
 সূর্যবংশে জন্ম তব অযোধ্যায় থাম ॥ ৫৭৭
 শুনিয়া মারের কথা প্রফুল্ল হইল ।

ଜନନୀ ପାଶେ ଆସି ହାସିଯା କହିଲ ॥ ୫୭୮
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ-ଭୂପତିରା କି କରିଲ ହାସ ।
ଅଛନ୍ତମେ ଗଜାଦେବୀ କେ କୋଥାର ପାଯ ॥ ୫୭୯
ଯଦି ଆମି ଧରି ମା ଗୋ ଭଗୀରଥ ନାମ ।
ଗଜା ଆନିବ କରିବ ସଗରବଂଶ ତ୍ରାଣ ॥ ୫୮୦
କାନ୍ଦିଯା କହିଲେ ଭଗୀରଥେର ଜନନୀ ।
ତପସ୍ୟାୟ ଏଥନ ଯେଓ ନା ବଂଶମଣି ॥ ୫୮୧
ମାୟୋର ବଚଳେ ଭଗୀରଥ ନା ଟଲିଲ ।
ବଶିଷ୍ଠେର ହୁଲେ ମନ୍ତ୍ରଦୀକ୍ଷା ସେ ଲାଇଲ ॥ ୫୮୨
ଯାତ୍ରାକାଳେ କରେ ପୃତ୍ର ମାୟୋରେ ବନ୍ଦନ ।
ଦକ୍ଷିଣ-ନୟନ ତାର ହତେହେ କ୍ଷପନ୍ଦନ ॥ ୫୮୩
ମାୟୋର ଚରଣେ ଆସି କରିଯା ପ୍ରଣତି ।
ପ୍ରଥମେ ସେବିତେ ଗେଲ ଦେବ ମୂରପତି ॥ ୫୮୪
ଅନାହାରେ ଇତ୍ତମନ୍ତ୍ର ଜପେ ନିରନ୍ତର ।
ଇତ୍ତସେବା କରେ ସାତ ହାଜାର ବଂସର ॥ ୫୮୫
ମନ୍ତ୍ରବଶ ଦେବତା ରହିତେ ନାରେ ଘର ।
ଆସିଲେନ ବାସର ତାହାରେ ଦିତେ ବର ॥ ୫୮୬
କୋନ୍ତେ ବଂଶେ ଜନ୍ମ ତବ କାହାର ତନ୍ମୟ ।
ବର ମାଗି ଲହ ଘାହ ଅଭିପ୍ରେତ ହୟ ॥ ୫୮୭
ପ୍ରଣାମ କରିଯା ଇତ୍ତେ ବଲିଲ ବଚନ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶଜାତ ଆମି ଦିଲୀପନନ୍ଦନ ॥ ୫୮୮
ମଗରେର ଛିଲ ଶାଟି ମହନ୍ତ ତନ୍ମୟ ।
କପିଲ ମୁନିର ଶାପେ ହୀଲ ଭସ୍ମମୟ ॥ ୫୮୯
ସର୍ଗେତେ ଆହେନ ଗଜା ଦେହ ମୂରପତି ।
ତାହେ ମମ ବଂଶେର ହଇବେ ସନ୍ତତି ॥ ୫୯୦
ଇତ୍ତ ବଲେ ଶୁଣ ବଲି ଦିଲୀପକୁମାର ।
ଆମା ହୀତେ ଦରଶନ ନା ପାବେ ଗଜାର ॥ ୫୯୧
ଗଜାକେ ଆନିଲେ ଯଦି ଆମି ଦେଇ ବର ।
ଏକମନେ ଭଜ ଗିଯା ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ॥ ୫୯୨
ପାଷଣ ହଇବେ ମୁକ୍ତ ଗଜାକେ ଆନିଲେ ।
ଗୁହା ମୁକ୍ତ କରି ଆମି ଦିବ ସେଇକାଳେ ॥ ୫୯୩

ଇତ୍ତେର ଚରଣେ ରାଜା କରିଯା ପ୍ରଣତି ।
କେଳାସେ ସେବିତେ ଗେଲ ଦେବ ପ୍ରଣତି ॥ ୫୯୪
ଓକତ୍ତା ଶୁଭମା ଯେ ଆକନ୍ଦ ବିଜ୍ଞପତ ।
ଇହାତେଇ ତୁଟ୍ଟ ହନ ତ୍ରିଦଶେର ନାଥ ॥ ୫୯୫
କଭୁ ଅଛାହାର କରେ କଭୁ ଅନାହାର ।
ଦୃଢ଼ ତପ କରେ ଦଶ ହାଜାର ବଂସର ॥ ୫୯୬
ମହେଶ ବଲେନ ଶୁଣ ରାଜାର ନନ୍ଦନ ।
ଅନାହାରେ ଏ ତପସ୍ୟା କର କି କାରଣ ॥ ୫୯୭
ଗଜାରେ ଆନିଲେ ତୁମି ଆମି ଦିବ ବର ।
ଏକଭାବେ ସେବ ଗିଯା ଦେବ ଗଦାଧର ॥ ୫୯୮
ଶିବେର ଚରଣେ ପୁନଃ କରିଯା ପ୍ରଣତି ।
ଗୋଲୋକେ ଚଲିଯା ଗେଲ ଯଥା ଲଙ୍ଘନୀପତି ॥ ୫୯୯
ଏକ ଦିନ ଭଗୀରଥ କୋଟି ରତ୍ନ ଜପେ ।
ଶ୍ରୀଅମ୍ବକାଳେ ତପ କରେ ରୌଦ୍ରେର ଆତପେ ॥ ୬୦୦
ଶୀତ ଚାରି ମାସ ଥାକେ ଜଲେର ଭିତର ।
କରିଲ ଏମନ ତପ ଚାଲିଶ ବଂସର ॥ ୬୦୧
ମନ୍ତ୍ରବଶ ଦେବତା ରହିତେ ଘରେ ନାରେ ।
ବର ଦିତେ ଆସିଯା କହେନ ହରି ତାରେ ॥ ୬୦୨
ଚମନ୍ତକୃତ ହେଉଛି ତବ ତପସ୍ୟା ।
ମାଗ ଇଟେ ବର ତୁମି ରାଜାର ତନ୍ମୟ ॥ ୬୦୩
ଭଗୀରଥ ବଲେ ପ୍ରଭୁ କରି ନିବେଦନ ।
ମଗରେର ଛିଲ ଶାଟି ହାଜାର ନନ୍ଦନ ॥ ୬୦୪
କପିଲେର ଶାପେ ତାରା ହୀଲ ଭସ୍ମମୟ ।
ଗଜାରେ ପାଇଲେ ତାରା ମୁକ୍ତିପଦ ପାଇ ॥ ୬୦୫
କହିଲେନ ସହାସ ବନ୍ଦନେ ଚକ୍ରପାଣି ।
ଗଜାର ମହିମା ବଂସ ! ଆମି କିବା ଜାନି ॥ ୬୦୬
ଭଗୀରଥ ବଲେ ଗଜା ନାହି ଦିବେ ଦାନ ।
ତବ ପାଦପଥେ ତବେ ତାଜିବ ପରାଣ ॥ ୬୦୭
ଶୁନିଯା ତାହାରେ ହରି କହେନ ଆଶ୍ଵାସ ।
ବ୍ରଜଲୋକେ ଆତେ ଗଜା ଚଲ ତାର ପାଶ ॥ ୬୦୮
ବ୍ରଜଲୋକେ ଆହିଲ ସାମାନ୍ୟ ଯତ ଜଳ ।

মায়া করি হরিলেন হরি সে সকল ॥ ৬০৯
 ক্রস্কার সদলে প্রভু দিলেন দর্শন ।
 সন্ত্রমে উঠিয়া ক্রস্কা দিলেন আসন ॥ ৬১০
 পাদা দিতে ঘান ক্রস্কা জল নাহি ঘরে ।
 জলহীন পাত্র মাত্র আছে তথা পড়ে ॥ ৬১১
 কমগুলুমধ্যে গঙ্গা পড়ে তার মনে ।
 আচ্ছে-বাচ্ছে গিয়া ক্রস্কা আনেন যতনে ॥ ৬১২
 গঙ্গাজলে বিষুপদ করেন ক্ষালন ।
 অজ্ঞিজ্ঞা বলিয়া নাম এই সে কারণ ॥ ৬১৩
 ভগীরথ রাজারে বলেন চিন্তামণি ।
 লয়ে যাও এই গঙ্গা পতিত পাবনী ॥ ৬১৪
 ক্রস্কাহত্যা গোহত্যা প্রভৃতি পাপ করে ।
 কুশাত্মে পরশে যদি সব পাপে তরে ॥ ৬১৫
 স্নানেতে কতেক পুণ্য বলিতে না পারি ।
 বংশের উদ্ধার কর লয়ে গঙ্গাবারি ॥ ৬১৬
 শ্রীহরি বলেন গঙ্গা করহ প্রফুন ।
 অনিজন্মে মুক্ত কর সগর-সন্তান ॥ ৬১৭
 এত যদি কহিলেন প্রভু জগযাথ ।
 কান্দিয়া কহেন গঙ্গা প্রভুর সাক্ষাৎ ॥ ৬১৮
 পৃথিবীতে কত শত আছে পাপিগণ ।
 আমাতে আসিয়া পাপ করিবে অপরি ॥ ৬১৯
 হইয়া তাহারা মুক্ত যাবে স্বর্গবাসে ।
 আমি মুক্ত হব প্রভো ! কাহার পরশে । ৬২০
 শ্রীহরি বলেন যত বৈষ্ণব জগতে ।
 তাহারা আসিয়া স্নান করিবে তোমাতে ॥ ৬২১
 বৈষ্ণবের সঙ্গতি বাসনা করি আমি ।
 বৈষ্ণবের সঙ্গেতে পবিত্র হবে তুমি ॥ ৬২২
 গঙ্গাকে কহিয়া এই বাকা জগৎপতি ।
 শৰ্ষা দিয়া কহিলেন ভগীরথ প্রতি ॥ ৬২৩
 আগে আগে যাহ তুমি শৰ্ষা বাজাইয়া
 পশ্চাতে যাবেন গঙ্গা তোমাকে দেখিয়া ॥ ৬২৪

বিরিষি বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান ।
 তোমা হতে তিন লোক পাবে পরিত্রাণ ॥ ৬২৫
 ভগীরথ আমার এ রথ তুমি লও ।
 এই রথে চড়িয়া আগেতে তুমি যাও ॥ ৬২৬
 রথে চড়ি যায় আগে শৰ্ষা বাজাইয়া ।
 চলিলেন গঙ্গা তার পাছু গড়াইয়া ॥ ৬২৭
 স্বর্গবাসী আসি করে গঙ্গাজলে স্নান ।
 দেয় ভগীরথের মাথায় দূর্বা ধান ॥ ৬২৮
 আদিকাণ্ড কৃত্তিবাস করিল বাখান ।
 স্বর্গে গঙ্গা মন্দাকিনী হইল আখান ॥ ৬২৯

গঙ্গার মর্ত্যে আগমন

ক্রস্কালোক হতে গঙ্গা আনে ভগীরথ ।
 আসিয়া মিলিল গঙ্গা সুমেরু পর্বত ॥ ৬৩০
 সুমেরুর চূড়া যাটি সহস্র যোজন ।
 বত্রিশ সহস্র তার গোড়ার পতন ॥ ৬৩১
 এই আদি কহিলাম ত্রি তার মূল ।
 সুমেরু পর্বত দেন শুতুরার ফুল ॥ ৬৩২
 তার মধ্যে আছে এক দারুণ গন্তব্য ।
 তাহাতে ভ্রমেণ গঙ্গা বাদশ বৎসর ॥ ৬৩৩
 না পায় গঙ্গার দেখা নাহি কোন পথ ।
 যোড়হাতে স্বতি করে রাজা ভগীরথ ॥ ৬৩৪
 সুমেরুতে অবস্থান হইল তোমার ।
 না করিলে তুমি মম বংশের উদ্ধার ॥ ৬৩৫
 বলিলেন গঙ্গা শুন বাহু ভগীরথ ।
 কোন দিকে যাব আমি নাহি পাই পথ ॥ ৬৩৬
 ঐরাবত হষ্টী যদি আনিবারে পার ।
 তবে ত' পর্বত হ'তে পাইব নিষ্কার ॥ ৬৩৭
 ঐরাবত পর্বত চিরিয়া দিবে দাঁতে ।
 তবে ত' বাহির হব আমি সেই পথে ॥ ৬৩৮
 গঙ্গার চরণে রাজা করিয়া প্রগতি ।

পুনর্বার গেল যথা দেব সুরপতি ॥ ৬৩৯
 প্রণাম করিয়া বন্দে যোড় করি হাত ।
 কহিতে লাগিল কথা ইজ্জের সাক্ষাৎ ॥ ৬৪০
 ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া কোনমতে ।
 পড়িয়া আছেন গঙ্গা সুমেরু পর্বতে ॥ ৬৪১
 ঐরাবত পর্বত চিরিয়া দিবে দাঁতে ।
 তবে যে বাহির হবে গঙ্গা সেই পথে ॥ ৬৪২
 শুনিয়া চলিল ইন্দ্র চাপি ঐরাবতে ।
 আসিয়া মিলিল সেই সুমেরু পর্বতে ॥ ৬৪৩
 হইল যে গর্ব ঐরাবতের অন্তরে ।
 মোর অভিপ্রায় তুমি কহ ত' গঙ্গারে ॥ ৬৪৪
 মোর সহ গঙ্গা যদি বক্ষে এক রাতি ।
 তবে ত' পর্বত ই'তে করি অব্যাহতি ॥ ৬৪৫
 মথন কহিল ঐরাবত এই কথা ।
 ভগীরথ লজ্জা পেয়ে হেটে করে মাথা ॥ ৬৪৬
 মুখে নাহি বাকা সরে চক্ষে বহে জল ।
 ছিয়া দুরঃ দুরঃ করে অতাঙ্গ বিকল ॥ ৬৪৭
 দশা দেখি দয়াময়ী জিজ্ঞাসেন তার ।
 কি হেতু এমন দশা ঘটিল তোমায় ॥ ৬৪৮
 অনিতে নারিলে বাহা হষ্টী ঐরাবত ।
 কোন দুঃখে কান্দ বাপু আমাকে কহ ত' ॥ ৬৪৯
 ভগীরথ বলে মাতা করি নিবেদন ।
 সুরমণি অনোবাঞ্ছা করিল পূরণ ॥ ৬৫০
 ঐরাবত যা কহিল আমার গোচরে ।
 পৃজ্ঞ হয়ে জননীকে বলিব কি ক'রে ॥ ৬৫১
 জাহৰী বলেন তার বুঝিলাম তত্ত্ব ।
 কামরাগে ঐরাবত হইয়াছে মন্ত্র ॥ ৬৫২
 যদাপি আড়াই টেউ সে সহিতে পারে ।
 তার ঘরে সপ্ত রাত্রি রব বল তারে ॥ ৬৫৩
 এই কথা ভগীরথ কহে হষ্টিবরে ।
 শুনিয়া গঙ্গার কথা আপনা পাসরে ॥ ৬৫৪

চারিখাল করিয়া পর্বত চিরে দাঁতে ।
 চারি ধারা হ'ল গঙ্গা সুমেরু পর্বতে ॥ ৬৫৫
 বসু ভদ্রা শ্বেতা ও অলকনন্দা আর ।
 পড়িলেন পর্বত হইতে চারিখাল ॥ ৬৫৬
 বসুনামে গঙ্গা হ'ল পূর্বের সাগরে ।
 ভদ্রা নামে সুরধূনী চলিল উত্তরে ॥ ৬৫৭
 শ্বেতা নামে চলিলেন পশ্চিম সাগরে ।
 গেলেন অলকনন্দা পৃথিবী উপরে ॥ ৬৫৮
 এক টেউ মারিলেন ঐরাবতপরে ।
 নাকে মুখে জল গেল হাঁসফাস করে ॥ ৬৫৯
 আর টেউ মারিলেন প্রায় গতপ্রাণ ।
 হষ্টী বলে গঙ্গামাতা কর পরিজ্ঞান ॥ ৬৬০
 মা বলিয়া হষ্টী যদি দাঁতে খড় করে ।
 আর টেউ রাখিলেন পর্বত-উপরে ॥ ৬৬১
 পলাইল ঐরাবত পাইয়া তুরাস ।
 আদিকাণ্ড রাচিল পশ্চিম কৃতিবাস ॥ ৬৬২

মহাদেব কর্তৃক গঙ্গার বেগধারণ

ভগীরথ সুমেরু হইতে গঙ্গা লয়ে ।
 কৈলাস পর্বতে গঙ্গা মিলিল আসিয়ে ॥ ৬৬৩
 কৈলাস হইতে পত্রে পৃথিবী-উপরে ।
 তার ভরে বসুমতী টিলমল করে ॥ ৬৬৪
 বেগবতী হয়ে গঙ্গা চলে রসাতলে ।
 যোড়হাতে দাঢ়াইয়া ভগীরথ বলে ॥ ৬৬৫
 পাতালেতে হইল তোমার আওসার ।
 হইবে কেমনে মম বংশের উক্তার ॥ ৬৬৬
 গঙ্গা বলে শুন বৎস ! আমার বচন ।
 ধরিত্বা সহিতে বেগ নারিবে কখন ॥ ৬৬৭
 শিব যদি আসিয়া সহেন জলাধার ।
 তবে পারি ক্ষিতিতে করিতে অবতার ॥ ৬৬৮

গঙ্গার চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি ।
 আর বার গেল মথা দেব পশুপতি ॥ ৬৬৯
 এক বৰ্ষ করিল শিবের আরাধন ।
 মহেশ বলেন পুনঃ এলে কি কারণ ॥ ৬৭০
 ভগীরথ বলে গঙ্গা বলিলেন মোরে ।
 পৃথিবী আমার বেগ ধরিতে না পারে ॥ ৬৭১
 শিব যদি আসি শিবে ধরে জলাধার ।
 পৃথিবীতে হবে তবে গঙ্গা অবতার ॥ ৬৭২
 গৌরীর সহিত তবে নাচে ত্রিলোচন ।
 তোমা হ'তে পাব আজি গঙ্গা দরশন ॥ ৬৭৩
 পাতিলেন মন্তক দেবেশ পঞ্চশিরে ।
 পড়িলেন পতিতপাবনী শান্তুশিরে ॥ ৬৭৪
 শিবের মাথায় জটা বড় ভয়ঙ্কর ।
 বেড়ান জটার মধ্যে দাদশ বৎসর ॥ ৬৭৫
 ভগীরথ বলেন মা ! এ কি বাবহার ।
 কেমনে হইবে অম বংশের উদ্ধার ॥ ৬৭৬
 গঙ্গা বলিলেন বাপু শুন ভগীরথ ।
 জটা হ'তে বাহির হইতে নাহি পথ ॥ ৬৭৭
 ভোলানাথ বলিয়া ডাকেন যোড়হাত ।
 ধান ভঙ্গ হইলে চাহেন বিশুনাথ ॥ ৬৭৮
 মহেশ চিরিয়া জটা দিলেন পঙ্কজে ।
 সেইখানে তীর্থহান হ'ল হরিধারে ॥ ৬৭৯
 যেবা নর স্নান দান করে হরিধারে ।
 তার পৃষ্ঠামী ক্রন্দা বলিতে না পারে ॥ ৬৮০
 একধারা গেল গঙ্গা পাতালমণ্ডলে ।
 ভোগবতী ব'লে নাম হ'ল রসাতলে ॥ ৬৮১
 পশ্চাতে চলেন গঙ্গা ভগীরথ আগে ।
 মিলিলেন আসি গঙ্গা ত্রিবেণীর ভাগে ॥ ৬৮২
 সরস্বতী গঙ্গা আর যমুনার পাণী ।
 এই তিনি ধারা বহে নামেতে ত্রিবেণী ॥ ৬৮৩
 মকরে প্রয়াগে মেবা নর স্নান করে ।

সর্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় দ্বৰ্গপুরে ॥ ৬৮৪
 আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া ।
 বারাণসীপুরে গঙ্গা উত্তুরিল গিয়া ॥ ৬৮৫
 মন দিয়া শুন বারাণসীর আখ্যান ।
 বারাণসী তীর্থ যাহে হইল নির্মাণ ॥ ৬৮৬
 এক কালে কাটিলেন হর দ্বিজ-মাথা ।
 ত্রক্ষহত্যা-পাপ তার না হয় অনাথা ॥ ৬৮৭
 ত্রক্ষহত্যা-পাপে পাপী গিরিশ হইল ।
 কর্তিক গণেশ গৌরী কাদিতে লাগিল ॥ ৬৮৮
 গৌরী বলে কেন বা কাটিলে বিপ্রমাথা ।
 ত্রক্ষবধ হইল কে করিবে অনাথা ॥ ৬৮৯
 শুনিয়া গৌরীর কথা শিব হাসি ভাষে ।
 পৃথিবীতে গেল গঙ্গা সর্বপাপ নাশে ॥ ৬৯০
 বৃষভে চাপিয়া তবে শঙ্খরী শঙ্খ ।
 দাঁড়াইল সুরসুনী-তীরেতে সন্ধর ॥ ৬৯১
 কুশান্ত্রে করিয়া হর কৈল পরশন ।
 ত্রক্ষহত্যা-পাপ তার হইল মোচন ॥ ৬৯২
 শুজটী বলেন দেখ গঙ্গার পরীক্ষা ।
 পঞ্চক্রেশ জুড় হর দেন গঙ্গীরেখা ॥ ৬৯৩
 সেই পঞ্চক্রেশ তীর্থ নাম বারাণসী ।
 তাহাতে তাজিলে তনু শিবলোকে বসি ॥ ৬৯৪
 এক রাত্রি গঙ্গা তথা করি অবস্থান ।
 করিলেন ভগীরথ সহিত প্রছান ॥ ৬৯৫
 আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া ।
 জঙ্গুর নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া ॥ ৬৯৬
 জঙ্গুর আবাস কৃত পাতাতে লতাতে ।
 গঙ্গা শ্রোতে ভেসে যায় দেখিতে দেখিতে ॥ ৬৯৭
 চক্ষু মেলিলেন মূলি ভাঙিল যে ধ্যান ।
 গঙ্গুর করিয়া সব জল করে পান ॥ ৬৯৮
 কিছু দূরে গিয়া ভগীরথ ফিরে চায় ।
 কোথা গেল গঙ্গাদেবী দেখিতে না পায় ॥ ৬৯৯

অকশ্মাৎ গঙ্গাদেবী নিল কোন জনে ।
দেখে মুনি বটতলে বসিয়াছে ধ্যানে ॥ ৭০০
জহুরে জিজ্ঞাসে ভগীরথ বিশ্রয়েতে ।
অকশ্মাৎ গঙ্গা মোর কেবা নিল পথে ॥ ৭০১
মুনি বলিলেন শুন রাজা ভগীরথ ।
গঙ্গারে আনিতে তব নাহি ছিল পথ ॥ ৭০২
ময় ঘৰ ভাঙে গঙ্গা কেমন মহৎ ।
অক্ষাৰ নিকটে শিয়া কহ ভগীরথ ॥ ৭০৩
আন শিয়া অক্ষা মোৰ কি কৱিতে পারে ।
গঙ্গুষ কৱিয়া গঙ্গা বেষ্টেছি উদনে ॥ ৭০৪
মুনিৰ বচন শুনি লাগিল তৰাস ।
আদিকাণ্ড ব্রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ ৭০৫

কাণ্ডার মুনিৰ বৈকুণ্ঠে গমন

যোড়হাতে ভগীরথ কৱেন শুন ।
তুমি অক্ষা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন ॥ ৭০৬
তোমার মহিমা-শুণ জানে কোন জন ।
সামান্য মনুম্য আমি কি জানে শুন ॥ ৭০৭
সগুৰুৱাজার ঘাট হাজার তনয় ।
কপিলের শাপেতে হইল ভন্মময় ॥ ৭০৮
তোমার উদনে হ'ল গঙ্গা অবতার ।
আমার বংশের কিসে হইবে উদ্বার ॥ ৭০৯
আক্ষণের কোপ নাহি থাকয়ে কখন ।
কৃপাতে বলিলেন তারে জহু তপোধন ॥ ৭১০
মৃখ হ'তে বাহিৰ কৱিলে গঙ্গাজল ।
উচ্ছিট বলিয়া তবে ঘূৰিবে সকল ॥ ৭১১
চিৰিল দক্ষিণ জানু সেইক্ষণে মুনি ।
জানু দিয়া বাহিৰ হইল সুৰধূনী ॥ ৭১২
ছিলেন কিঞ্চিংকাল জহুৰ উদনে ।
জাহুবী বলিয়া নাম হইল সংসারে ॥ ৭১৩
শাপভূষ্ট সেইখালে গঙ্গামাতা শুনি ।

সেইখালে হয়ে যায় উত্তৰবাহিনী ॥ ৭১৪
কাণ্ডার নামেতে মুনি ছিল এক জন ।
তার তুল্য পাপী নাই এ তিনি ভূবন ॥ ৭১৫
জন্মাবধি সেই মুনি বেশ্যা-সেৰা কৱে ।
তারি বশীভৃত হয়ে থাকে তারি ঘৰে ॥ ৭১৬
কাঠ কাটিবার হেতু গিয়াছিল বন ।
বাঞ্ছেতে ধৰিয়া তারি বধিল জীবন ॥ ৭১৭
যমদূত আসি তারে কৱিয়া বহুন ।
লইয়া চলিল তবে যমের ভবন ॥ ৭১৮
ব্যাঞ্ছেতে সকল মাংস গেল ত' খাইয়া ।
বনেৱ মধ্যেতে অছি রহিল পড়িয়া ॥ ৭১৯
কাকেতে লইয়া যায় গঙ্গামধা দিয়া ।
হেনকালে সঞ্চান সে কাকেৱে দেখিয়া ॥ ৭২০
ঘহাবেগে যায় পক্ষী কাকে খেদাড়িয়া ।
গঙ্গা দিয়া যায় কাক ভয়ে পলাইয়া ॥ ৭২১
দুই জনে তারা তথা জড়াজড়ি কৱে ।
দৈৰযোগে সেই অছি পতে গঙ্গানীৱে ॥ ৭২২
যখন কৱিল আহি গঙ্গা পৱশন ।
চতুর্ভুজ হইয়া সে চলিল ত্রাসণ ॥ ৭২৩
হেনকালে নারায়ণ বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ।
কাড়িয়া নিলেন যমদূতেৱে মারিয়া ॥ ৭২৪
কান্দিতে কান্দিতে সব যমের কিন্দৰ ।
জিজ্ঞাসা কৱিতে গেল যমের গোচৰ ॥ ৭২৫
বিষয় ছাড়িলু প্ৰভু আৱ নাহি কাজ ।
আজি বড় যমুৱাজ পাইলাম লাজ ॥ ৭২৬
কাণ্ডার নামেতে পাপী ত্ৰিভুবনে জানে ।
তাহাৱে বৈকুণ্ঠে হৱি নিলেন কি গুণে ॥ ৭২৭
শুনিয়া দৃতেৱে কথা যমুৱাজ গোষে ।
জিজ্ঞাসা কৱিতে গেল শ্ৰীহসিৰ পাশে ॥ ৭২৮
কান্দিতে লাগিল যম ধৰি প্ৰভু পায় ।
বিষয় ছাড়িলু বিষয়েৱ নাহি দায় ॥ ৭২৯

পাপীর উপরে হ'ল অম অধিকার ।
 আজি কেন হইল তাহাতে অবিচার ॥ ৭৩০
 কান্তির ত্রাঙ্গণ পাপী ত্রিভুবনে জানে।
 তাহারে বৈকুণ্ঠে আনিলেন কোন্ শুণে ॥ ৭৩১
 শুনিয়া যমের কথা হরি হাসি কয় ।
 গঙ্গা যথা তথা কভু পাপ নাহি রয় ॥ ৭৩২
 গঙ্গার মহিমা মত কি বলিতে জানি ।
 মন দিয়া শুন তবে কহি দণ্ডণাণি ॥ ৭৩৩
 যত দূরে যাইবেক গঙ্গার বাতাস ।
 আমার দোহাই যদি যাও তার পাশ ॥ ৭৩৪
 পড়ে য'রে অছি লয়ে গেল গঙ্গানীরে ।
 চতুর্ভুজ হইয়া আসিবে স্বর্গপুরে ॥ ৭৩৫
 গঙ্গাতীরে থাকি গঙ্গাজল করে পান ।
 সে শরীর জেনো ভূমি আমার সমান ॥ ৭৩৬
 নিষেধ করছ গিয়া যত দৃতগণে ।
 আমার দোহাই যদি যাও সেই হানে ॥ ৭৩৭
 শুনিয়া প্রভুর কথা শমনের ত্রাস ।
 আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃতিবাস ॥ ৭৩৮

সগর-বংশ উদ্ধার

কান্তারের প্রতি গঙ্গা মুক্তিপদ দিয়া ।
 গৌড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া ॥ ৭৩৯
 পদ্ম নাম এক মুনি পূর্বমুখে যায় ।
 ভগীরথ বলি গঙ্গা পশ্চাতে গোড়ায় ॥ ৭৪০
 যোড়হাত করিয়া বলিলেন ভগীরথ ।
 পূর্বদিক যাইতে আমার নাহি পথ ॥ ৭৪১
 পদ্মমুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী ।
 ভগীরথ সঙ্গেতে চলিল ভগীরথী ॥ ৭৪২
 শাপবাণী সুরধূনী দিলেন পথারে ।
 মুক্তিপদ যেন নাহি হয় তব নীরে ॥ ৭৪৩
 একবার গেল গঙ্গা তৈরব্রহ্মাহিনী ।

আরবার ফিরিলেন সাগরগামিনী ॥ ৭৪৪
 অজয় গঙ্গার জল হইল দর্শন ।
 শঙ্খকৰ্ম্মনি করেন বতেক দেবগণ ॥ ৭৪৫
 শঙ্খকৰ্ম্মনি ঘাটে যেবা নর জ্ঞান করে ।
 অযুত বৎসর সেই থাকে স্বর্গপুরে ॥ ৭৪৬
 নিমেষেতে আসিলেন নাম ইক্ষেশ্বর ।
 গঙ্গ লয়ে ভগীরথ চলিল সন্দৰ ॥ ৭৪৭
 গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্র করিলেন জ্ঞান ।
 ইক্ষেশ্বর বলি নাম হইল সে হান ॥ ৭৪৮
 ইক্ষেশ্বর-ঘাটে যেবা নর জ্ঞান করে ।
 সর্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে ॥ ৭৪৯
 চলিলেন গঙ্গা মাতা করি বড় হুরা ।
 মেডাতলা নাম হানে যায় সরিষ্ঠরা ॥ ৭৫০
 মেডায় চড়িয়া বৃক্ষ আইল ত্রাঙ্গণ ।
 মেডাতলা বলি নাম এই সে কারণ ॥ ৭৫১
 গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া ।
 আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া ॥ ৭৫২
 সপ্তষ্ঠীপমধা আর নবষ্ঠীপ গ্রাম ।
 এক ব্রাহ্মি গঙ্গা তথা করিল বিশ্রাম ॥ ৭৫৩
 বৰে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান ।
 আসিয়া মিলিল গঙ্গা সপ্তগ্রাম হান ॥ ৭৫৪
 সপ্তগ্রাম তীর্থ জেনো প্রয়াগ সমান ।
 সেখান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াগ ॥ ৭৫৫
 আকনা মাহেশ গঙ্গা দক্ষিণ করিয়া ।
 বিহরোদের ঘাটেতে উত্তরিল গিয়া ॥ ৭৫৬
 গঙ্গা বলিলেন বাপু শুন ভগীরথ ।
 কত দূরে তোমার দেশের আছে পথ ॥ ৭৫৭
 ভূমিতেহি এক বর্ষ তোমার সংহতি ।
 কোথা আছে ভস্ত্রাময় সগরসন্ততি ॥ ৭৫৮
 ভগীরথ বলেন মা এই পড়ে মনে ।
 পূর্ব ও দক্ষিণ দিক তার যথাহানে ॥ ৭৫৯

যେଇଥାନେ ଆଛିଲ କପିଲ ମହାମୁଣ୍ଡି ।
ସେଇଥାନେ ଯତ୍ତ ବଂଶ ମାତ୍ରମୁଖେ ଶୁଣି ॥ ୭୬୦
ଏଇ କଥା ଗେବାନେ ଗଙ୍ଗାରେ ରାଜା ବଲେ ।
ହଇଲେନ ଶତମୁଖୀ ଗଙ୍ଗା ସେଇ ହଲେ ॥ ୭୬୧
ଆଛିଲ ମଗରବଂଶ ଭସ୍ମରାଶି ହରୋ ।
ବୈକୁଞ୍ଚେ ଚଲିଲ ସବେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପେରେ ॥ ୭୬୨
ହସ୍ତ ତୁଲି ଗଙ୍ଗା ଭଗୀରଥେରେ ଦେଖାନ ।
ଓହି ତବ ବଂଶ ଦେଖ ସ୍ଵର୍ଗବାସେ ଯାନ ॥ ୭୬୩
ଏକ ଜନ ବାହିଲ ଜଲେର ଅଧିକାରୀ ।
ଆର ସବ ଚତୁର୍ଭୁଜେ ଗେଲ ସ୍ଵର୍ଗପୁରୀ ॥ ୭୬୪
ବଂଶ ମୁକ୍ତ ହଇଲ ଦେଖିଯା ଭଗୀରଥ ।
ଗଙ୍ଗାକେ ପ୍ରଧାମ କରି ହଇଲ ହର୍ଷିତ ॥ ୭୬୫
ଗଙ୍ଗା ବଲେ ଦେଶେ ଯାଓ ରାଜାର ନନ୍ଦନ ।
ସାଗରେର ସଙ୍ଗେ ଆମି କରିବ ମିଳନ ॥ ୭୬୬
ମହାତୀର୍ଥ ହଇଲ ସେ ମାଗରସଙ୍ଗମ ।
ତାହାତେ ଯତେକ ପୁଣ୍ୟ କେ କରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ॥ ୭୬୭
ଯେ ଗଙ୍ଗାମାଗରେ ନର ଶ୍ଵାନ ଦାନ କରେ ।
ମର୍ବପାପେ ମୁକ୍ତ ହସେ ଯାଇ ସ୍ଵର୍ଗପୁରେ ॥ ୭୬୮
କୃତ୍ତିବାସ ପଞ୍ଚିତର କବିତ୍ତ ଅଛୁତ ।
ଗଙ୍ଗା ଆନି ଲୋକ ମୁକ୍ତ କୈଲ ଭଗୀରଥ ॥ ୭୬୯

ଗଙ୍ଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ

ଜାହ୍ନ୍ଵୀ ଜାନନୀ ଦେବୀ, ଆଇଲେନ ଏଇ ଡୁନି,
ଏ ତିନ ଡୁବନେ ପ୍ରତୀକାର ।
ସୁର-ନର-ନିଷ୍ଠାରିଣୀ, ପାପ-ତାପ-ନିବାରିଣୀ,
କଲିଯୁଗେ ହେଲ ଅବତାର ॥ ୭୭୦
ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବନ୍ୟ ବନ୍ୟ, ଶାହାତେ ଗଙ୍ଗାର ହିତି,
ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲିଯୁଗେ ।
ଶତେକ ଯୋଜନେ ଥାକେ, ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ବଲି ଭାକେ,
ଶୁଣେ ଯବେ ଚମ୍ଭକାର ଲାଗେ ॥ ୭୭୧

ପଞ୍ଚିଗଣ ଥାକେ ଯତ, ତାହା ବା କହିବ କତ,
କରେ ସଦା ଗଙ୍ଗାଜଳ ପାନ ।
ଦୂରେ ରାଜଚକ୍ରବତୀ, ଯାର ଆହେ କୋଟି ହଣ୍ଡୀ,
ଦେଇ ନହେ ପଞ୍ଚିର ସମାନ ॥ ୭୭୨
ଗ୍ୟାକ୍ରେତ୍ର ବାଗାଣସୀ, ଦ୍ଵାରକା ମଥୁରା କାଶୀ,
ଗିରିରାଜ ଘୁହା ଯେ ମନ୍ଦର ।
ଏ ସବ ଯତେକ ତୀର୍ଥ, ବିଦୁର ସମ ମହା,
ସର୍ବତୀର୍ଥ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ସାର ॥ ୭୭୩

ରାଜା ସୌଦାସେର ଉପାଖ୍ୟାନ

ଗଙ୍ଗା ହେତୁ ଗେଲ ବାଟି ହାଜାର ବଂସର ।
ପୁନର୍ବାର ଗେଲ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟାନଗର ॥ ୭୭୪
ରାଜା ହେଁ କରିଲେନ ପ୍ରଜାର ପାଲନ ।
ହଇଲ ସୌଦାସ ନାମେ ତାହାର ନନ୍ଦନ ॥ ୭୭୫
ଅଯୋଧ୍ୟାତେ କରିଲେନ ରାଜବ୍ରଦ୍ଧ ସୌଦାସ ।
ଭଗୀରଥ କରିଲେନ ଗଙ୍ଗାତୀରେ ବାସ ॥ ୭୭୬
କିଛୁକାଳ ଭଗୀରଥ ଭଗୀରଥୀ-ତଟେ ।
ମାକି ହଇଲେନ ମୁକ୍ତ ସଂସାର-ସଙ୍କଟେ ॥ ୭୭୭
କରିଲ ରାଜାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ-ତର୍ପନ ସୌଦାସ ।
ତ୍ରାଜଖେରେ ଦିଲ ଧନ ଯାର ଯତ ଆଶ ॥ ୭୭୮
ମନ ଦିଯା ଶୁଣ ସବେ ସୌଦାସ-ଚରିତ୍ ।
ଶୁଣିଲେ ଯେ ପାପ-କ୍ଷମା ଶରୀର ପରିତ୍ ॥ ୭୭୯
ଏକ ଦିନ ଗେଲ ରାଜା ମୃଗ୍ୟା କରିତେ ।
ଚାରିଦିକେ ମୃଗ ଖୋଜେ ବନେତେ ବନେତେ ॥ ୭୮୦
ଆଇଲ ରାକ୍ଷସ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଲାଯେ ଜାମ୍ବା ।
ସୌଦାସ-ସମୀପେ ଉତ୍ସରିଲ ଦେ ଆସିଯା ॥ ୭୮୧
ଛାଡ଼ିଯା ରାକ୍ଷସ-କ୍ଲାପ ତ୍ୟାଗ-କ୍ଲାପ ଥରେ ।
ଦୁଇ ଜଳେ କେଲି କରେ ପ୍ରଭାସେର ତୀରେ ॥ ୭୮୨
ହେଲକାଳେ ସୌଦାସ ଦେ ବ୍ୟାୟକେ ଦେଖିଯା ।
ଶୃଙ୍ଗାରେର କାଳେ ତାରେ ମାରିଲ ବିଦ୍ଵିଯା ॥ ୭୮୩
ହେଲକାଳେ ରାକ୍ଷସୀ ରାଜାର ପ୍ରତି ବଲେ ।

বিনা দোষে শ্বাসী মার শৃঙ্খলের কালে ॥ ৭৪৪
 পরিণামে জানিবে হইবে যত পাপ ।
 মহাপাপ ভুঁজিবে হইবে ব্রহ্মশাপ ॥ ৭৪৫
 এতেক বলিয়া সে রাক্ষসী গেল বন ।
 মনোদৃঢ়থে গৃহে রাজা করিল গমন ॥ ৭৪৬
 পাত্র ছিত্রগণে রাজা করিল আহ্বান ।
 বশিষ্ঠ মুনিরে আগে করিল সম্মান ॥ ৭৪৭
 মুনিরে কহিল রাজা সব বিবরণ ।
 এই পাপ কেমনে হইবে বিমোচন ॥ ৭৪৮
 পুরোহিত বশিষ্ঠের অনুজ্ঞা শ্রবণে ।
 অশুভেধ করিলেন শাস্ত্রের বিধানে ॥ ৭৪৯
 যজ্ঞ পূর্ণে দিল রাজা যজ্ঞের দক্ষিণা ।
 বিদায় হইয়া যবে গেল সর্বজ্ঞ ॥ ৭৫০
 হেনকালে সে রাক্ষসী ভাবে মনে মন ।
 যম বাকা বার্থ হবে বুঝেছি এখন ॥ ৭৫১
 আপন রাক্ষসী-কৃপ দূরে তেয়াগিয়া ।
 বশিষ্ঠ মুনির কৃপ ধরিয়া আসিয়া ॥ ৭৫২
 সৌদাস রাজার কাছে কহিল বচন ।
 আজি মাঃস খাব রাজা তোমার সদন ॥ ৭৫৩
 রাজা বলে মৃগমাঃস করি আহ্বান ।
 সেই মাঃস খাইবারে গেল তব মন ॥ ৭৫৪
 শান-সন্তান করিয়া আইস মহামুনি ।
 করাইব তবে মাঃস বন্ধন তখনি ॥ ৭৫৫
 বশিষ্ঠের কৃপ তবে দূরে তেয়াগিয়া ।
 প্রাচীন বিপ্রের বেশ ধরিয়া আসিয়া ॥ ৭৫৬
 মনুষ্যের মাঃস লয়ে করিল বন্ধন ।
 বশিষ্ঠকে ডাকে রাজা করিতে ভোজন ॥ ৭৫৭
 বজ্যমান-বাক্য মুনি লক্ষ্যিতে না পারে ।
 উপচিত্ত হইলেন বন্ধন-আগারে ॥ ৭৫৮
 বসিলেন মুনি তবে করিতে ভোজন ।
 রাক্ষসী মনুষ্য-মাঃস দিল সেইক্ষণ ॥ ৭৫৯

থাল কোলে থুইয়া রাক্ষসী গেল ঘরে ।
 দেখিয়া মুনির ক্রেতৰ বাড়িল অন্তরে ॥ ৮০০
 মনুষ্যের মাঃস দিয়া কর উপহাস ।
 তুমি ব্রহ্মরাক্ষস যে হও সে সৌদাস ॥ ৮০১
 এতেক বশিষ্ঠ মুনি যদি শাপ দিল ।
 মুনিকে শাপিতে রাজা হাতে জল নিল ॥ ৮০২
 অকারণে শাপ দিলে আমি নহি দোষী ।
 এই জল পোড়াইয়া করি ভস্মরাশি ॥ ৮০৩
 হেন কালে রাক্ষসী রাজার শাপ শুনি ।
 যর হ'তে পলাইয়া চলিল আপনি ॥ ৮০৪
 ধ্যান করি জানিল বশিষ্ঠ তপোধন ।
 রাক্ষসী আসিয়া মাঃস মাগিল ভোজন ॥ ৮০৫
 মুনিকে দিলারে শাপ রাজা নিল পানী ।
 নিষেধ করেন তারে দমযাত্তী রাণী ॥ ৮০৬
 ক্রেতৰ সংবরিয়া রাজা ভাবে মনে মনে ।
 এই জল এখনই থুইব কোন্ হানে ॥ ৮০৭
 স্বর্গে যদি থুই তবে দেবগণ মরে ।
 নাগগণ মরে যদি ফেলি নাগপুরে ॥ ৮০৮
 পৃথিবীতে ফেলিলে সকল শস্য যায় ।
 সেই জল ফেলে রাজা আপনার পায় ॥ ৮০৯
 রাজার পুত্রিয়ে গেল দুখানি চরণ ।
 রাজার কল্যাণপাদ নাম সে কারণ ॥ ৮১০
 বশিষ্ঠ বলেন শাপ দিলু নৃপবর ।
 রাক্ষস হইয়া থাক এগার বৎসর ॥ ৮১১
 লোটায় ধরিয়া রাজা বশিষ্ঠ-চরণ ।
 কতদিনে হবে তব শাপ-বিমোচন ॥ ৮১২
 মুনি বলে পাবে যবে গঙ্গা-দরশন ।
 তবে মন অভিশাপ হইবে মোচন ॥ ৮১৩
 সৌদাস ভূপতি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া ।
 দেশে দেশে নিতা করে ব্রাহ্মণ খাইয়া ॥ ৮১৪
 এগার বৎসর পূর্ণ হইল ধৰ্ম ।

তিন দিন আহার না মিলিল তখন ॥ ৮১৫
 উত্তরিল গিয়া রাজা প্রভাসের কুলে ।
 শ্রমযুক্ত হইয়া বসিল বৃক্ষমূলে ॥ ৮১৬
 কৃধায় আকুল রাজা বৃক্ষেপরি চায় ।
 এক ব্রহ্মাদৈত্য ছিল সে বৃক্ষশাখায় ॥ ৮১৭
 ব্রহ্মাদৈত্য বলে ওহে তুমি কেন হেথা ।
 অম ছান তুমি নিলে আমি যাব কোথা ॥ ৮১৮
 শুনিয়া তাহার কথা সৌদাস হাসিল ।
 ব্রহ্মাদৈত্য দেখি এটা খাইতে আসিল ॥ ৮১৯
 ব্রহ্মাদৈত্যারাক্ষসে বিবাদ দুই জনে ।
 হয় মাস মল্লবৃক্ষ করিল এমনে ॥ ৮২০
 দুই জন ঘুঁজে সম নূন নহে কেহ ।
 মিত্রতা করিয়া প্রবস্পন্দ করে মেহ ॥ ৮২১
 সর্বদৃঢ় দুই জন করেন প্রকাশ ।
 বশিষ্ঠ শাপিল মোরে বলেন সৌদাস ॥ ৮২২
 ব্রহ্মাদৈত্য বলে মিত্র শুন বিবরণ ।
 বরদত্ত নামে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ ॥ ৮২৩
 বছকাল বেদ পড়িলাম গুরু-ঘরে ।
 চাহিলেন গুরু কিছু দক্ষিণা আমারে ॥ ৮২৪
 করিলাম উপহাস শুনিয়া গুরুরে ।
 গুরু বলে ব্রহ্মাদৈত্য হও অতৎপরে ॥ ৮২৫
 ষথন গঙ্গার তুমি পাবে দরশন ।
 তথন পাইবে মুক্তি ব্রাহ্মণবন্দন ॥ ৮২৬
 সৌদাস বলেন মিত্র জ্ঞান দিলে মোরে ।
 তেই সে গঙ্গার তত্ত্ব দুই জনে করে ॥ ৮২৭
 গঙ্গানান করি যান সে ভার্গব ঋষি ।
 মাথায় করিয়া গঙ্গাজলের কলসী ॥ ৮২৮
 হেনকালে দোহে বলে আগুলিয়া তারে ।
 এক বিন্দু গঙ্গাজল দাও উভয়েরে ॥ ৮২৯
 লাগিলেন বলিতে ভার্গব তপোধন ।
 অগ্রভাগ শিবের তা দিব হে কেমন ॥ ৮৩০

দোহে কহে মুনি তব নাহি বিদ্যালেশ ।
 গঙ্গাজলে নাহি হয় শেষ অবশেষ ॥ ৮৩১
 জানিলেন তখন ভার্গব তপোধন ।
 মহাজন বটে ভগীরথের নন্দন ॥ ৮৩২
 কৃশ্ণ করিয়া জল দিল তার গায় ।
 অগ্নাহত্যা আদি পাপ তাজিয়া পলায় ॥ ৮৩৩
 ছিলেন সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়ে ।
 বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল গঙ্গাজল পেয়ে ॥ ৮৩৪
 ব্রহ্মাদৈত্য আর ব্রহ্মরাক্ষস সম্ভরে ।
 দুই জনে মুক্ত হয়ে গেল নিজ ঘরে ॥ ৮৩৫
 গঙ্গার মহিমা সব বলিতে কি জানি ।
 আদিকাণ্ড রচে কৃতিদাস মহাঙ্গী ॥ ৮৩৬

দিলীপের অশুমেধ-যজ্ঞ বিবরণ

সৌদাস গেলেন আবৃংশেধে শ্রগহলে ।
 হইলেন সুদাস ভূপতি ভূমগ্নলে ॥ ৮৩৭
 সুদাস করেন রাজা অনেক বৎসর ।
 দিলীপ হইল রাজা রাজোর উপর ॥ ৮৩৮
 দিলীপের নন্দন হইল রঘু রাজা ।
 পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা ॥ ৮৩৯
 একে ত' দিলীপ রাজা মহাবলবান ।
 তজ্জপ হইল পুত্র পিতার সমান ॥ ৮৪০
 পুত্রের বিজয় দেখি ভাবে মনে মন ।
 অশুমেধ-যজ্ঞ করিলেন আরম্ভণ ॥ ৮৪১
 অশু রাখিবার ভার দিলেন রঘুরে ।
 যেখানে সেখানে যাবে নিকটে কি দূরে ॥ ৮৪২
 অশু দিয়া দিলীপ কহিল তার ঠাই ।
 যজ্ঞপূর্ণ-কালে যেন এই অশু পাই ॥ ৮৪৩
 অশুভার লয়ে রঘু করিল প্রস্থান ।
 সঙ্গেতে চলিল তুলা যোদ্ধা বলবান ॥ ৮৪৪

ইন্দ্রের বলে ত্রঙ্গা কোন্ বৃক্ষি করি ।
 অশুমেধ করি রাজা লবে শৃঙ্গপুরী ॥ ৮৪৫
 কিসে নিবারণ হয় বল কৃপা করি ।
 বিনিষ্ঠি বলেন তাঁর অশু কর চুরি ॥ ৮৪৬
 অশু বিনা রাজা যজ্ঞ করিতে না পারে ।
 চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করিবারে ॥ ৮৪৭
 দ্বিতীয়া প্রহর দিবা অস্ত্রকার করি ।
 লইলেন দেবরাজ যজ্ঞ-অশু হরি ॥ ৮৪৮
 ঘোড়া হারাইয়া তাবে দিলীপ-নন্দন ।
 ইন্দ্র বিনা ঘোড়া মোর লবে কোন্ জন ॥ ৮৪৯
 নয় বৎসরের শিশু তেজ সহকারে ।
 রথ চালাইয়া দিল ইন্দ্রের উপরে ॥ ৮৫০
 সহস্র ঘোড়ায় বহে স্বর্গে রথখান ।
 পলকে প্রবেশে গিয়ে ইন্দ্র-বিদ্যমান ॥ ৮৫১
 ‘ইন্দ্র কোথা?’ বলি রঘু ঘন ঘন ডাকে ।
 আজি ইন্দ্র পড়িলেন বিষম বিপাকে ॥ ৮৫২
 মার মার বলি রঘু লাগিল ডাকিতে ।
 বাহির হইল চড়ি ঐরাবতে ॥ ৮৫৩
 রঘুরে দেখিয়া ইন্দ্র বলে কটুভাষে ।
 মরিবারে ইচ্ছা করি এলে স্বর্গবাসে ॥ ৮৫৪
 মাছি হয়ে সহিবে কি পর্বতের ভার ।
 গলায় কলসী বাঁধি নদীতে সাঁতার ॥ ৮৫৫
 সহিতে ক্ষুরের ধার কেবা বল পারে ।
 বালক হৈয়া আইস আমার উপরে ॥ ৮৫৬
 রঘু বলে গর্ব কর রণ নাহি জিনি ।
 যার যত বল-বৃক্ষি জানির এখনি ॥ ৮৫৭
 আমাকে বালক বল আপনি কি বীর ।
 বালকের রণে আজি হও দেখি ছির ॥ ৮৫৮
 তিনি বাণ মারে রঘু বাসবের বুকে ।
 ঐরাবত সহ ইন্দ্র ফিরে ঘোর পাকে ॥ ৮৫৯
 ইন্দ্র বলে আর না হইও আগ্ন্যান ।
 এড়িলেক বাণ যেন অগ্নির সমান ॥ ৮৬০

দশ বাণ ইন্দ্র ঘবে পূরিল সন্ধান ।
 দশ বাণে কাটিল ইন্দ্রের দশ বাণ ॥ ৮৬১
 দুই জনে বাণ-বৃষ্টি যেন জল ঘনে ।
 দুই জনে শুরু করে কেহ নাহি জিনে ॥ ৮৬২
 রঘুরাজ জানে বাণ পাণ্পত-সঁকি ।
 হাতে গলে দেবরাজে করিলেক বন্দী ॥ ৮৬৩
 ঐরাবত হইতে পড়িল ভূমিতলে ।
 লোহার শিকলে বাঞ্ছি রথে লয়ে তোলে ॥ ৮৬৪
 ঘোড়া লয়ে আইল বাপের বিদ্যমানে ।
 সাত দিন ইন্দ্র বন্দী অযোধ্যাভুবনে ॥ ৮৬৫
 সঙ্গেতে লইয়া ত্রঙ্গা যত দেবগণ ।
 আপনি চলিয়া এল অযোধ্যাভুবন ॥ ৮৬৬
 বিধাতা বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান ।
 তোমার তন্যা রঘু তোমার সমান ॥ ৮৬৭
 আর কিবা বর দিব তোমার রঘুরে ।
 রঘুবংশ বলি মশ শুশিরে সংসারে ॥ ৮৬৮
 এত যদি বলিলেন ত্রঙ্গা সৃষ্টিধন ।
 তবে মুক্ত হইলেন দেব পুরন্দর ॥ ৮৬৯
 রঘু বলিলেন সত্তা কর পুরন্দর ।
 অনাবৃষ্টি নাহি হবে অযোধ্যা-উপর ॥ ৮৭০
 ইন্দ্র বলিলেন চিন্তা না করিও তুমি ।
 যা কিছু ক্ষেত্রের কর্ম সে করিব আমি ॥ ৮৭১
 করিলেন এই সত্তা দেব পুরন্দর ।
 ইন্দ্রসহ স্বর্গে গেল সকল অমর ॥ ৮৭২
 রঘুর বিক্রম শুনি শক্রপক্ষে ত্রাস ।
 আদিকাণ্ড রচিল পশ্চিত কৃতিবাস ॥ ৮৭৩

রঘুরাজার দানকীর্তি

দিলীপ রাজস্থ করে অযুত বৎসর ।
 পুত্রে রাজা দিয়া গেল অমর নগর ॥ ৮৭৪

পিতৃশ্রান্ত করিসেন রঘু যশোধন ।
 দিজে দেন ভাগ্নের ছিল যত ধন ॥ ৮৭৫
 অদ্যভক্ষণ রঘুরাজা নাহি রাখে ঘরে ।
 মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জল পান করে ॥ ৮৭৬
 বরদত্ত নামে এক আঙ্গণ-নন্দন ।
 কশাপ মুনির ঠাই করে অধ্যয়ন ॥ ৮৭৭
 শুরুগৃহে বসতি করিয়া বছ দিন ।
 চতুর্থষষ্ঠি বিদ্যাতে সে হইল প্রবীণ ॥ ৮৭৮
 অতঃপর শুরু যাচে দক্ষিণা তাহারে ।
 কি দক্ষিণা দিব শুরু আঙ্গা কর মোরে ॥ ৮৭৯
 শুরু বলে অঞ্চ মাগি কর বিবেচনা ।
 চৌষট্টিবিদ্যার দাও চৌদ কোটি সোনা ॥ ৮৮০
 দিজ ভাবিলেন ইহ্য অস্তুব কথা ।
 মনে ভাবে এতেক সুবর্ণ পাব কোথা ॥ ৮৮১
 সবে বলে রঘুরাজা বড় পুণ্যবান ।
 তার ঠাই আমি গিয়া মাগি স্বর্ণদান ॥ ৮৮২
 সাত দিবসের তরে সময় লইল ।
 শুরু-আঙ্গা লয়ে শিয়া বিদ্যায় হইল ॥ ৮৮৩
 সাত পাঁচ ভাবিয়া সে দিজ অকিঞ্চন ।
 অব্যোধ্যানগরে আসি দিল দরশন ॥ ৮৮৪
 আঙ্গণে নিষেধ নাহি রঘুর দুয়ারে ।
 উত্তরিল গিয়া সে রঘুর অন্তঃপুরে ॥ ৮৮৫
 মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জল পান ।
 দেখিয়া আঙ্গণপুত্র করে অনুমান ॥ ৮৮৬
 মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান ।
 কিজাপে করিবে চৌদ কোটি স্বর্ণ ধন ॥ ৮৮৭
 দেখিয়া আঙ্গণ-পুত্র যায় পাছু হয়ে ।
 অসিল আঙ্গণ রঘু দ্বারেতে দেখিয়ে ॥ ৮৮৮
 জড়ায়ে ধরিল রাজা তাহার চরণ ।
 বিবিধ মিষ্টান্ন দিয়া করায় ভোজন ॥ ৮৮৯
 কর্পূর তামুল মালা দিলেন চন্দন ।

জিজ্ঞাসা করেন করি পাদসংবাহন ॥ ৮৯০
 ত্রাঙ্গণ বলেন রাজা তুমি পুণ্যবান ।
 আসিয়াছি তব হানে লইবারে দান ॥ ৮৯১
 দেখিজ্ঞাম ঘটিয়াছে যে দশা তোমায় ।
 আপনার নাহি কিছু কি দিবে আমায় ॥ ৮৯২
 তোমার অধীন রাজা ধরণী অশেষ ।
 ঐশ্বর্য তোমার দেখি মৃৎপাত্রে শেষ ॥ ৮৯৩
 দেখি তব দশা ডর লাগিল আমারে ।
 এসেছি তোমার ঠাই ধন মাগিবারে ॥ ৮৯৪
 ভূগতি বলেন তুমি কত চাহ ধন ।
 যাহা মাগ তাহা দিব ঠাকুর আঙ্গণ ॥ ৮৯৫
 শুনিয়া রাজার কথা দিজবর ভাবে ।
 মৃৎপাত্রে জল খায় আমাকে কি দিবে ॥ ৮৯৬
 রাজা বলে যেবা মাগ না করিব আন ।
 বল বল কিবা চাই আঙ্গণসঞ্চান ॥ ৮৯৭
 শ্রীবিকুঁ বলিয়া বিপ্র কালে দিল হাত ।
 চৌদ কোটি সোনা মাগি তোমার সাক্ষণ ॥ ৮৯৮
 রাজা বলে এক রাত্রি থাক মহামুনি ।
 প্রাতঃকালে ধন দিব লয়ে মেও তুমি ॥ ৮৯৯
 এত বলি আঙ্গণে রাখিল নিজ ঘরে ।
 আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগরে ॥ ৯০০
 চৌদ কোটি সোনা থারে যেবা দিতে পারে ।
 চৌদ দশ কোটি কালি শুধির তাহারে ॥ ৯০১
 ঘোড়হাত করিয়া কহিষে প্রজাপণ ।
 তোমার নগরে নাই এক কোটি ধন ॥ ৯০২
 হেট মাথা করি রাজা ভাবিল বিপদ ।
 হেনকালে তথা মুনি আইল নারদ ॥ ৯০৩
 পাদা অর্ধা দিল রাজা বসিতে আসল ।
 মুনি বলে কেন রাজা বিরস-বদন ॥ ৯০৪
 রাজা বলে মহাশয় শুন কহি কথা ।
 আঙ্গণ চাহিল ধন আজি পাব কোথা ॥ ৯০৫

লাগিলেন হাসিতে নারদ মহামুনি ।
 ইহার উপায় কহি শুনহ আপনি ॥ ১০৬
 বল কালি কুবেরে করিব সন্তানণ ।
 ঘরেতে বসিয়া পাবে যত চাহ ধন ॥ ১০৭
 তার পরে গেলেন নারদ তপোধন ।
 অযোধ্যানগরে রাজা আশন্দে মগন ॥ ১০৮
 আজ্ঞা করিলেন রাজা পাত্র পরিবারে ।
 সবে সাজ যাইল কুবেরে দেখিবারে ॥ ১০৯
 কটক সাজিল বাজে দূর্দুতি-বাজন ।
 কৈলাসে কুবের তাহা করেন শ্রবণ ॥ ১১০
 কুবেরের দৃত ছিল অযোধ্যাভুবনে ।
 জিজ্ঞাসা করিল সব পাত্র-মিত্রগণে ॥ ১১১
 পাত্র-মিত্র বলে কি বেড়াও শুধাইয়া ।
 প্রমাদ পঢ়িবে কালি কুবেরে লইয়া ॥ ১১২
 শুনিয়া ধাইল দৃত চলিল আগনি ।
 কৈলাসে নারদ গিয়া কহেন তথনি ॥ ১১৩
 কি কর কুবের তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া ।
 তোমার উপরে রঘু আসিষ্যে সাজিয়া ॥ ১১৪
 সুবর্ণ নাহিক রঘুরাজার ভাণ্ডারে ।
 টৌদ কোটি সুর্ণ বিপ্র চেয়েছে তাহারে ॥ ১১৫
 এত যদি বলিল নারদ মহামুনি ।
 কুবের বলেন আমি পাঠাই এখনি ॥ ১১৬
 আপনি কুবের ধন দিলেন গণিয়া ।
 দৃত গিয়া ভাণ্ডারেতে দিল ফেলাইয়া ॥ ১১৭
 প্রভাতে কহেন রঘু ত্রাঙ্গণ-কুমারে ।
 ভাণ্ডার সহিত সুর্ণ দিলাম তোমারে ॥ ১১৮
 শ্রীবিষ্ণু বলিয়া মুনি ছুইল দুই কান ।
 টৌদ কোটি মাত্র লব না লইব আন ॥ ১১৯
 টৌদ কোটি সুর্ণ তারে দিলেন গণিয়া ।
 শত শত জনে বোৰা দিলেন বাঁধিয়া ॥ ১২০
 ধন লয়ে শুরুকে করিল সমর্পণ ।

শুরু বলে এত ধন দিল কোন্ জন ॥ ১২১
 শিষ্যা বলে রঘুরাজা বড় পুণ্যবান ।
 করিলেন তিনি টৌদ কোটি স্বর্ণদান ॥ ১২২
 মুনি বলে থাকি আমি গহন কাশনে ।
 ধন আছে শুনে দস্য বধিবে জীবনে ॥ ১২৩
 এই ধন রাখ লয়ে ইন্দ্রের ভাণ্ডারে ।
 যজকালে যেন ধন আনি দেন যোরে ॥ ১২৪
 কাঞ্চন লইয়া গেল ইন্দ্রের সদনে ।
 সন্দেরে উঠিল ইন্দ্র দেখিয়া ত্রাঙ্গণে ॥ ১২৫
 দ্বিজ বলে শুরুদেব পাঠালেন মোরে ।
 রঘুরাজা সুর্ণ দান দিল ভারে ভারে ॥ ১২৬
 সে মহামুনির ধন রাখছ ভাণ্ডারে ।
 এত বলি ধন তথা রাখে মুনিবরে ॥ ১২৭
 বাসব বলেন বাপু সত্য কহ কথা ।
 মহামুনি তিনি সোনা পাইলেন কোথা ॥ ১২৮
 দ্বিজ বলে দক্ষিণা চাহিল সুর্ণ শুরু ।
 আমারে দিলেন রঘুরাজা কঞ্জতক ॥ ১২৯
 রাম নাম বলি ইন্দ্র কানে দিল হাত ।
 রঘু নাম না করিও আমার সাক্ষাৎ ॥ ১৩০
 নিশাতে না যাই নিজা রঘুর ভয়েতে ।
 অযোধ্যানগরে সদা ভূমি ক্ষেতে ক্ষেতে ॥ ১৩১
 হানোন্তরে লয়ে প্রভু রাখ এই ধন ।
 ধনের কারণে রঘু বধিবে জীবন ॥ ১৩২
 ধন লয়ে বরদস্ত গেল শুরুপাশে ।
 শুরু বলে রাখ লয়ে পর্বত কৈলাসে ॥ ১৩৩
 নিজ ধন দেখিয়া কুবের মনে হাসে ।
 গিয়াছে যাহার ধন এল তার পাশে ॥ ১৩৪
 রঘু ভূপতির যশ ত্রিভুবনে ঘোষে ।
 রচিলেন আদিকাণ্ড জনী কৃষ্ণবাসে ॥ ১৩৫

ଅଜ ରାଜାର ବିବାହ ଓ ଦ୍ୱାରଥେର ଜ୍ଞାବ ବିବରଣ

ରଧୁ ରାଜା କରେ ଦଶ ହାଜାର ବ୍ୟସର ।
ଅଜ ନାମେ ତନୟ ତାହାର ମନୋହର ॥ ୧୩୬
ପୁତ୍ରେର ଦେଖିଯା ରାଜା ପ୍ରଥମ ଯୌବନ ।
ପୁତ୍ରେ ରାଜୀ ଦିଯା ଗେଲ ବୈକୁଞ୍ଚଳୁବନ ॥ ୧୩୭
ଅଜେର ସମାନ ରାଜା ନାହିକ ସଂସାରେ ।
ପୁତ୍ରେର ସମାନ ପାଲେ ରାଜେର ପ୍ରଜାରେ ॥ ୧୩୮
ମାଥର ରାଜାର କଳ୍ପା ଇନ୍ଦ୍ରମତୀ ନାମ ।
ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଇ ଲାବଗୋର ଧାର ॥ ୧୩୯
ଦୟଃବର ହଇତେ କଳ୍ପାର ଗେଲ ମନ ।
କହିଲ ପିତାର କାହେ ସବ ବିବରଣ ॥ ୧୪୦
ଦୟଃବରା ହଇତେ ଆମାର ଆହେ ମନ ।
ସକଳ ରାଜାରେ ପିତଃ ! କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ॥ ୧୪୧
ଯତ ରାଜା ଅହାରାଜ ପୃଥିବୀତେ ବସେ ।
ମାଥରେର ନିମନ୍ତ୍ରଣେ ସକଳେଇ ଆସେ ॥ ୧୪୨
ପ୍ରଥମ ଯୌବନ କିବା ଦେଖିତେ ସୁନ୍ଦର ।
ସକଳେ ଆସିଲ କେହ ନା ରହିଲ ଘର ॥ ୧୪୩
ଅବୋଧ୍ୟା ହଇତେ ହଲ ଅଜେର ଗମନ ।
ମଭାମଧ୍ୟେ ଅଜ ଗିଯା ବସିଲ ତଥାନ ॥ ୧୪୪
ପଞ୍ଚମ ସଭାତେ ଯେନ ବସିଲ କେଶରୀ ।
ବସିଲ ସକଳ ରାଜୀ ଅଜେ ମଧ୍ୟେ କରି ॥ ୧୪୫
ରଧୁର ତନୟ ଅଜ ଦିଲୀପେର ନାତି ।
ପୃଥିବୀମଣ୍ଡଳେ ଧୀର ଏକ ଦଣ୍ଡ ଛାତି ॥ ୧୪୬
ବସିଲ କରିଯା ସଭା ଯତ ନୃପଗଣ ।
ତଥାନ ମାଥର ରାଜୀ କରେ ନିବେଦନ ॥ ୧୪୭
ଏକ କଳ୍ପା ଦାନଯୋଗ୍ୟ ଆହେ ମୋର ଘରେ ।
ଆଞ୍ଜା କର ଦେଇ କଳ୍ପା ଆନି ଦୟଃବରେ ॥ ୧୪୮
ପରିଶାମେ ବନ୍ଦ ଯେନ ନା ହୟ ଘଟନ ।
ସକଳେର କାହେ ମୋର ଏହ ନିବେଦନ ॥ ୧୪୯
ମୋର କଳ୍ପା ବରମାଲା ଦିବେକ ଧୀହାରେ ।

ଜାମାତା ବଲିଯା ଆମି ରାଖିବ ତାହାରେ ॥ ୧୫୦
ଭାଲ ଭାଲ କହିଲ ଯତେକ ନୃପଗଣ ।
ଶ୍ରୀଯ ଇନ୍ଦ୍ରମତୀ ଆନ କରିଯା ସାଜନ ॥ ୧୫୧
କେଶ ଆଁଚତ୍ତିଯା ତାର ବୀଧିଲ କୁଷଳ ।
ବିବିଧ ପୁତ୍ରେର ମାଲା କରେ ବଳମଳ ॥ ୧୫୨
କପାଳେ ସିନ୍ଦୁର ଦିଲ ନୟଳେ କର୍ଜଳ ।
ଚତ୍ରେର ସମାନ ରଂଗ ଅତୀବ ବିମଳ ॥ ୧୫୩
ମୁଚ୍ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ପରେ ପାରେତେ ପାଣ୍ଡଳି ।
ନିଧାତା ଗଢ଼େହେ ଯେନ କଳକ-ପୁଣ୍ଡଳୀ ॥ ୧୫୪
ମହଚରୀଗଣ ସଙ୍ଗେ ଚଲିଲ ଘେରିଯା ।
ମଞ୍ଜଗଞ୍ଜଗତି ବାମା ଚଲିଲ ସାଜିଯା ॥ ୧୫୫
ଯେଇ ଜନ କରେ ଇନ୍ଦ୍ରମତୀ ନିରୀକ୍ଷଣ ।
ମଦନେର ବାପେ ହରେ ତାହାର ଚେତନ ॥ ୧୫୬
ଚେତନ ପାଇଯା ଉଠେ ବଲେ ନୃପଗଣ ।
ଏ କଳ୍ପା ଯେ ପାବେ ତାର ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ॥ ୧୫୭
କେହ ବଲେ କଳ୍ପା ମୋରେ କରେ ନିରକ୍ଷିପ ।
କେହ ବଲେ କଳ୍ପାର ଆମାତେ ଆହେ ମନ ॥ ୧୫୮
ଯାରେ ପାଛୁ କରି କଳ୍ପା କରିଯେ ଗମନ ।
ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ ଯେଲେ ଦେଇ ବିଷୟ ବଦନ ॥ ୧୫୯
କଳ୍ପା କି କୁଂସିତ ରଂଗ ଦେଖିଲ ଆମାରେ ।
ଆମାରେ ଏତ୍ତିଯା ସେ ଭଜିବେ କୋନ ବରେ ॥ ୧୬୦
ଏକେ ଏକେ ଦେଖିଯା ଯତେକ ରାଜଗଣ ।
ଅଜେର ନିକଟେ ଆସି ଦିଲ ଦରଶନ ॥ ୧୬୧
ଧନ ପେରେ ତୁଟେ ଯେନ ଦରିଦ୍ରେର ମତି ।
ଗଲେ ମାଲ୍ୟ ଦିଯା ବଲେ ତୁମି ମୋର ପତି ॥ ୧୬୨
ବରମାଲା ଦିଯା ଯଦି କଳ୍ପା ଘରେ ଗେଲ ।
ଲଜ୍ଜିତ ହଇଯା ଯତ ରାଜୀ ପଲାଇଲ ॥ ୧୬୩
ବନେତେ ଆସିଯା ସବେ ହବୋ ଏକମତି ।
ଅଜକେ ମାରିତେ ସବେ କରିଲ ଯୁକ୍ତି ॥ ୧୬୪
ଏକ୍ଷଣେ ସବାହି ଥାକି ବଲେ ଲୁକାଇଯା ।
ଅଜେ ମାରି ଇନ୍ଦ୍ରମତୀ ଲଇବ କାଢିଯା ॥ ୧୬୫

লুকাইয়া বনে তারা রাহে হালে ছান ।
 হেথায় মাথৰ রাজা করে কনাদান ॥ ১৬৬
 কনাদান করে রাজা করিয়া কৌতুক ।
 শানা বড় অশু হস্তী দিলেন শৌভুক ॥ ১৬৭
 তিনি দিন ছিল রাজা মাথারের ঘরে ।
 চতুর্থ দিবসে বান অযোধ্যানগরে ॥ ১৬৮
 ইন্দূমতী সহ রথে করে আরোহণ ।
 কত সেনা সঙ্গে রঙ্গে চলে অগণন ॥ ১৬৯
 নিজায় কাতৰ রাজা চলিতেছে রথ ।
 এইকালে রাজগণ আগুলিল পথ ॥ ১৭০
 মার মার বলি সবে আগুলিল তথা ।
 ইন্দূমতী তা দেখি করিল হেট মাথা ॥ ১৭১
 নিজা-অচেতন পতি জাগান কেমনে ।
 নিজাভজ হ'ল ইন্দূমতীর ক্রন্দনে ॥ ১৭২
 রাজগণ ডাকে তাতে ভীত নহে মন ।
 মলিন দেখিল ইন্দূমতীর বদন ॥ ১৭৩
 ইন্দূমতী বলে নাথ ! কি ভাৰ এখন !
 দেখ না তোমাকে ঘেরিলেক নৃপগণ ॥ ১৭৪
 তিনি কোটি রাজা আছে পথ আগুলিয়া ।
 আমায় কাড়িয়া লবে তোমায় মারিয়া ॥ ১৭৫
 আজ বলে প্রসন্ন কৰহ প্ৰিয়ে মুখ ।
 এক বাণে সবে মারি দেখহ কৌতুক ॥ ১৭৬
 এক বাণ বিনা যদি দুই বাণ মারি ।
 ব্ৰহ্ম দোহাই তবে বৃথ অন্ত ধৰি ॥ ১৭৭
 এত বলি খনু লংঘে দাঁড়াইল রথে ।
 অজে দেখি রাজগণ লাগিল ভাকিতে ॥ ১৭৮
 তিনি কোটি ভূপতিৰে কৱি তৃণজন ।
 এড়িলেন আজ সে গন্ধৰ্ব নামে বাণ ॥ ১৭৯
 এক বাণে গন্ধৰ্ব হইল তিনি কোটি ।
 আপনা আপনি মৰে কৱে কাটিকাটি ॥ ১৮০
 গন্ধৰ্ব-বাণেতে রথে নাহি মাঝ আঁটা ।

এক বাণে তিনি কোটি রাজা গেল কাটা ॥ ১৮১
 তিনি কোটি রাজা সেই গুৰুতে মারিয়ে ।
 অযোধ্যাতে গেল অজ ইন্দূমতী লয়ে ॥ ১৮২
 অজ রাজা তনু তাৰ প্ৰাণ ইন্দূমতী ।
 হইলেন কিছু কাল পৰে গৰ্ভবতী ॥ ১৮৩
 দশ মাস গৰ্ভ হ'ল প্ৰসৰ-সময় ।
 হইল তনু যেন চন্দ্ৰের উদয় ॥ ১৮৪
 জাপে গুণে দেখি বেল অভিন্ন কাম ।
 দশৱৰ্থ বলিয়া রাখিল তাৰ নাম ॥ ১৮৫
 কহনে না যায় দশৱৰ্থ-গুণগ্ৰাম ।
 তাৰ পুত্ৰ হইবেন আপনি শ্ৰীরাম ॥ ১৮৬
 কৃষ্ণবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ ।
 গান দশৱৰ্থ-উৎপত্তি-বিবৰণ ॥ ১৮৭

দশৱৰ্থের রাজা হইবার বিবৰণ

এক বৰ্ষ বয়ঃ দশৱৰ্থের যখন ।
 অজ-ইন্দূমতী ক্ৰীড়া কৱে উপবন ॥ ১৮৮
 পৃষ্ঠপৰনে ক্ৰীড়া কৱে হাসা-পৰিহাসে ।
 নারদ চলিয়া বান উপৰ আকাশে ॥ ১৮৯
 পারিজাত মালা ছিল তাহার নীপাম ।
 বাতাসে উড়িয়া পড়ে ইন্দূমতী-গায় ॥ ১৯০
 পারিজাত যখন হইল পৰশন ।
 ইন্দূমতী ছাড়িলেন তখনি জীবন ॥ ১৯১
 প্ৰাণ ছাড়ি ইন্দূমতী গেল স্বৰ্গপুৰে ।
 কাদে অজ লোচন ভৱিল আঁখি-নীৰে ॥ ১৯২
 কত বা কহিব সেই রাজাৰ বিলাপ ।
 না পাৱে সহিতে ইন্দূমতীৰ সন্তাপ ॥ ১৯৩
 সেই পারিজাত মাৱে আপনাৰ গায় ।
 অজ ইথে মুক্তি হয়ে স্বৰ্গপুৰে যায় ॥ ১৯৪
 নৰ্তক-নৰ্তকী ছিল দোহে স্বৰ্গপুৰে ।
 শাপভূষ্ট জনেছিল পৃথিবী-উপৰে ॥ ১৯৫

দুই জন যথন গেলেন দুর্গপথ ।
 এক বর্ষ-বয়স্ক তখন দশরথ ॥ ১৯৬
 অস্ত্রকালে মাতাপিতা মনিল দু'জন ।
 দেখিয়া চিন্তিত বশিষ্ঠ তপোধন ॥ ১৯৭
 সেই পৃত্র লয়ে গেল ঘরে আপনার ।
 পড়াইল নানা শাস্ত্র, শাস্ত্র অনুসার ॥ ১৯৮
 হইলেন পদ্মবর্ষ বয়স্ক যথন ।
 লইলেন আপনার পিতৃসিংহাসন ॥ ১৯৯
 ভগ্নরাম পুনঃ তারে অন্ত দিল দান ।
 যত্ন করি শিখাইল শব্দভেদী বাণ ॥ ২০০
 রাজা করে দশরথ যেন পুরন্দর ।
 পুজ্জতুল্য পালে প্রজা মহাপন্দর ॥ ২০১
 রাজার বয়স ছ'ল পনর বৎসর ।
 আদিকাণ্ড রচে কৃতিবাস কবিবর ॥ ২০২

রাজা দশরথের সহিত কৌশল্যার বিবাহ

দশরথ মহারাজ জন্ম সূর্যবংশে ।
 সর্বগুণেশ্বর রাজা সকলে প্রশংসে ॥ ২০৩
 রাজচক্রবর্তী রাজা সবার উপর ।
 বিবাহ না হয় বয়ঃ ত্রিংশৎ বৎসর ॥ ২০৪
 দৈবের ঘটনে রাজা হইব নির্বক ।
 হেনকালে ঘটে তার বিবাহসম্ভব ॥ ২০৫
 কৌশলের রাজা সে কৌশল দণ্ডর ।
 কৌশল্যা নামেতে কল্যা আছে তার ঘর ॥ ২০৬
 কৌশল্যার রূপ রাজা দেখিয়া মোহিত ।
 কারে কল্যা দিব বলি রাজা সুচিন্তি ॥ ২০৭
 পুরোহিত ত্রাঙ্গণেরে কহিল সন্দর ।
 দশরথে আনিবারে যাহ দিজন্দর ॥ ২০৮
 আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে ।
 কৌশল্যা নামেতে কল্যা সমর্পিব তারে ॥ ২০৯

তাঁথা বিনা কৌশল্যার বন নাহি দেখি ।
 দশরথে দিয়া কল্যা হইব যে সুখী ॥ ২১০
 সংবাদ লইয়া বিপ্র চলিল সন্দর ।
 শীঘ্ৰগতি গেল দিজ অযোধ্যানগর ॥ ২১১
 আঙ্গণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম ।
 আশিস করিয়া কহে আপনার নাম ॥ ২১২
 কৌশল দেশেতে ঘর রাজপুরোহিত ।
 তোমারে লইতে রাজা আমি নিরোজিত ॥ ২১৩
 পরমা সুন্দরী কল্যা আছে তাঁর ঘরে ।
 সেই কল্যা অর্পিবেন আপনার করে ॥ ২১৪
 তব তুল্য রূপবান নাহি কোন দেশে ।
 তোমারে দিবেন কল্যা মনোর হরযে ॥ ২১৫
 রাজার সংবাদ এই বলিশ তোমারে ।
 বিবাহ করিতে চল কৌশলের ঘরে ॥ ২১৬
 এতেক শুনিয় রাজা ত্রাঙ্গণবচন ।
 পাত্রবর্গ লয়ে তবে করেন মন্ত্রণ ॥ ২১৭
 মাবৎ বিবাহ করি নাহি আসি ঘরে ।
 তাবৎ পালহ রাজা অযোধ্যানগরে ॥ ২১৮
 রথ লয়ে যোগাইল রথের সারথি ।
 সেনাগণ-সঙ্গে রাজা চলে শীঘ্ৰগতি ॥ ২১৯
 নানা বাদ্য বাজে নাচে বিদ্যাধরীগণ ।
 তুরী তৈরী কীৰ্তি তা না যায় গণ ॥ ২২০
 পাথোয়াজ পঞ্চাশ সহস্র পরিমাণ ।
 তিন কোটি শিঙা বাজে অতি খুসান ॥ ২২১
 বাজে শতকোটি শঙ্ক আৱ মণ্ডাজাল ।
 ভোৱজ সহস্রকোটি শুণিতে রসাল ॥ ২২২
 সহস্র সানাই বাজে ডল্ফ কোটি কোটি ।
 কোটি কোটি দামামায় ঘন পড়ে কাঠি ॥ ২২৩
 তবল বিশাল বাদ্য বাজে জয়চোল ।
 মহাপ্রলয়ের কালে যেন গঙ্গোল ॥ ২২৪
 বাদ্যভাণ্ড মহাকাণ্ড করিল প্রচুর ।

রথবেগে গেল রাজা কোশলের পূর ॥ ১০২৫
 পাইয়া তাহার বার্তা কোশলের রাজা ।
 পাদ অর্ধা দিয়া করে নৃপতির পূজা ॥ ১০২৬
 রাজা কন্যাদান করে শাস্ত্র-ব্যবহারে ।
 আমোদ করিল বামাগণ স্ত্রী-আচারে ॥ ১০২৭
 শুভক্ষণে দুই জনে শুভদৃষ্টি করে ।
 উভয়ের রূপে ধরা কর শোভা ধরে ॥ ১০২৮
 নানা রক্ত দিয়া রাজা করে কন্যাদান ।
 শাস্ত্রের বিহিত মতে করিল সম্মান ॥ ১০২৯
 আপনি অর্ধেক রাজা দিল অধিকার ।
 বিভরিতে দিল রাজা অনেক ভাণ্ডার ॥ ১০৩০
 কৌশল্যা লইয়া রাজা আসিলেন বাস ।
 আদিকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃতিবাস ॥ ১০৩১

দশরথের সহিত কৈকেয়ীর বিবাহ
 গিরিরাজ নগরেতে কেকয়ের ঘর ।
 সুখে রাজা করে রাজা অনেক বৎসর ॥ ১০৩২
 কৈকেয়ী নামেতে কন্যা পরমা সুন্দরী ।
 তার রূপে আলো করে সেই রাজপুরী ॥ ১০৩৩
 স্বয়ংবরা হবে কন্যা হেন আছে মন ।
 পৃথিবীর রাজগণে করে নিমন্ত্রণ ॥ ১০৩৪
 দৃত ঘায় দশরথে আনিতে সন্দর ।
 শীঘ্রগতি গেল দৃত অব্যোধানগর ॥ ১০৩৫
 আঙ্গণে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল ।
 আশিস করিয়া ছিজ কহিতে লাগিল ॥ ১০৩৬
 গিরিরাজ নগরেতে আমার বসতি ।
 রাজকন্যা স্বয়ংবরা হবে নরপতি ॥ ১০৩৭
 রাজগণ আসিয়াছে তথায় প্রচুর ।
 রাজা তুমি শীঘ্র চল গিরিরাজপুর ॥ ১০৩৮
 স্বয়ংবর-ছান যে করিল সুশোভন ।
 সংবাদ পাইয়া রাজা চলিল তখন ॥ ১০৩৯

রথবেগে দশরথ গেল সভাহানে ।
 সভা করে রাজগণ বসেছে যেখানে ॥ ১০৪০
 স্বয়ংবর-ছানে এল কৈকেয়ী সুন্দরী ।
 তার রূপে আলো করে গিরিরাজপুরী ॥ ১০৪১
 কৈকেয়ীরে দেখি সবে করে অনুমান ।
 আইল কি বিদ্যাধরী স্বয়ংবরছান ॥ ১০৪২
 কিংবা রঞ্জা উরস্তী আইল তিলোত্তমা ।
 ত্রিভুবনে নিরূপমা কি দিব উপমা ॥ ১০৪৩
 পূর্বে রাজকন্যা যেন ছিল ইন্দুমতী ।
 সেই যেন বরিলেক অজ মহামতি ॥ ১০৪৪
 তাহার রূপের কথা গেল দেশে দেশে ।
 বিবাহার্থে রাজগণ এলেন হরিষে ॥ ১০৪৫
 ইন্দুমতী বরিলেক অজ মহারাজে ।
 সব রাজা গেল দেশ পড়িয়া সে লাজে ॥ ১০৪৬
 পরম সুন্দর রাজা রাজচক্রবর্তী ।
 দশরথ তুলা নাহি ভূমিতে ভূপতি ॥ ১০৪৭
 দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনে ।
 এই যুক্তি অথোমুখে করে রাজগণে ॥ ১০৪৮
 একে একে কন্যা রাজগণেরে দেখিল ।
 দশরথ দরশনে সবারে ভূলিল ॥ ১০৪৯
 ধন পেলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি ।
 গলে মাঝ্য দিয়া বলে তুমি মন পতি ॥ ১০৫০
 দশরথ ভূপতির গলে মাল্য দোলে ।
 লজ্জায় ভূপতিগণ মাথা নাহি তোলে ॥ ১০৫১
 রাজগণ বলে কন্যা বড় বিচক্ষণা ।
 দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনা ॥ ১০৫২
 রাজগণ প্রস্তুপর করিয়া সম্মান ।
 বিদ্যাম হইয় গেল নিজ নিজ ছান ॥ ১০৫৩
 কন্যাদান করে রাজ পরম কোতুকে ।
 মহুরা নামেতে দাসী দিলেন যৌতুকে ॥ ১০৫৪
 মাণিক-মুকুতা রাজা পাইল বিস্তর ।

অশুবেগে নিজদেশে চলিল সন্তুর ॥ ১০৫৫
কৈকেয়ী লইয়া রাজা আসে নিজ দেশে ।
আদিকাণ্ড রচিল পশ্চিত কৃতিবাসে ॥ ১০৫৬

রাজা দশরথের সহিত সুমিত্রার বিবাহ ও
রাজার সর্বদা শ্রীসংসর্গে থাকাতে রাজে
অনাবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি-নিবারণ হেতু
ইন্দ্রের নিকট রূপ-যা ।

কৌশল্যা কৈকেয়ী এই সপত্নী উভয় ।
উভয়ে লইয়া শ্রীড়া করে মহাশয় ॥ ১০৫৭
সিংহল-রাজের যে সুমিত্র যথীপতি ।
সুমিত্রা তন্মা তার অতি রূপবর্তী ॥ ১০৫৮
কন্যারে দেখিয়া পিতা ভাবে মনে মন ।
কন্যাযোগ্য বর কেথা পাইল এখন ॥ ১০৫৯
রাজচক্রবর্তী দশরথ লোকে জানে ।
রাক্ষস গন্ধর্ব কাপে ঘাঁর নাম শনে ॥ ১০৬০
ত্রাক্ষণ ডাকিয়া রাজা কহিল সন্তুর ।
দশরথে আম হ'তে অযোধ্যানগর ॥ ১০৬১
রাজার আজ্ঞায় দ্বিজ চলিল হরিষে ।
শীত্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যার দেশে ॥ ১০৬২
ত্রাক্ষণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম ।
আশিস করিয়া দ্বিজ কহে নিজ নাম ॥ ১০৬৩
সিংহল দেশের আমি রাজপুরোহিত ।
তোমারে লইতে রাজা আমি উপহিত ॥ ১০৬৪
রাজকন্যা সুমিত্রা যে পরমা সুন্দরী ।
তার কাপে আলো করে সিংহলনগরী ॥ ১০৬৫
সেকল রূপসী কন্যা নাহি কোন দেশে ।
তোমারে দিবেন রাজা পরম হরিষে ॥ ১০৬৬
শুনিয়া কন্যার কথা হষ্ট দশরথ ।
হইতে সুমিত্রাপতি ছিল মনোরথ ॥ ১০৬৭
কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা রাধী দুই জন ।

মৃগয়ার ছলে রাজা করিল গমন ॥ ১০৬৮
নানা বাদো দশরথ ছলে কৃতুহলে ।
উভরিল গিয়া রাজা নগর সিংহলে ॥ ১০৬৯
বার্তা শুনি হরষিত সিংহলের রাজা ।
পাদ্য আর্যা দিয়া তারে করিলেক পৃজা ॥ ১০৭০
দেখি দশরথের লাবণ্য মনোহর ।
লোকে বলে বিধি দিল কন্যাযোগ্য বর ॥ ১০৭১
নান্দিমূখ করি দৌহে নিশের হরিষে ।
বৃক্ষিশ্রাক দুই জনে করে অবশ্যে ॥ ১০৭২
গোধূলিতে দুই জনে শুভদৃষ্টি করে ।
দৌহাকার রূপে আলো বসুমতী করে ॥ ১০৭৩
কুসুমশবায় রাজা শয়ন করিল ।
নিজার অলসে প্রায় অচেতন হ'ল ॥ ১০৭৪
শয়া ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর ।
শয়ার উধান করি দিলেন বিজ্ঞে ॥ ১০৭৫
বাসি বিয়া সেই হানে কৈল দশরথ ।
যৌতুক পাইল বছ ধন মনোমত ॥ ১০৭৬
বিদায় হইল রাজা শশুর-সাক্ষাতে ।
সুমিত্রা সহিত রাজা চড়ে নিজ রথে ॥ ১০৭৭
সুমিত্রার রূপে রাজা মদনে মোহিত ।
অধীর হইয়া রাজা হইল মুর্চিত ॥ ১০৭৮
বিলম্ব না সহে তার করে ইচ্ছাচার ।
রথের উপরে রাজা করেন শৃঙ্গার ॥ ১০৭৯
বাসি-বিয়া পরদিন হয় কালরাতি ।
শ্রী-পুরুষ এক ঠাই না থাকে সংহতি ॥ ১০৮০
কালরাত্রে যে নারীকে করে পরশন ।
সেই শ্রী দুর্ভগা হয় না হয় খণ্ডন ॥ ১০৮১
সুমিত্রা লইয়া রাজা আসি নিজ দেশে ।
অন্তঃপুরে প্রবেশিল পরম হরিষে ॥ ১০৮২
কৈশল্যা কৈকেয়ী তারা রাধী দুই জন ।
সুমিত্রার রূপ দেখি ভাবে মনে মন ॥ ১০৮৩

निरवधि सेबे तारा पावती-शक्र ।
सुमित्रा दुर्भगा ह'क एই शागे बर ॥ १०८४
तिन राजी लये राजा आছे कुतूहले ।
सुखे राजा करे बहुकाल भूमुले ॥ १०८५
पूत्रहीन महाराज मने दृःखदाह ।
करिलेन सात शत पञ्चाश विवाह ॥ १०८६
सात शत पञ्चाशेर मुख्या तिन गणि ।
बोशल्या सुमित्रा आर कैकेयी सतीनी ॥ १०८७
तार मधो सुमित्रा से परमा सुन्दरी ।
तार लपे आलो करे अयोध्यानगरी ॥ १०८८
हेन स्त्री दुर्भगा ह'ल राजार विषाद ।
कालरात्रि दोषे हल एतेक प्रमाद ॥ १०८९
प्राणेर अधिक राजा कैकेयीके देखे ।
दिवारात्रि दशरथ तारे लये थाके ॥ १०९०
ए तिनेर भाग्या कत वर्णि र संप्रति ।
या सवार गर्भे जन्म लवेन श्रीपति ॥ १०९१
सतत भासेन राजा सुखेर सागरे ।
दैवे अनावृष्टि ह'ल अयोध्यानगरे ॥ १०९२
रोहिणीते बृघे ह'ल शनिर गमन ।
ते कारणे बृष्टि नाहि हय बरिषण ॥ १०९३
कोतुके थाकेन राजा भार्या-सत्तावणे ।
राजेते प्रमाद ह'ल इहा नाहि जाने ॥ १०९४
सकल अयोध्या-राजो इहल आपद ।
हेनकाले आसिलेन तथाया नारद ॥ १०९५
पद अर्घ्य देन राजा बसिते आसन ।
भुनिर करिया पूजा बसिल राजन् ॥ १०९६
नारद बलेन लृप करि निवेदन ।
आसिलाम तोमारे करिते विज्ञापन ॥ १०९७
इत्तेन बृष्टिते बाँचे सकल संसार ।
तब राजो अनावृष्टि दृःख सवाकार ॥ १०९८
कामिनी लहिया राजा भुजितेह सूख ।

नरके डुबिले प्रजागण पाय दृथ ॥ १०९९
राजा बले कारे आमि नाहि करि दण ।
कि कारणे मन्द मोरे बले राज्यधन ॥ ११००
दृःख पाय प्रजागण निज कर्मफले ।
कोन् दोबे प्रजागण मोरे मन्द बले ॥ ११०१
नारद बलेन शन लृप चृडामणि ।
रोहिणी नक्षत्रे दृष्टि दिया गेल शनि ॥ ११०२
एই हेतु अनावृष्टि हइल राजेते ।
प्रजागण दृःख पाय सेइ कारणेते ॥ ११०३
एत बलि करिलेन नारद गमन ।
रथे चति राजा देखि बेडान राजन् ॥ ११०४
गेलेन उत्तरदिके गहन कानन ।
जलजम्बु देखे राजा पत्त-पक्षिगण ॥ ११०५
नदनदी देखे राजा नाहि ताहे जल ।
दिघि सरोबर देखे शुक्ल से सकल ॥ ११०६
बेला अवसाने राजा बसे बृक्षतले ।
शारी शुक्ल पक्षी आছे सेइ बृक्षतले ॥ ११०७
शेष रात्रि हइले पक्षीर निन्दा भाङे ।
पक्षिणी कहिल कथा पक्षिराज सज्जे ॥ ११०८
बहुकाल ह'ल मोरा एই बनवासी ।
कत आर पाब कष्ट निता उपवासी ॥ ११०९
सूर्यवंश-राजो कडु दृःख नाहि जानि ।
चोक्षवर्ष-अनाहारे नाहि पाइ पानी ॥ १११०
अनावृष्टि हेतुते बृक्षते नाहि फल ।
नदनदी सरोबर ताहे नाहि जल ॥ ११११
डृपति हइया राजो चेष्टा नाहि करे ।
दिवारात्रि स्त्री लहिया थाके अन्तःपुरे ॥ १११२
कष्ट पाइ आर कत थाकि अनाहारे ।
अतएव चल नाथ ! याइ हानास्त्रे ॥ १११३
पक्षिराज बले प्रिये ! शन मोर बाणी ।
प्रिय जन्मतुमि कि छाडिब अरप्यानी ॥ १११४

সত্যবুঝ হতে মোর এই বলে বাস।
 কাটাইনু এই বলে পুরুষ পদ্ধতি ॥ ১১১৫
 মোর দুঃখ নহে দুঃখ হয়েছে সংসারে।
 এই দুঃখে আছে রাজা দুঃখিত অস্তরে ॥ ১১১৬
 এইখানে জন্ম মোর এখানে মরণ।
 তব বাকে ছাড়িতে নারিল এই বন ॥ ১১১৭
 পক্ষিশী বলিল পক্ষি ! শুন বিবরণ।
 পাতকার রাজ্ঞি থাকি আরাবে জীবন ॥ ১১১৮
 জল বিনা শুসগত ব্যাকুলিত প্রাণ।
 সমুদ্রের তীরে গিয়া করি জল পান ॥ ১১১৯
 এই কথাবার্তা তারা করে দুই জনে।
 বৃক্ষতলে থাকি তাহা দশরথ শোনে ॥ ১১২০
 রাজা বলে নারদের বচন প্রত্যক্ষ।
 পক্ষী মোরে নিদা করে গেরে উপলক্ষ ॥ ১১২১
 বুকিলাম ইন্দ্র রাজা বড়ই চতুর।
 মুখে এক কহে সে অস্তরে বহু দূর ॥ ১১২২
 মম পিতামহ বেই রঘু নাম ধরে।
 ইন্দ্রে আনি খাটাইল অযোধ্যানগরে ॥ ১১২৩
 তবে আজি হয় মম দশরথ নাম।
 ইন্দ্রের বাঁধিয়া আনি যদি নিজ ধাম ॥ ১১২৪
 রজনী প্রভাত করে রাজা অনোদুঃখে।
 প্রভাত হইলে রাজা দুই পক্ষী দেখে ॥ ১১২৫
 পক্ষী বলে পাপিনী পক্ষিণি ! শুন বাণী।
 রাজারে নিন্দিলে কেন অয়ি অভাগিনি ॥ ১১২৬
 সকল যে দশরথ শুনিয়াছে কানে।
 শব্দভেদী বাণে রাজা মারিবে পরাণে ॥ ১১২৭
 পক্ষীর পরাণ ফাটে এতেক বলিয়া।
 ডিন লয়ে ঠোঁটেতে আকাশে উঠে গিয়া ॥ ১১২৮
 পক্ষী পলাইয়া যায় পাইয়া তরাস।
 উর্ধ্ববাহ করি রাজা করেন আশুস ॥ ১১২৯
 দশরথ বলে পক্ষি ! না পলাও ডরে।

ফিরিয়া আসিয়া ব'স বাসার উপরে ॥ ১১৩০
 দ্বীর বাকো অপরাধ নাহিক তোমার।
 তোমার বচনে জ্ঞান হইল আমার ॥ ১১৩১
 এই বলে যত অশ্র-কাটালের ভার।
 আজি হতে তোমারে দিলাই অধিকার ॥ ১১৩২
 পক্ষী সঙ্গে রাজা রাখি বাসাঘরে।
 আপনি গেলেন গরে ইন্দ্রের নগরে ॥ ১১৩৩
 বর্ণেতে যাইয়া রাজা দেবের সমাজে।
 কোথা ইন্দ্র বলিয়া ভাকেন দেবরাজে ॥ ১১৩৪
 তজ্জন করেন দশরথ মহারাজ।
 রঘ দাও রঘ দাও কোথা সুররাজ ॥ ১১৩৫
 দেবগণ বলে রাজা ক্রেতে কি কারণ।
 তব সঙ্গে বাসব না করিবেন রঘ ॥ ১১৩৬
 ভূপতি বলেন মম রাজ্ঞি নাই বৃষ্টি।
 অনাবৃষ্টি হেতু মোর নষ্ট হ'ল সৃষ্টি ॥ ১১৩৭
 মম রাজ্ঞি বৃষ্টি নাহি হয় কোন্ কাজে।
 অনাবৃষ্টি হেতু যত প্রজাগণ মজে ॥ ১১৩৮
 চৌদ্বিবর্ষ অনাবৃষ্টি নাহি হয় ধান।
 প্রজাগণ দুঃখে মরে প্রাণ অবসান ॥ ১১৩৯
 সুবৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রাখুন সম্প্রতি।
 নতুবা জিনিয়া লব এ অমরাবতী ॥ ১১৪০
 এতেক শুনিয়া যান যত দেবগণ।
 ইন্দ্রকে কহেন তারা সব বিবরণ ॥ ১১৪১
 বাসব বলেন রাজা এলো কি কারণে।
 মনুষ্যা হইয়া নিন্দে শক্তা নাহি মনে ॥ ১১৪২
 দেবগণ বলেন ইন্দ্র তাজ অহকার।
 রাজার যুদ্ধেতে কারো নাহিক নিষ্ঠার ॥ ১১৪৩
 শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্র হানে।
 আপনি মরিবে যুদ্ধ করি তার সনে ॥ ১১৪৪
 মাহাতে মনেতে রাজা নাহি পায় তাপ।
 রাজার সহিত কর মধুর আলাপ ॥ ১১৪৫

দেবতার বাকা ইন্দ্র নাহি করে আন।
 পাদা অর্ষা দিয়া তাঁর করেন সম্মান ॥ ১১৪৬
 কহিলেন দশরথ করি সম্বোধন।
 মম রাজো অনাবৃষ্টি হয় কি কারণ ॥ ১১৪৭
 বাসব বলেন রাজা শুন একচিঠে।
 পতিল শনির দৃষ্টি রোহিণী নক্ষত্রে ॥ ১১৪৮
 ছাড়াইতে পার যদি রোহিণীতে দৃষ্টি।
 হইবে তোমার দেশে তবে মহাবৃষ্টি ॥ ১১৪৯
 চলিলেন দশরথ ইন্দ্রের বচনে।
 রথ চালাইয়া যান শনির সদনে ॥ ১১৫০
 শনি ঘরে আছ বলি ডাকিলেন তাম।
 বাহির হইয়া শনি সন্মুখে দাঁড়ান ॥ ১১৫১
 শনির দৃষ্টিতে হায় হিঁড়ে রথ-দড়া।
 আকাশ হইতে পড়ে তার অষ্ট ঘোড়া ॥ ১১৫২
 ছিড়িল রথের দড়া নাহি পায় ছল।
 পাকে পাকে পড়ে রথ করে টলমল ॥ ১১৫৩
 চক্রবৎ ফিরে রথ গগন-উপরে।
 হেন জন নাহি যে রাজাকে নক্ষা করে ॥ ১১৫৪
 জটায়ু নামেতে পক্ষী উড়ে অন্তরীক্ষে।
 আকাশে থাকিয়া পক্ষী রথ বে নিরবে ॥ ১১৫৫
 ভূমিতে পড়িবে রাজা না পাইয়া ছল।
 রাজার হইবে চূর্ণ শরীর সকল ॥ ১১৫৬
 হেনকালে করি যদি রাজার উদ্ধার।
 ঘৃষিতে থাকিবে যশ আমার অপার ॥ ১১৫৭
 দশরথ মহারাজ ধর্ম-অধিষ্ঠান।
 হেন রাজা ত্যজে প্রাণ মম বিদামান ॥ ১১৫৮
 কাতর হইবে রাজা পড়িলে ভূমিতে।
 ইহা ভাবি পক্ষিরাজ দুই পাখা পাতে ॥ ১১৫৯
 পাখা পাতি ঝরিল জটায়ু মহাবীর।
 হইলেন তাহার উপর রাজা হির ॥ ১১৬০

হির হয়ে দশরথ রথে ঘোড়ে ঘোড়া।
 খবজা আর পতাকা বাঙ্কেন ঘোড়া ঘোড়া ॥ ১১৬১
 সারথি ঘোড়ার গায় মারিলেন ছাট।
 আরবার চলে ঘোড়া আকাশের বাট ॥ ১১৬২
 রাজা বলিলেন রথ রাখ এইখালে।
 নাখিল আমার প্রাণ এই কোন্ জনে ॥ ১১৬৩
 রথ পিতামহ কিবা সেই অজ পিতা।
 এমন বিপদে কেবা আমার রক্ষিতা ॥ ১১৬৪
 তুলিলেন পক্ষিরাজে রথের উপরে।
 মধুর সম্ভাষে রাজা জিজ্ঞাসেন তারে ॥ ১১৬৫
 আছাড় খাইয়া পক্ষিতাম ভূমিতলে।
 করিলে আমারে রক্ষা তুমি হেনকালে ॥ ১১৬৬
 কোন্ দেশে থাক তুমি কাহার নদন।
 পরিচয় দেহ মোরে তুমি কোন্ অন ॥ ১১৬৭
 পক্ষিরাজ বলিলেন আমি পক্ষিজ্ঞতি।
 মম জ্ঞোষ্ট ভাই পক্ষী ভূপতি সম্পত্তি ॥ ১১৬৮
 জটায়ু আমার নাম গরুড়-নদন।
 অন্তরীক্ষে ভূমি আমি উপর-গগন ॥ ১১৬৯
 আছাড় খাইয়া পড় দেখিয়া রাজন्।
 পাখা পাতি রাখিলাম তোমার জীবন ॥ ১১৭০
 দশরথ বলিলেন তুমি মোর মিত্র।
 প্রাণদান দিলে মোরে কি কব চরিত্র ॥ ১১৭১
 তার পর রথকাট খসাইয়া আনি।
 জ্বালিলেন হতভুক্ত লৃপতি আপনি ॥ ১১৭২
 উভয়ে মিত্রতা করে অগ্নি করি সাক্ষী।
 হইল রাজার মিত্র সে জটায়ু পক্ষী ॥ ১১৭৩
 জটায়ু পক্ষীর কথা শুনে ঘৈষ জন।
 সর্বত্র তাহারে রাখে দেব নারায়ণ ॥ ১১৭৪
 বিদায় লইয়া পক্ষী গেল নিজ দেশে।
 আদিকান্ত গাহিল পণ্ডিত কৃতিবাসে ॥ ১১৭৫

রাজা দশরথের পুনর্বার শনির নিকট
গমন ও শনি কর্তৃক গণেশের
জন্মবৃত্তান্ত কথন

পুনশ্চ গেলেন রাজা শনির ভবনে।
রাজারে দেখিয়া শনি ভীত হ'ল ঘনে ॥ ১১৭৬
শনি বলেন দশরথ আসিলে আবার।
তুমি সে আমার দৃষ্টে পাইলে নিষ্ঠার ॥ ১১৭৭
দশরথ তুমি সূর্যবংশের ভূমণ।
জন্মেন তোমার ঘরে জন্ম-শারায়ণ ॥ ১১৭৮
রাজচক্রবর্তী তুমি ধর্ম অবতার।
তেকারণে মোর দৃষ্টে পাইলে নিষ্ঠার ॥ ১১৭৯
মুদিয়া নয়ন শনি দশরথে বলে।
সম্মুখ ছাড়িয়া এস তুমি পৃষ্ঠমূলে ॥ ১১৮০
কোপদৃষ্টে সুদৃষ্টে যাহার পানে ঢাই।
শরীরের কথা থাক হয়ে যায় হাই ॥ ১১৮১
পূর্বকথা কহি রাজা তাহে দেহ মন।
যেমন শিবের পুত্র হল গজানন ॥ ১১৮২
জন্মিলেন গণপতি গৌরীর নন্দন।
দেখিতে গেলেন তথা যত দেবগণ ॥ ১১৮৩
দেবগণ বলে দেবি ! তোমার আদেশে।
অসিল সকল দেব শনি না আইসে ॥ ১১৮৪
দৃত পাঠাইয়া দিল আমার গোচর।
দেখিতে গেলাম পুত্র কৈলাস-শিখর ॥ ১১৮৫
শুভদৃষ্টে গিয়া যেই মুখপানে ঢাই।
সবে বলে গণেশের মুণ্ড দেখি নাই ॥ ১১৮৬
তাহা দেখি দেবগণ হইল বিশ্মিত।
পার্বতীর মনোদৃঢ়ুখ মহেশ চিন্তিত ॥ ১১৮৭
পার্বতী বলেন হেথা আছে দেবগণ।
আমার পুত্রের মুণ্ড নিল কোনু জন ॥ ১১৮৮
দেবগণ বলেন শুনহ বিশ্বমাতা।
শনির দৃষ্টিতে ভন্ম গণেশের মাথা ॥ ১১৮৯

দেবতার বাকা তনি রঞ্জিয়া ভবানী।
আমারে বধিতে যান হয়ে শূলপাণি ॥ ১১৯০
পলাইয়া যাই আমি ছান নাহি পাই।
দেবতার অঙ্গরালে তথন লুকাই ॥ ১১৯১
শূল-হন্তে আইলেন দেবী মহাকোপে।
পার্বতীর কোপ দেখি দেবগণ কাপে ॥ ১১৯২
সকল দেবতা তাঁর করিল তুলন।
আপনি সৃজিয়া শনি মার কি কারণ ॥ ১১৯৩
তুমি আদ্যাশঙ্কি মাতা জগতের গতি।
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি ॥ ১১৯৪
আপনি দিয়াছ বর পরম কৌতুক।
শনি যারে দেখে তার মাথা নাহি থাকে ॥ ১১৯৫
পাইয়া তোমার বর তোমারে পরীক্ষা।
তুমি যদি মার তারে কে করিবে রক্ষা ॥ ১১৯৬
বিধাতা বলেন তারে মার কি কারণ।
ছির হও জীয়াইব তোমার নন্দন ॥ ১১৯৭
আজ্জা করিলেন ত্রিলা তরে পরানেরে।
মুণ্ড কাটি আন যেবা উত্তর-শিয়ারে ॥ ১১৯৮
গঙ্গা-নীর খাইয়া ইত্তের ঐরাবত।
উত্তর-শিয়ারে শুয়ে ছিল নিষ্ঠাগত ॥ ১১৯৯
কাটিয়া তাহার মুণ্ড আনিল পুরন।
রক্ষমাসে জীয়াইল হ'ল গজানন ॥ ১২০০
শরীর নরের মতন বদন করীর।
দেখিয়া হইল বড় দৃঢ় পার্বতীর ॥ ১২০১
সকল দেবের পুত্র দেখিতে সুন্দর।
গজমুখ বসিবেক তাহার ভিতর ॥ ১২০২
বিনিষ্পিত বলেন করি গণেশেরে রাজা।
আগে গণেশের পূজা পিছে অনা পূজা ॥ ১২০৩
গণেশ থাকিতে যেবা অনা দেবে পূজে।
পূর্ববর্ষ নষ্ট তার হয় সব কাজে ॥ ১২০৪
ঐরাবত-মুখ জীয়াইল লম্বোদর।

হস্তীর শোকেতে কান্দি কহে পুরন্দর ॥ ১২০৫
 উচ্চেশ্বরা যোড়া এরাবত হাতী ।
 এ সব সম্পদে মম নাম সুরপতি ॥ ১২০৬
 আজ্ঞা করিলেন চতুর্মুখ পৰলেরে ।
 মুণ্ড কাটি আন যেবা পশ্চিম শিয়ারে ॥ ১২০৭
 পশ্চিম-শিয়ারে শুরে শ্বেতহস্তী যথা ।
 পৰল কাটিয়া আনি দিল তার মাথা ॥ ১২০৮
 প্রাণ পেয়ে এরাবত গেল নিজ ঘরে ।
 এ হেতু শুইবে নাই পশ্চিম-শিয়ারে ॥ ১২০৯
 দেবীর বিদায় করি গেল দেবগণে ।
 গণেশের জন্ম শনি কহিল রাজনে ॥ ১২১০
 শুভদৃষ্টে কোপদৃষ্টে যার পালে ঢাই ।
 আমার দৃষ্টিতে কেহ রক্ষা পাবে নাই ॥ ১২১১
 মনুষ্য ইইয়া তুমি আইস বারে বার ।
 সূর্যবংশে জন্ম হেতু পাইলে নিষ্ঠার ॥ ১২১২
 সূর্যবংশ-জাত আমি সূর্যের কুমার ।
 এক বৎশে জন্ম তেই পাইলে নিষ্ঠার ॥ ১২১৩
 কি কারণে আসিয়াছ তুমি মোর পাশ ।
 বন চাহ তোমার পুরাব অভিলাষ ॥ ১২১৪
 তথন বলেন দশরথ যশোধন ।
 রোহিণীতে তব দৃষ্টে নহে বরিষণ ॥ ১২১৫
 শনি বলে আজি হতে ছাড়িব রোহিণী ।
 অবিলম্বে দেশে চলে যাও নৃপমণি ॥ ১২১৬
 আজি হতে তব রাজ্ঞি হবে বরিষণ ।
 ঘৃষিবে তোমার যশ এ তিল ভুবন ॥ ১২১৭
 রোহিণী ব্রহ্ম রাশি হবে যেই জন ।
 সেই রাজ্ঞি হবে না আমার আগমন ॥ ১২১৮
 ইইয়া রাজারে তৃষ্ণ শনি দিল বর ।
 চলিলেন রাজা ইন্দ্র-নিকটে সন্দর ॥ ১২১৯
 সভাতে বসিয়া ইন্দ্র সহ দেবগণে ।
 দশরথ বসিলেন তার একাসনে ॥ ১২২০

কহিলেন সে সব বৃত্তান্ত পুরন্দরে ।
 শনিকে প্রসম করিলেন যে প্রকারে ॥ ১২২১
 শুনিয়া রাজার কথা দেবরাজ ভাবে ।
 এক্ষণে হইবে বৃষ্টি যাও তুমি দেশে ॥ ১২২২
 সাত দিন বৃষ্টি মাত্র ঝাড় না করিব ।
 তোমার রাজ্যতে জল যথাকালে দিব ॥ ১২২৩
 বিদায় ইইয়া রাজা গেলেন স্বদেশে ।
 আদিকান্ত গাহিল পাণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥ ১২২৪

মুগজ্জনে রাজা দশরথ কর্তৃক অঙ্কক মুনির পুত্র সিদ্ধুবধ বিবরণ

অনুজ্ঞা করিল ইন্দ্র চারি জলধরে ।
 সাত দিন বৃষ্টি কর অযোধ্যানগরে ॥ ১২২৫
 আবর্ত সংবর্ত দ্রোণ আর যে পুন্ধর ।
 চারি মেঘে বৃষ্টি করে পৃথিবী-উপর ॥ ১২২৬
 লদনদী সরোবর পূর্ণ হ'ল জল ।
 অনাবৃষ্টি ঘুচিল বৃক্ষেতে হ'ল ফল ॥ ১২২৭
 জীবন পাইয়া সব জীবের সমৃদ্ধি ।
 তপস্যার অন্তে বেন মনোরথ-সিদ্ধি ॥ ১২২৮
 দান ধান সদা করে রাজ্ঞি প্রজাগণ ।
 সুখে রাজা রাজা করে সম্পদভাজন ॥ ১২২৯
 রাজা করে দশরথ যেন পুরন্দর ।
 রাজার বয়স নয় হাজার বৎসর ॥ ১২৩০
 সাত শত পঞ্চাশ যে নৃপতি-রমণী ।
 কারু পুত্র নাই হল বন্ধু সব রাণী ॥ ১২৩১
 ভাগব রাজার কন্যা ছিল এক জন ।
 তার গর্ভে এক কন্যা জন্মিল তথন ॥ ১২৩২
 পরমা সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা ।
 দ্বৰ্ণ-মূর্তি দেখে তার নাম হেমলতা ॥ ১২৩৩
 দশরথ-স্বামী অঙ্গদেশের নৃপতি ।
 লোমপাদ অঙ্গদেশে করেন বসান্তি ॥ ১২৩৪

জন্মিয়াছে কল্যা দশরথের শুনিয়া।
লোমপাদ আনে তারে লোক পাঠাইয়া ॥ ১২৩৫
সত্তা ছিল পূর্বেতে করিতে নারে আল।
লোমপাদ পৃথিবীর ধর্ম-অধিষ্ঠান ॥ ১২৩৬
কল্যা রহে লোমপাদ ভূপতির ঘরে।
দশরথ রাজ্ঞি করেন নিজ পুরে ॥ ১২৩৭
দৈবের নির্বক আছে না হয় খণ্ডন।
মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন ॥ ১২৩৮
হন্তী অশু রাজার চলিল শতে শতে।
মৃগ অবেদিয়া রাজা ভূমেন বনেতে ॥ ১২৩৯
ভূমিয়া ভূমিয়া রাজা নিবিড় কানন।
অঙ্গকের উপোবনে গেলেন উখন ॥ ১২৪০
শ্রমযুক্ত হইয়া বসেন বৃক্ষতলে।
দিব্য সরোবর দেখিলেন সেই ছলে ॥ ১২৪১
অঙ্গক-মুনির পুত্র সিঙ্গু নাম ধরে।
কলসীতে ভবে জল সেই সরোবরে ॥ ১২৪২
কলসীর মুখ করে বক্রক ধূমনি।
রাজা ভাবে জল পান করিতে হরিলী ॥ ১২৪৩
লতা-পাতা বাইয়া পশেছে সরোবর।
ইহা ভাবি বধিতে যুড়েন ধনুঃশর ॥ ১২৪৪
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্র হালে।
মুনি-পুত্রোপরি বাণ এতে সেইক্ষণে ॥ ১২৪৫
মৃগজ্ঞানে বাণ হালে রাজা দশরথ।
বাণাঘাতে মুনি পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥ ১২৪৬
মৃগের উদ্দেশ্যে রাজা যান দৌড়াদৌড়ি।
মৃগ নহে মুনিপুত্র যায় গড়াগড়ি ॥ ১২৪৭
দেখেন সিঙ্গুর বুকে বিধিয়াছে বাণ।
দশরথ ভীত হল উভিল প্রাণ ॥ ১২৪৮
বুকে বাণ বিধিয়াছে কথা নাহি সরে।
ইঙ্গিত করিয়া বলে জল দেহ মোরে ॥ ১২৪৯
অঙ্গলি ভবিষ্যা রাজা আনিয়া জীবন।

মুখে দিবামাত্র মুনি পাইল চেতন ॥ ১২৫০
শিরে হাত দিয়া রাজা করে অনুত্তাপ।
ব্যাকুল দেখিয়া মুনি নাহি দিল শাপ ॥ ১২৫১
মুনি বলে দশরথ ভীত কি কারণ।
যেরূপ অদৃষ্টলিপি সেকুপ ঘটনা ॥ ১২৫২
কপালে যা থাকে তাহা না হয় খণ্ডন।
পূর্ব-জনমের কথা হইল শ্যামণ ॥ ১২৫৩
পূর্বেতে ছিলাম আমি রাজার কুমার।
মারিতাম বাঁচুলেতে পক্ষী অনিবার ॥ ১২৫৪
কপত্তী কপোত পক্ষী ছিল এক ডালে।
কপোতেরে মারিলাম একই বাঁচুলে ॥ ১২৫৫
মৃত্যুকালে কপোত আমারে দিল শাপ।
পরজন্মে পাবে এইরূপ মনস্তাপ ॥ ১২৫৬
বার্থ না হইল সেই পক্ষীর বচন।
হইল তোমার বাপে আমার মরণ ॥ ১২৫৭
নাই ইথে মহারাজ তব অপরাধ।
পরস্ত আমারে মারি পড়িবে প্রমাদ ॥ ১২৫৮
অঙ্গ মাতাপিতা মম শ্রীফলের বনে।
আজি তারা মরিবেন আমার বিহনে ॥ ১২৫৯
এই বড় দুঃখ মোর গুহিল যে মনে।
মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ না হ'ল দোহা সনে ॥ ১২৬০
আমি অঙ্গকের প্রাণ জননী-জীবন।
কে সলিল দিবে দোহে কে আর অশন ॥ ১২৬১
আর কেবা ফল জল দিবেক দোহাকে।
অনাহারে মরিবেন হায় পুত্রশোকে ॥ ১২৬২
মহারাজ দশরথ শুন নিবেদন।
আমা লয়ে যাও পিতামাতার সদন ॥ ১২৬৩
মৃত্যুকালে সিঙ্গুমুনি নারায়ণে ভাকে।
নারায়ণ বলিতে উঠিল রক্ত মুখে ॥ ১২৬৪
দেখি দশরথ হইলেন কম্পমান।
তাড়াতাড়ি খসালেন বুক হ'তে বাণ ॥ ১২৬৫

ভূপতি ভাবেন আসি মৃগ মারিবারে ।
 ঘটিল তপনিহত্যা আমার উপরে ॥ ১২৬৬
 মৃত মুনি তুলি রাজা লইল কাষেতে ।
 অঙ্গকের বনে গেল কাদিতে কাদিতে ॥ ১২৬৭
 হেথা তপোবনে বসি অঙ্গক অঙ্গকী ।
 বামনেত্র-ভুজস্পন্দে অমঙ্গল দেখি ॥ ১২৬৮
 গৃহিণী বলেন নাথ ! এ কি কুলক্ষণ !
 আজি কেন পুত্রের বিলম্ব এতক্ষণ ॥ ১২৬৯
 অঙ্গক বলেন শুন উত্তলা গৃহিণি ।
 আজ বুঝি কাছে না পাইলে ফল পানী ॥ ১২৭০
 আজ বুঝি গিয়াছে সে দুরহ কানন ।
 সেই হেতু বিলম্ব হইল এতক্ষণ ॥ ১২৭১
 এইলপ কথাবার্তা কহেন দু'জন ।
 মরা কোলে করি রাজা এলেন তখন ॥ ১২৭২
 শুষ্ঠ শ্রীফলের পাতা মড মড করে ।
 অঙ্গক বলেন এই পুত্র এল ঘরে ॥ ১২৭৩
 চক্ষু নাই মুনির সে দেখিতে না পায় ।
 এস পুত্র পুত্র বলি ডাকে উত্তরায় ॥ ১২৭৪
 কালি হ'তে উপবাসী করিব পারণ ।
 ফল জল দেহ বাপু ! রাখছ জীবন ॥ ১২৭৫
 দুই জন ডাক ছাড়ে রাজার তরাস ।
 আদিকাণ্ড রচিল পশ্চিত কৃত্তিবাস ॥ ১২৭৬

দশরথ রাজার প্রতি অঙ্গকের শাপ বিবরণ
 দেখি দুই অঙ্গে রাজা সন্দেহ অন্তরে ।
 যাইতে নারেন অঙ্গে পাতু যান ধীরে ॥ ১২৭৭
 কহিল অঙ্গক মুনি ফেলিয়া নিন্দাস ।
 কেবা মাতাপিতা সনে করে উপহাস ॥ ১২৭৮
 দেখিতে না পায় মুনি বসিলেন ধ্যানে ।
 সকল বৃত্তান্ত মুনি ক্ষণেক্ষণে জানে ॥ ১২৭৯
 চক্ষু ভাসে নীরে করে করাযাত শিরে ।

বলে রাজা মারিয়াছে পুত্রে এক তীরে ॥ ১২৮০
 মুনি বলে দশরথ ! কি আর বলিব ।
 পুত্র বিনে এইক্ষণে এ প্রাণ তাজিব ॥ ১২৮১
 আর কিবা দশরথ ! বলিব তোমাকে ।
 এইমত তব প্রাণ যাবে পুত্রশোকে ॥ ১২৮২
 পুত্রশোকে মরিব আমরা দুই প্রাণী ।
 পুত্রশোক কি যন্ত্রণা জানিবে আপনি ॥ ১২৮৩
 মুনি শাপ দিল যদি রাজার উপর ।
 দশরথ কহিলেন প্রকৃত্ত অন্তর ॥ ১২৮৪
 মুনিবাক কড় প্রভু না হইবে আন ।
 দেখিয়া পুত্রের মুখ যাই যাবে প্রাণ ॥ ১২৮৫
 হে মুনি ! তোমারে দেখি বিস্তুর সমান ।
 তব বাকা সত্তা হ'ক নাহি হবে আন ॥ ১২৮৬
 হে মুনি ! শুনিয়া শাপ হরব অন্তর ।
 শাপ নাহি দিলে তুমি দিলে পুত্রবর ॥ ১২৮৭
 অঙ্গ বলে দশরথ বক্ষিত সন্তানে ।
 পুত্রশোকে শাপ দিলু বর করি মনে ॥ ১২৮৮
 খ্যান করি জানিল অঙ্গক তপোধন ।
 ইহার ঘরেতে জন্মিবেন নারায়ণ ॥ ১২৮৯
 যাও রাজা ! তোমারে দিলাম আমি বর ।
 চারি পুত্র হবেন তোমার গদাধর ॥ ১২৯০
 মম শাপে পুত্রশোকে তোমার মরণ ।
 পুত্র হ'লে একাদশ বৎসর জীবন ॥ ১২৯১
 বার্থ নাহি হবে কড় মুনির বচন ।
 মুনির শাপেতে অঙ্গ আমার লোচন ॥ ১২৯২
 পূর্বকথা কহি রাজা শুন দিয়া মন ।
 যে শাপে হইল মম অঙ্গ এ লোচন ॥ ১২৯৩
 ত্রজট মুনির দুই চৰণ ভাগৱ ।
 মাগিতে আসিল ভিক্ষা মম পিতৃয়র ॥ ১২৯৪
 মুনিরে দেখিয়া পিতা উঠিল তখন ।
 পাদা অর্ঘা দেন তারে বসিতে আসন ॥ ১২৯৫

জিজ্ঞাসা করেন তারে কেন আগমন ।
 মুনি কহে আসিলাম ভিক্ষার কারণ ॥ ১২৯৬
 গতকলা হতে আমি আছি উপবাসী ।
 ভোজন করাও মোরে তুমি মহাবাসী ॥ ১২৯৭
 অতিথি বলিয়া পিতা করান ভোজন ।
 বিদায় লইয়া মুনি যান তপোবন ॥ ১২৯৮
 পিতা আসি কহিলেন মোরে এই কালে ।
 দশবৎ করহ মুনির পদতলে ॥ ১২৯৯
 গোদা পা দেখিয়া তার ঘৃণা হ'ল মনে ।
 এমন পাহের ধূলা লইব কেমনে ॥ ১৩০০
 আশীর্বাদ দিল মুনি এনমন্ত্র বলি ।
 লইলাম নয়ন মুদিয়া পদধূলি ॥ ১৩০১
 বার্থ না হইল সেই মুনির বচন ।
 ইহাতে হইল অঙ্গ আমার লোচন ॥ ১৩০২
 সেইমত করিলেক আমার গৃহিণী ।
 দেৱহারে করিয়া অঙ্গ ঘরে গেল মুনি ॥ ১৩০৩
 আমার শাপের রাজা পাইলে প্রমাণ ।
 শাপে বর হইল হইবে পুত্রবান ॥ ১৩০৪
 এই কার্য দশরথ ! করিবে পালন ।
 ঝমাশৃঙ্গে আনি কর যজ্ঞ আয়ুষন ॥ ১৩০৫
 শ্রীফল লভিন্ন আমি ভূমিতে কানন ।
 এই ফল করিলাম তোমাকে অর্পণ ॥ ১৩০৬
 এই ফলে জন্মিবেন দেব চক্রপাণি ।
 চক্রর ভিতরে এই ফল দিও তুমি ॥ ১৩০৭
 পুনশ্চ কহেন মুনি তারে ধীরে ধীরে ।
 মহারাজ ! সিদ্ধপুত্র আনি দেহ মোরে ॥ ১৩০৮
 মৃতপুত্র দশরথ দিলেন আনিয়া ।
 পুত্র কোলে করি মুনি কান্দে লোটাইয়া ॥ ১৩০৯
 নয়নবিহীন মুনি দেখিতে না পায় ।
 কোলেতে করিয়া হস্ত শরীরে বুলায় ॥ ১৩১০
 জন্মিলে হে পুত্র ! তুমি তপের সন্ধানে ।

তোমার মরণে মৃত্যু ঘটিল আমারে ॥ ১৩১১
 অঙ্গের নয়ন তুমি হয়েছিলে জানি ।
 ফল দিতে কৃধায় তৃষ্ণা দিতে পানী ॥ ১৩১২
 গুরুনিন্দা নাহি করি নহে সন্ধ্যা বাদ ।
 দৰ্থির সংযোগে রাত্রে নাহি থাই ভাত ॥ ১৩১৩
 পূর্বজয়ে কার কি করেছি বিঘটন ।
 গুরুনিন্দা করেছি হয়েছি ষাপাধন ॥ ১৩১৪
 এতেক বলিয়া মুনি নারায়ণে ভাকে ।
 নারায়ণ মন্ত্র জপি মরে পুত্রশোকে ॥ ১৩১৫
 পত্তিরতা নাহি জীবে পতির মরণে ।
 অঙ্গকী হাতিল প্রাণ অঙ্গকের সনে ॥ ১৩১৬
 তিন মৃত লয়ে রাজা গেল সরোবরে ।
 অঙ্গর চন্দনকাট আনিল আদরে ॥ ১৩১৭
 করিলেন চিতা রাজা উত্তর শিয়রে ।
 তিন জনে শোয়াইল চিতার উপরে ॥ ১৩১৮
 দুই জন দুই দিকে পুত্র মর্থাখানে ।
 পোড়াইল তিন জনে বেষ্টিত আঙ্গনে ॥ ১৩১৯
 চিতা প্রক্ষালিয়া সেই সরোবরতীরে ।
 কাদিয়া গেলেন রাজা অশোধ্যানগরে ॥ ১৩২০
 মুনিহত্যা করি রাজা অজের নন্দন ।
 অমনি কানিয়া গেল বশিষ্ঠ-ভবন ॥ ১৩২১
 গিয়াছেন বশিষ্ঠ তপস্যা করিবারে ।
 বামদেব পুত্র তার আছেন আগারে ॥ ১৩২২
 সকল বৃক্ষান্ত রাজা কহিলেন তারে ।
 মুনিহত্যা করিয়াছি বনের ভিতরে ॥ ১৩২৩
 প্রায়শিত্ব ইহার বলুন মহাশয় ।
 কিন্তুপে হইব মৃত্যু কিসে পাপক্ষয় ॥ ১৩২৪
 মুনি বলে অকালেতে নাহি যজ্ঞদান ।
 এই পাপে কেমনে পাইবে পরিত্রাণ ॥ ১৩২৫
 বিচার করয়ে মুনি আগম পুরাণ ।
 বাল্মীকি যে মন্ত্র জপি পাইলেন ত্রাণ ॥ ১৩২৬

তিনবার বলাইল সেই রামনাম ।
পাইলেন ডৃপতি সে পাপেতে বিনাশ ॥ ১৩২৭
রাজা মুক্ত হইয়া গেলেন নিজ ঘর ।
আইলেন সন্ধায় বশিষ্ঠ মুনিবর ॥ ১৩২৮
ফল-মূল ভক্ষণে মুনিগ সুহ মন ।
পিতা-পুত্রে কথাবার্তা কল দুই জন ॥ ১৩২৯
পিতারে কহেন বামদেব নীতিজ্ঞমে ।
দশরথ আসিলেন আজি এ আশ্রমে ॥ ১৩৩০
অঙ্কক মুনির পুত্র সিঙ্গু বলে ঘাঁরে ।
মারিলেন রাজা শব্দভেদী শরে তারে ॥ ১৩৩১
দিনভাবে কাইলেন রাজা এ বচন ।
মুনিহত্যা-পাপ মোর কর বিমোচন ॥ ১৩৩২
যোগ যাগ শান দান নাহি করিলাম ।
তিনবার রাজাকে বলানু রামনাম ॥ ১৩৩৩
জল ফেলাইয়া যেন দিল তপ্ত তেলে ।
কুপিয়া বশিষ্ঠ মুনি পুত্র প্রতি বলে ॥ ১৩৩৪
এক রামনামে কেটি ব্রহ্মহত্যা হরে ।
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে ॥ ১৩৩৫
মোর পুত্র হয়ে তোর অঙ্গন বিশাল ।
দুর হ রে বামদেব হবি রে চণ্ডাল ॥ ১৩৩৬
লোটাইয়া ধরিল সে পিতার চরণ ।
কেমনে হইব মুক্ত কহ বিবরণ ॥ ১৩৩৭
না থাকে মুনিগ মনে কোপ বহুকণ ।
বলিলেন তাহারে বশিষ্ঠ তপোধন ॥ ১৩৩৮
যেই রামনাম তুমি বলিলে রাজারে ।
তিনি জন্মিবেন দশরথের আগারে ॥ ১৩৩৯
গঙ্গাজ্ঞানে রঘুনাথ মাবেন যখন ।
আঙ্গলিও তুমি পথ রামেরে তখন ॥ ১৩৪০
তাহার চরণপদা করিও স্পর্শন ।
তখনি হইবে মুক্ত চণ্ডাল-জনম ॥ ১৩৪১
বলিলেন একপ বশিষ্ঠ মহামুনি ।

গুহক চণ্ডাল হয়ে রাহিলেন তিনি ॥ ১৩৪২
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিদ্যমান ।
আদিকাণ্ডে গাহিলেন অঙ্গকোপাখ্যান ॥ ১৩৪৩

সন্ধর অসুর-বধ

রাজা করে দশরথ যেন পুরন্দর ।
হইল অসুর দ্বর্গে নামেতে সন্ধর ॥ ১৩৪৪
হইল সন্ধর সর্বদেবতার অরি ।
জিনিল অমরাবতী বৈজয়ন্তী পুরী ॥ ১৩৪৫
তার ভয়ে দ্বর্গে দেব রাহিতে না পারে ।
মহেন্দ্র বলেন ত্রঙ্গা বাঁচি কি প্রকারে ॥ ১৩৪৬
ত্রঙ্গা বলিলেন রাজা আন দশরথে ।
অসুর সন্ধর মরিবেক তার হাতে ॥ ১৩৪৭
আপনি আইল ইন্দ্র অযোধ্যানগর ।
পান্ত অর্ধে দশরথ পূজে পুরন্দর ॥ ১৩৪৮
ইন্দ্র বলে মহারাজ ! পড়িয়া সকটে ।
আসিয়াছি মর্ত্তো আজ তোমার নিকটে ॥ ১৩৪৯
সর্বদেবতার অরি সন্ধর সে নাম ।
তাভাইয়া দেবগণে নিল দ্বর্গাম ॥ ১৩৫০
আমার সহায় হয়ে যদি কর রণ ।
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগণ ॥ ১৩৫১
সন্ধরে মারিতে রাজা সাজে দশরথে ।
নিশ্চিন্ত হইয়া ইন্দ্র গেলেন দ্বর্গেতে ॥ ১৩৫২
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাজা ।
রাহত মাহত সাজাইল হাতী ঘোড়া ॥ ১৩৫৩
মুক্তির মুষল কেহ বাহিল কামান ।
ধানুকী সাজিছে রথ লয়ে ধনুর্বাণ ॥ ১৩৫৪
সাজিছে কটক সব নাহি দিশপাশ ।
কটকের পদমূলি লাগিল আকাশ ॥ ১৩৫৫
গায়েতে পরিল শানা মাথায় টোপর ।
ধনুর্বাণ হাতে রাজা চলিল সন্ধর ॥ ১৩৫৬

দিব্য রথ যোগাইল রথের সারথি ।
 রথে চড়ি দশরথ চলে শীত্রগতি ॥ ১৩৫৭
 সন্ধরে জিনিতে রাজা করিল গমন ।
 দশরথে দেখিয়া কাপিল ত্রিভুবন ॥ ১৩৫৮
 চতুর্দোলে চড়ি রাজা চলে কৃতুহলে ।
 রথ রথী পদাতি তুরঙ হাতী চলে ॥ ১৩৫৯
 উত্তরিল গিয়া রাজা ইন্দ্রের নগরী ।
 দেখিয়া রাজার সাজ ক্ষেত্রে দেব-অরি ॥ ১৩৬০
 দশরথে বাণে বিহু করিল জর্জর ।
 ভজ দিলা সেনা রাজা রহে একেশ্বর ॥ ১৩৬১
 কোপে কাপি দশরথ পূরিল সন্ধান ।
 অস্ত্রাঘাতে দৈত্যসেনা তাজিল পরাণ ॥ ১৩৬২
 নানা অস্ত্র বরিষণ করে দশরথ ।
 ছাইল অমরাবতী পরনের পথ ॥ ১৩৬৩
 সন্ধরের সেনাগণ সন্ধরে প্রথর ।
 ভূপতির সেনা বিক্রে করিল জর্জর ॥ ১৩৬৪
 লক্ষ লক্ষ বাণ পূরে সন্ধরের সেনা ।
 পড়িলেক দুর্গপুরী ছাইয়া বাঞ্ছনা ॥ ১৩৬৫
 পড়িল গান্ধর্ব অস্ত্র ভূপতির মনে ।
 এমন অস্ত্রের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে ॥ ১৩৬৬
 এক বাণ প্রসবে গন্ধর্ব তিন কোটি ।
 আপনা আপনি রিপু করে কাটাকাটি ॥ ১৩৬৭
 আপনা আপনি করে বাণ বরিষণ ।
 এক বাণে পড়িল যতেক সেনাগণ ॥ ১৩৬৮
 সন্ধরের সেনা দেয় রক্তেতে সাতার ।
 আহি আহি করি সবে করে হাহাকার ॥ ১৩৬৯
 পড়িল সকল সেনা দৈত্য একেশ্বর ।
 দশরথ-বাণে সেনা পড়িল বিস্তার ॥ ১৩৭০
 দুই ঝন বাণবৃষ্টি করে ঝাকে ঝাকে ।
 উভয়ের বাণেতে অমরাবতী ঢাকে ॥ ১৩৭১
 ছাইল অমরাবতী বাণে অস্ত্রকার ।

দৈত্যের রথেতে রাজা না দেখে নিষ্ঠার ॥ ১৩৭২
 শব্দভেদী দশরথ শব্দ শুনি হানে ।
 দেখিতে না পায় দৈত্য থাকে কোনোবালে ॥ ১৩৭৩
 কালপ্রাপ্ত দানবের নিকটে মরণ ।
 দূরে থাকি দশরথ করিছে তর্জন ॥ ১৩৭৪
 সন্ধরের পেয়ে শব্দ রাজা পূরে বাণ ।
 ছুটিল রাজার বাণ অগ্নির সমান ॥ ১৩৭৫
 এড়িলেক বাণ রাজা তার শনে কথা ।
 কাটে রাজা দশরথ সন্ধরের মাথা ॥ ১৩৭৬
 নর হয়ে মারিলেন অসুর সন্ধর ।
 দেব সহ সুখে রাজা পালে পুরন্দর ॥ ১৩৭৭
 ইন্দ্র বলে দশরথ রক্ষিলে আমারে ।
 বর মাগ দিব যাহা প্রার্থনা অন্তরে ॥ ১৩৭৮
 দশরথ বলে ইন্দ্র ! দেহ এই বর ।
 যেন মুনিহত্যা নাহি থাকে অমোপর ॥ ১৩৭৯
 শুনিয়া রাজার কথা ইন্দ্রদেব হাসে ।
 সে পাপ তোমাতে নাই যাও তুমি দেশে ॥ ১৩৮০
 অন্ধক মুনির কথা অপূর্ব কাহিনী ।
 ব্রাহ্মণ তাহার পিতা শৃঙ্গাদী জননী ॥ ১৩৮১
 এতেক শুনিয়া দশরথ এল দেশে ।
 আদিকাণ্ড গাহিল পাণ্ডিত কৃতিবাসে ॥ ১৩৮২

সন্ধর সহ যুদ্ধে রাজা দশরথের অঙ্গক্ষত
 হওয়ায় কৈকেয়ীর সেবা-শুশ্রায়ায়
 আরোগ্যালাভ করাতে রাজার
 বর দিবার অঙ্গীকার

পাত্র-মিত্রে মহারাজ বিদ্যায প্রদানি ।
 অন্তঃপুরে দশরথ চলিল অমনি ॥ ১৩৮৩
 সবার অধিক ভালবাসে কৈকেয়ীরে ।
 সেই হেতু আগে যান কৈকেয়ীর ঘরে ॥ ১৩৮৪
 অস্ত্র-সঞ্জীবনী-বিদ্যা জানেন কৈকেয়ী ।

দেখিল রাজার তনু অস্ত্রক্ষতময়ী ॥ ১৩৮৫
 মন্ত্র পড়ি জল দিল ভূপতির গায় ।
 জালা বাথা গেল দূরে শরীর জুড়ায় ॥ ১৩৮৬
 মৃতদেহ যেন পুনঃ পাইল জীবন ।
 সুহ হয়ে দশরথ বলেন তখন ॥ ১৩৮৭
 হে কৈকেয়ী ! প্রাণ রক্ষা করিলে আমার ।
 তোমার সমান মোর কেহ নাহি আর ॥ ১৩৮৮
 বর মাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার ।
 তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার ॥ ১৩৮৯
 হাসিয়া কহিল রাণী রাজার সকাশে ।
 মহারাজে সেবি নাই বর অভিলাষে ॥ ১৩৯০
 মহারাজ আজি বরে নাহি প্রয়োজন ।
 প্রয়োজনে পূরাইও মাগিব তখন ॥ ১৩৯১
 আমার সতোতে বন্দী রহিলে গোসাঙ্গি ।
 প্রয়োজন অনুসারে বর যেন পাই ॥ ১৩৯২
 নৃপতি বলেন দিব যাহা চাবে দান ।
 আঙুক অপর দান দিব নিজ প্রাপ ॥ ১৩৯৩
 রাজা করে দশরথ আনন্দিত অন ।
 করেন পুত্রের তুলা প্রজার পালন ॥ ১৩৯৪
 যখন যা হবে তাহা দৈবে সব করে ।
 হইল রাজার ব্রণ নথের ভিতরে ॥ ১৩৯৫
 কৃতিবাস কহে কথা অমৃত সমান ।
 রাম নাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আন ॥ ১৩৯৬

কৈকেয়ী দশরথের ব্রণ আরোগ্য করিলে পুনর্বার বরপ্রাপ্তির বিবরণ

ব্রণের বাথায় রাজা কাতর হইল ।
 পাত্র-মিঞ্চ ডাকি সবে কহিতে লাগিল ॥ ১৩৯৭
 এ বাথায় বুঝি মম নিকট মরণ ।
 সূর্যবংশে রাজা হবে নাহি কোন্ জন ॥ ১৩৯৮
 ধন্দন্তি-তনয় সে পদ্মকর নাম ।

আসিয়া রাজার কাছে করিল প্রণাম ॥ ১৩৯৯
 কহিলেন শুন রাজা পাইবে নিষ্ঠার ।
 দুই মতে আছয়ে ইহার প্রতীকার ॥ ১৪০০
 শামুকের বোল থাও না করিও ঘৃণা ।
 নহে নথন্দারে চুম্ব দিক এক জনা ॥ ১৪০১
 রক্ষ-পৃষ্ঠ বারিতেহে নথের দুয়ারে ।
 তাহাতে চুম্বন দিতে কোন্ জন পারে ॥ ১৪০২
 কৈকেয়ী রাজার কাছে দিবানিশি থাকে ।
 রাজা যত দৃঢ় পান কৈকেয়ী তা দেখে ॥ ১৪০৩
 রাজার শুশ্রাবা রাণী করে রাত্রিদিনে ।
 কহিল কৈকেয়ী রাণী রাজা বিদ্যমানে ॥ ১৪০৪
 দ্বার্মী বিনা স্ত্রীলোকের নাহি অন্য গতি ।
 ত্রণে মুখ দিব নাথ ! পাবে অব্যাহতি ॥ ১৪০৫
 পাকিয়া আছিল সেই নথের বরণ ।
 মুখের অস্তু পেয়ে গলিল তখন ॥ ১৪০৬
 সুহ হইলেন রাজা বাথা গেল দূরে ।
 রক্ষ-পৃষ্ঠ কেলি দেহ বলে কৈকেয়ীরে ॥ ১৪০৭
 কর্পূর তাম্বুল প্রিয়ে ! করহ ভক্ষণ ।
 বর লহ যাহা চাও দিব এইক্ষণ ॥ ১৪০৮
 কৈকেয়ী বলেন শুনি রাজার বচন ।
 যখন মাগিব বর হবে প্রয়োজন ॥ ১৪০৯
 দুইবারে দুই বর মাগ মম ঠাই ।
 পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই ॥ ১৪১০
 শুনিয়া রাণীর কথা দশরথ হাসে ।
 আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃতিবাসে ॥ ১৪১১

(১) পুত্রের জন্য খুবাশুঙ্গকে আনিয়া যজ্ঞ-
করণের চিন্তা ও উক্ত মুনির
উৎপত্তি কাহিনী

রাজা করে দশরথ অনেক বৎসর ।
 একজ্ঞ মহারাজ যেন পুনর্জন ॥ ১৪১২

পাত্র মিত্র ভাই বন্ধু সবাকারে আনি ।
 বশিষ্ঠাদি আসিলেন যত মুনি জ্ঞানী ॥ ১৪১৩
 সভা করি বসে রাজা অমাত্য সহিতে ।
 অতি খেদ করি রাজা লাগিল কহিতে ॥ ১৪১৪
 ইহলোকে না হইল আমার সন্তুতি ।
 পরকালে কিন্তু পাইব অব্যাহতি ॥ ১৪১৫
 সন্তুতি থাকিলে করে শ্রাক্ষাদি তর্পণ ।
 আমার মরণে বৎশে নাহি এক জন ॥ ১৪১৬
 নবম হাজার বর্ষ বয়স হইল ।
 এত কালে আমার সন্তান না জন্মিল ॥ ১৪১৭
 অপৃত্রক আমি পাই মনে বড় দুর্ব ।
 প্রতাতে না দেখে সোক অপৃত্রের মূর্খ ॥ ১৪১৮
 তর্পণের কালে আমি পিতৃলোক আনি ।
 অঙ্গলি করিয়া দেই তর্পণের পানী ॥ ১৪১৯
 শীতল সজল উষ্ণ নাকের নিষ্পাসে ।
 জল দিতে কেহ না রহিল মোর বৎশে ॥ ১৪২০
 বর দিলেন মোরে অঙ্গক মহামুনি ।
 ঘজ কর তুমি আবাশ্চন্দ্ৰ মুনি আনি ॥ ১৪২১
 আবাশ্চন্দ্ৰ মুনিবৰ কোন দেশে বৈসে ।
 কার্যসিদ্ধি হয় যদি সেই মুনি আসে ॥ ১৪২২
 কহিতে লাগিল যে বশিষ্ঠ মহামুনি ।
 শুন ঋষাশ্চন্দ্ৰের মে উৎপত্তি-কাহিনী ॥ ১৪২৩
 বিভাগুক মুনি ভয়ে সর্বলোক কাপে ।
 ত্রিভুবন ভয় হয় যদি মুনি শাপে ॥ ১৪২৪
 তাহার তপস্যা দেখি ইজ্জ ভাৰে মনে ।
 পাঠাইয়া দিল ইজ্জ দেবতা পৰনে ॥ ১৪২৫
 মুনির নিকটে বায়ু লুকাইয়া থাকে ।
 বৃক্ষফল খায় মুনি পৰন তা দেখে ॥ ১৪২৬
 কলেতে অমৃত মাখি রাখিল পৰন ।
 ফলমোগে সুধা মুনি করিল ভক্ষণ ॥ ১৪২৭
 কলের সহিত সুধা খেয়ে মহামুনি ।

বলবান অতিশয় হইল তথনি ॥ ১৪২৮
 শুক দেহ পেয়ে সুধা অহাবলবান ।
 তপস্যা করেন বনে চারিদিকে চান ॥ ১৪২৯
 তপস্যা করেন মুনি নৰ্মদার জলে ।
 উৰসী চলিয়া যায় গগনমণ্ডলে ॥ ১৪৩০
 অঙ্গের বসন তার বাতাসেতে উড়ে ।
 দৈবযোগে তার দৃষ্টি সেথা গিয়ে পড়ে ॥ ১৪৩১
 তাহাকে দেখিয়া মুনি কাবে অচেতন ।
 মুনির হইল রেতঃস্থলন তথন ॥ ১৪৩২
 আন্তে-বান্তে মুনি তাহা ধরে বাম হাতে ।
 জলে না ফেলিয়া রেতঃফেলিল কৃলেতে ॥ ১৪৩৩
 পুনর্বার মহামুনি করি আচমন ।
 তপস্যা করেন বিভাগুক তপোথন ॥ ১৪৩৪
 বিধির লিখন কভু না হয় বণন ।
 তৃত্বার হরিণী জল খায় সেইক্ষণ ॥ ১৪৩৫
 জল খেয়ে হরিণী কৃলেতে ঘাস চাটে ।
 ঘাসের সহিত রেতঃ প্রবেশিল পেটে ॥ ১৪৩৬
 দৈবযোগে হরিণী আছিল ঋতুমতী ।
 মুনিবীর্য খাইয়া হইল গর্ভবতী ॥ ১৪৩৭
 দিনে দিনে গর্ভ তার উদরে বাঢ়িল ।
 ছয়মাসে পঞ্চবৎ প্রসব হইল ॥ ১৪৩৮
 মনুষ্য-আকার হ'ল হরিণী-বদন ।
 হরিণী দেখিয়া পুত্র ভাবিল তথন ॥ ১৪৩৯
 মনুষোর উরে আমি আমি বনে বন ।
 আমার গর্ভেতে হ'ল শক্রের জনম ॥ ১৪৪০
 পুত্র ফেলি দিয়া দে হরিণী বনে গেল ।
 অঙ্গুলী চূঁধিয়া শিশু ক্রন্দল যুড়িল ॥ ১৪৪১
 তপস্যা করিয়া বিভাগুকের গমন ।
 কাননে পড়িয়া শিশু করিছে রোদন ॥ ১৪৪২
 বালক দেখিয়া মুনি ভাৰে মনে মনে ।
 মনুষ্য-আকার দেখি হরিণী-বদনে ॥ ১৪৪৩

ধানে জালিলেন বিভাগক তপোধন ।
হরিণীর গর্ভে হল আমার নদন ॥ ১৪৪৪
পুত্র কোলে করিয়া গেলেন নিজ ঘরে ।
পৃষ্ঠপমধু দিয়া মুনি পোষেন তাহারে ॥ ১৪৪৫
নবীন কৃশের মূলে করায় শয়ন ।
দিনে দিনে বাড়ে বিভাগকের নদন ॥ ১৪৪৬
কিছু দিন পরে শৃঙ্খ উঠিল কপালে ।
ঝমাশৃঙ্খ বলি নাম রাখিল সকলে ॥ ১৪৪৭
যার বর শাপ দেন কভু নহে আন ।
তাঁর আশীর্বাদে রাজা হবে পুত্রবান ॥ ১৪৪৮
কৃতিবাসকৃত কাবা অমৃত সমান ।
রাম-কথা বিনা যার মুখে নাহি আন ॥ ১৪৪৯

লোমপাদ রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণার্থ ঝমাশৃঙ্খকে আনয়ন

বশিষ্ঠের বচন হইলে অবসান ।
সুমন্ত বলেন রাজা কর অবধান ॥ ১৪৫০
লোমপাদ নৃপতি অঙ্গদের দৈশ্বর ।
ঝমাশৃঙ্খে আনিয়েছিলেন নিজঘর ॥ ১৪৫১
দশরথ বলে পাত্র কহ নিবরণ ।
লোমপাদ আনাইল কিসের কারণ ॥ ১৪৫২
সুমন্ত বলেন দশরথ নৃপতি ।
সেই দেশে অনাবৃষ্টি দ্বাদশ বৎসর ॥ ১৪৫৩
লোমপাদ ত্রাক্ষণ-পশ্চিমে জিজ্ঞসিল ।
মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি কি হেতু হইল ॥ ১৪৫৪
তব রাজ্যে কুমারী হইল ঝুকুমতি ।
এই পাপে বৃষ্টি নাহি হয় নৃপতি ॥ ১৪৫৫
বিভাগক-পুত্র যদি ঝমাশৃঙ্খ আসে ।
পাপ দূর হয় আর দেবতা বরণে ॥ ১৪৫৬
নগরেতে লোমপাদ দিলেন ঘোষণা ।
ঝমাশৃঙ্খ মুনিকে আনিবে কোনু জনা ॥ ১৪৫৭

তাহারে আনিয়া মোর ঘেৰা দিতে পারে ।
অর্ধরাজ্য আমি দিব অবশ্য তাহারে ॥ ১৪৫৮
তখন কহিল তথা বৃত্তি এক জন ।
আমি আনি দিব সেই মুনির নদন ॥ ১৪৫৯
স্ত্রী-পুরুষভেদে সেই মুনি নাহি জানে ।
ভুলাইয়া আনিব সে মুনির নদনে ॥ ১৪৬০
নৌকা এক সাজাইয়া দেহত' আমারে ।
ফলবান বৃক্ষ রোপ তাহার উপরে ॥ ১৪৬১
চৌদ বৎসরের সেই মুনির সন্ততি ।
কৌতুকেতে ভুলাইবে যতেক যুবতী ॥ ১৪৬২
বৃক্ষত শুনিয়া রাজা লোমপাদ হাসে ।
ভাল যুক্তি বলিয়া সে বৃত্তীরে সন্তানে ॥ ১৪৬৩
সুবর্ণের নৌকা রাজা করিয়া গঠিত ।
বিচিত্র পতাকা তাহে করিয়া সজ্জিত ॥ ১৪৬৪
নৌকার উপরে করে হর্ষে দুই ঘর ।
পরমা সুন্দরী কল্যা অতি মনোহর ॥ ১৪৬৫
উপরেতে শোভা করে সুবর্ণের তারা ।
চারি ভিত্তে শোভে গজমুক্তার বারা ॥ ১৪৬৬
সদেশ নিলেন নানা বাইতে বসাল ।
নারিকেল ফল আর কাঁটাল ও তাল ॥ ১৪৬৭
গজাজলে শীতল শর্করা মিশ্র করি ।
কর্পূরবাসিত দিল পাত্র পূরি পূরি ॥ ১৪৬৮
বাছিয়া বাছিয়া দিল পরমা সুন্দরী ।
চিনা ভার অঙ্গরী কি অঙ্গরী কিঙ্গরী ॥ ১৪৬৯
কান্দিতে লাগিল সবে মুখে নাহি হাসি ।
মুনি-কোপানলে আজি হয় ভস্মরাশি ॥ ১৪৭০
বৃত্তি বলে কেন তয় করিছ যুবতি ।
তোমরা সকলে চল আমার সংহতি ॥ ১৪৭১
যখন আমার ছিল নবীন ঘোষন ।
কত শত ভুলাইয়েছি মহামুনিগণ ॥ ১৪৭২
নর্মদা বহিয়া যায় পরম হরিষে ।

উপজ্ঞিত হয় খণ্ডন যেই দেশে ॥ ১৪৭৩
 যেখানে উপস্থা করে বিভাগক মুনি ।
 সেই বনে তরণীরা বাখিল তরণী ॥ ১৪৭৪
 বিভাগকে দেখিয়া সকলে ভয়ে কাপে ।
 ভম্যরাশি করে পাছে শাপ দিয়া কোপে ॥ ১৪৭৫
 তপোবনে আছে যথা খণ্ডন মুনি ।
 আসিয়া মিলিল তথা সকল রমণী ॥ ১৪৭৬
 তরী হতে উত্তরিল সকল নবীনা ।
 কেহ বংশী পুরয়ে বাড়ায় কেহ বীণা ॥ ১৪৭৭
 বৃটীকে বেড়িয়া গান করে নানীগণ ।
 মুনির নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥ ১৪৭৮
 কামিনীর ঘূর্খে গীত কোকিলের ধনি ।
 শুনি মুনি বেদবনি ছাড়িল অমনি ॥ ১৪৭৯
 শ্রী-পুরুষ-ভেদ সেই মুনি নাহি জানে ।
 স্বর্গের অমরগণ মুনি মনে মানে ॥ ১৪৮০
 বাকুল হইয়া মুনি দ্বার হ'তে উলে ।
 প্রণিপাত করিল বৃটীর পদতলে ॥ ১৪৮১
 মুনিপুত্র পায়ে পড়ে ধরি করে কোলে ।
 বার বার চুব দিল বদনকমলে ॥ ১৪৮২
 এস এস সবে মুনি তা সনাকে বলে ।
 আনন্দে গদগদ সে আসন দিতে চলে ॥ ১৪৮৩
 একখানি কৃশাসন ছিল মাত্র ধরে ।
 ব'স বলি আনিয়া দিলেন সে বৃটীরে ॥ ১৪৮৪
 ফলমূল জল ধরে ছিল যে সদ্বল ।
 বৃটীর ভঙ্গণ হেতু দিলেন সকল ॥ ১৪৮৫
 শ্রীবিনৃ বলিয়া বৃটী স্পর্শে দৃই কান ।
 বিষ্ণুপূজা বিনা নাহি করি জলপান ॥ ১৪৮৬
 ইতর যেমন করে আমি কি তেমন ।
 বিষ্ণুর প্রসাদ বিনা না করি ভঙ্গণ ॥ ১৪৮৭
 মুনি বলে হোক মোর সফল জীবন ।
 এইখানে কর আজি বিষ্ণু আরাধন ॥ ১৪৮৮

দিব্য কৃশাসন পাতি দিলেন বৃটীরে ।
 পূজা করিবার বসে তাহার উপরে ॥ ১৪৮৯
 চক্র উলটিয়া বৃটী নাকে দিল হাত ।
 মুনি বলে বিষ্ণু আজি করিল সাক্ষাৎ ॥ ১৪৯০
 কতকগে নাসিকার হাত ঘুচাইল ।
 এ প্রসাদ লহ বলি মুনিরে ভাকিল ॥ ১৪৯১
 মুনি বলে আজি মোর সফল জীবন ।
 বিষ্ণুর প্রসাদ দেহ করিব ভঙ্গণ ॥ ১৪৯২
 ফল ব'লে হাতে দিল গঙ্গাজলে নাড়ু ।
 জল বলি খাওয়াইল মধু গাঢ় গাঢ় ॥ ১৪৯৩
 মুনি বলে এই ফল কোথা গেলে পাই ।
 সঙ্গে করে লয়ে গেলে তব সঙ্গে পাই ॥ ১৪৯৪
 খাওয়াইল কামেন্দুর খাইতে সুস্বাদ ।
 কামেন্দুর খাইয়া বে হইল উদ্যাদ ॥ ১৪৯৫
 কন্যাগণ বলয়ে খাইলে বে সন্দেশ ।
 ইহার অধিক আছে চল সেই দেশ ॥ ১৪৯৬
 মুনি বলে ইহার অধিক যদি পাই ।
 তোমরা চলহ দেশে আমি সঙ্গে যাই ॥ ১৪৯৭
 মদনে ভুলিল যদি মুনির নন্দন ।
 অসের বসন খসাইল কন্যাগণ ॥ ১৪৯৮
 আসিয়া মুনির পুত্রে কেহ করে কোলে ।
 কেহ কেহ চুব দেন বদনকমলে ॥ ১৪৯৯
 মুনি লয়ে করে যবে হাসা-পরিহাস ।
 দেখিয়া মুনির পুত্র হইল উজ্জাস ॥ ১৫০০
 কোন নারী ভুলাইল কন-পরশনে ।
 কেহ বা ভুলায় তাকে ভক্ষ্যদ্রব্য দানে ॥ ১৫০১
 কেহ বা হরিল মন চাহিয়া নরানে ।
 কেহ বা করিল মন্ত্র গাঢ় আলিঙ্গনে ॥ ১৫০২
 বৃড়ি ভাবে আজি যদি লয়ে যাই হরে ।
 পাছে বিভাগক মুনি কোপে ভস্ম করে ॥ ১৫০৩
 আজি পিতা-পুত্রেতে থাকুক এক ছান ।

কহিবে এ কথা পুত্র পিতা বিদ্যমান ॥ ১৫০৪
 পুত্র প্রতি যদি ম্লেহ করে তপোধন ।
 তবে কালি তপস্যায় না যাবে কখন ॥ ১৫০৫
 পুত্র এতি যায় যদি তপস্যার তরে ।
 তবে কালি লয়ে যাব মুনির কুমারে ॥ ১৫০৬
 এই যুক্তি সে বৃটী ভাবিয়া মনে ঘনে ।
 কহিতে লাগিল সেই মুনির নন্দনে ॥ ১৫০৭
 তপোবনে বৈস হে তোমারে ভালবাসি ।
 অন্য এক শিশোর আশ্রম দেখে আসি ॥ ১৫০৮
 বলিতে লাগিল তবে ঋষাশৃঙ্গ ঝৰি ।
 তোমার সেবক হয়ে তব সঙ্গে আসি ॥ ১৫০৯
 আমারে এড়িয়া যদি যাবে কোন দেশে ।
 ব্রহ্মহত্তা হবে তবে মনিব হতাশে ॥ ১৫১০
 বৃটী বলে এইস্কণে ঘরে থাক তুমি ।
 সন্ধ্যাকালে তোমারে লইয়া যাব আমি ॥ ১৫১১
 এতেক বলিয়া তারে রেখে নিজ ঘরে ।
 সকল কামিনী চড়ে শৌকার উপরে ॥ ১৫১২
 দিবাকর অস্তগত হইল যখন ।
 মুনি বলে না আইল কেন ঋষিগণ ॥ ১৫১৩
 শিরোমণি হারাইল অঞ্চলের নিধি ।
 বুবিলাম আমারে বঞ্চিত কৈল বিধি ॥ ১৫১৪
 কান্দিতে কান্দিতে মুনি ব'সে বৃক্ষতলে ।
 বিভাণ্ডক তপ করি এল হেনকালে ॥ ১৫১৫
 পুত্রের দেখিয়া মুনি বিচলিত-মন ।
 জিজ্ঞাসিল কেন বাপ ! করিছ ক্রন্দন ॥ ১৫১৬
 ঋষাশৃঙ্গ বলে আগে থাও ফল জল ।
 আজিকার বিবরণ কহিব সকল ॥ ১৫১৭
 ফল জল থাইয়া হইল সূচ মন ।
 পিতা-পুত্রে কথাবার্তা কল দুই জন ॥ ১৫১৮
 তুমি যেই গেলে পিতা তপস্যার তরে ।
 স্বর্গ হতে ঋষিগণ এল মম ঘরে ॥ ১৫১৯

সেইমত ফল নাহি থাই এ জীবনে ।
 এত ক্রপ দেখি নাহি এ তিন ভূবনে ॥ ১৫২০
 কত বা হন্দেতে জটা খরেছে মাথায় ।
 কত কুসুমের মালা দিয়েছে তাহায় ॥ ১৫২১
 কি জাতি মৃত্তিকা-ফোটা কপালে শোভিত ।
 গগনমণ্ডলে যেন ভাস্তর উদিত ॥ ১৫২২
 কি জাতি বৃক্ষের ফল সবার গলায় ।
 শ্রেত পীত নীল কত শোভিছে তাহায় ॥ ১৫২৩
 তেমন না দেখি পিতা গাছের বাকল ।
 শ্রেত রঞ্জ পীত নীল বরণ উজ্জল ॥ ১৫২৪
 কি জাতি বৃক্ষের লতা সবাকার হাতে ।
 কতেক মাণিক গাঁথা আছে ত' তাহাতে ॥ ১৫২৫
 পরম ত্রাস্তাণ কারো লোম নাহি মুখে ।
 তুলার সমাগ দুটা মাংসপিণি বুকে ॥ ১৫২৬
 তাতে যদি হস্তি করাই পরশন ।
 স্বর্গবাস হাতে পাই হেল লয় মন ॥ ১৫২৭
 মনে ভাবে মহামুনি পুত্রের বচনে ।
 শ্রী-পুরুষ ঋষাশৃঙ্গ কভু নাহি জানে ॥ ১৫২৮
 বিভাণ্ডক বলে বাপ ! তারা নারীগণ ।
 কামচারী রাক্ষসী বেড়ায় বনে বন ॥ ১৫২৯
 মম পুণ্য প্রাণ আজি রেখেছে তোমার ।
 পুনঃ পেলে থ'রে থাবে না পাবে নিষ্ঠার ॥ ১৫৩০
 ঋষাশৃঙ্গ বলে পিতা ! না বল এমন ।
 এমন দয়ালু নাই তাহারা বেমন ॥ ১৫৩১
 সারা রাত্রি ছিল মুনি পুত্র ল'য়ে ঘরে ।
 বুবাইতে তথাপি না পারিল পুত্রের ॥ ১৫৩২
 প্রভাতে হইল নিশি রবির ক্রিপ ।
 পুত্রের বিষয়ে মুনি ভাবে মনে মন ॥ ১৫৩৩
 যদি আমি ঘরে থাকি পুত্র করি সাধ ।
 ধর্ম নষ্ট হবে মম হবে অপরাধ ॥ ১৫৩৪
 কার পুত্র কার পঞ্জী সব অকারণ ।

সংসার অসার সব সতা নারামণ ॥ ১৫৩৫
 পুত্রেরে প্রবেশ করিলেন মহামুনি ।
 কারো সঙ্গে কথা বাপু না কহিও তুমি ॥ ১৫৩৬
 তত্ত্ববাটী হাতে নিল তুলিল তুলসী ।
 তপস্যা করিতে গেল বিভাষক ঝষি ॥ ১৫৩৭
 বৃড়ী বলে বৃড়া মুনি ছাড়িল আগার ।
 সবে চল আনি গিয়া মুনির কুমার ॥ ১৫৩৮
 তাল করতাল বীণা কেহ পূরে বাঁশী ।
 আইল মুনির কাছে সকল রূপসী ॥ ১৫৩৯
 দরিদ্র পাইল যেন হারান সে ধন ।
 বাস্তু মুনি কহে ধরি বৃড়ীর চরণ ॥ ১৫৪০
 আমারে এড়িয়া কালি গেলে পলাইয়া ।
 সারারাত্রি কান্দিয়াছি তোমার লাদিয়া ॥ ১৫৪১
 সেই জল ফজল দেহ করিতে উক্ষণ ।
 সঙ্গে করি লয়ে যাও করিব গমন ॥ ১৫৪২
 মর্ম বুৰু সবে বৃত্তিবাসের সুবাণী ।
 নারীর কথায় ভুলে ঝঘাশৃঙ্গ মুনি ॥ ১৫৪৩

ঝঘাশৃঙ্গের লোমপাদ-রাজো গমন ও অনাবৃষ্টি-নিবারণ

কোলে করি বসাইল নৌকার উপর ।
 বাহ বাহ বলি বৃড়ী ডাকিছে সম্ভর ॥ ১৫৪৪
 তরণী বাহিয়া যায় মুনি নাহি জানে ।
 ঝঘাশৃঙ্গে বলে বৈস বাঞ্চ আছে বলে ॥ ১৫৪৫
 লোমপাদ-রাজো মুনি দিল দরশন ।
 অনাবৃষ্টি ছিল বৃষ্টি হইল তখন ॥ ১৫৪৬
 লোমপাদ জানিল মুনির আগমন ।
 পাদ অর্ধা দিয়া পূজে মুনির নন্দন ॥ ১৫৪৭
 কন্যাহীন লোমপাদ শাঙ্কা অভিধান ।
 দশরথ-কল্যাকে মুনিরে দিল দান ॥ ১৫৪৮
 সম্বন্ধে যে মুনি রাজা তোমার জামাই ।

তাহাকে চাহিয়া আন লোমপাদ ঠাই ॥ ১৫৪৯
 দশরথ বলিলেন কহ হে নামক ।
 পুজশোকে কেমনে বাচিল বিভাষক ॥ ১৫৫০
 যেই দেশে হয় ঝঘাশৃঙ্গ-উপাখান ।
 অনাবৃষ্টি ঘুচে হয় সে দেশে কল্যাণ ॥ ১৫৫১
 কৃতিবাস পঞ্চিতের কাবা অভিরাম ।
 সানন্দে বসিয়া সবে শুন রাম-নাম ॥ ১৫৫২

ঝঘাশৃঙ্গের অদর্শনে বিভাষক-মুনির খেদ
 সুমন্ত বলেন শুন রাজা দশরথ ।
 লোমপাদ-নিকটে বৃড়ীর বাক্য যত ॥ ১৫৫৩
 বৃড়ী বলে লোমপাদ ! শুনহ বচন ।
 ভুলাইয়া আনিয়াছি মুনির নন্দন ॥ ১৫৫৪
 যদি শাপ দেন কোপে বিভাষক ঝৰি ।
 রাজা সহ আপনি হইবে ভস্মরাশি ॥ ১৫৫৫
 তার ঠাই যদি তুমি পাবে পরিত্রাণ ।
 পথেতে করিয়া রাখ বিহিত বিধান ॥ ১৫৫৬
 ছানে ছানে মহিষ গো রাখহ সম্ভর ।
 গীত-বাদা নৃতোৎসব হটক বিস্তর ॥ ১৫৫৭
 যত ক্রোধ জন্মে থাকে হবে পাসরণ ।
 গীত-বাদা দেখিয়া তখনই তপোধন ॥ ১৫৫৮
 বৃড়ীর বচন রাজা না করিল আন ।
 পথে পথে করে গ্রাম বড় বড় ছান ॥ ১৫৫৯
 শ্রীঝঘাশৃঙ্গের গ্রাম বলি তার নাম ।
 সর্বশাসাযুতা পূরী দিবা দিবা গ্রাম ॥ ১৫৬০
 ঝঘাশৃঙ্গ রাহিলেন লোমপাদ-ঘরে ।
 বিভাষক তপ করি গেলেন কুটীরে ॥ ১৫৬১
 আর দিন দূর হ'তে শোনে বেদব্যবনি ।
 সে দিন না শুনে শব্দ বাস্তু হ'ল মুনি ॥ ১৫৬২
 আকুল হইয়া মুনি দাঙ্গাইল তথা ।
 কান্দিয়া বলেন বাহা ঝঘাশৃঙ্গ কোথা ॥ ১৫৬৩

তপস্যাতে শ্রান্ত হয়ে আসিলাম ঘরে।
হেথা আসি কহ কথা দুঃখ যাক দূরে ॥ ১৫৬৪
বলিতে বলিতে গেল কুটীরের ঘরে।
পুত্র পুত্র বলি ডাকে পুত্র নাই ঘরে ॥ ১৫৬৫
কমগুলু আছাড়িয়া পড়ে ভূমিতলে।
অজ্ঞান ইইয়া মুনি পড়ে বৃক্ষমূলে ॥ ১৫৬৬
ক্ষণেক পরেতে জ্ঞান পাইলেক মুনি।
কোথা খাস্যশৃঙ্গ বলি ডাকরো অমনি ॥ ১৫৬৭
অপত্তের নেহ সম নাহিক সংসারে।
যাহারে দেখেন মুনি জিজ্ঞাসেন তারে ॥ ১৫৬৮
মুনি বলে আছ বনে যত তরফতা।
দেখেছ তোমরা মম পুত্র গেল কোথা ॥ ১৫৬৯
মৃগ-পশু-পক্ষীরে লাগিল শুধাইতে।
তোমরা দেখেছ খাস্যশৃঙ্গেরে যাইতে ॥ ১৫৭০
কান্দিয়া কান্দিয়া যান বিভাণক মুনি।
কতদূর গিয়া পান গ্রাম একখানি ॥ ১৫৭১
সকল লোকেরে মুনি শোকেতে শুধান।
কাহার এ গ্রামখানি কহ বিদ্যামান ॥ ১৫৭২
যোড়হাত ক'রে প্রজাগণ কহে বাণী।
খাস্যশৃঙ্গ মুনিবর ইথে রাজা তিনি ॥ ১৫৭৩
লোমপাদ তারে কন্যা দিয়াছে কৌতুকে।
গ্রাম পশু অশু গজ দিয়াছে বৌতুকে ॥ ১৫৭৪
এই কথা কহিলেক যত প্রজাগণ।
ক্রেত্যমন গেল মুনি হ'ল হষ্ট মন ॥ ১৫৭৫
সংসার করিতে পুত্র করিয়াছে সাধ।
পুত্রের কৃশল শুনি খণ্ডিল বিষাদ ॥ ১৫৭৬
ভাবে অপুত্রক রাজা অজ্ঞের নদন।
খাস্যশৃঙ্গ করিবেন যজ্ঞ আনন্দণ ॥ ১৫৭৭
শিমন্ত্রণ হইবেক মম সে যজ্ঞেতে।
সেইকালে হবে দেখা পুত্রের সহিতে ॥ ১৫৭৮

এতেক ভাবিয়া মুনি গেল নিজবাস।
আদিকাণ্ড রচিল পঞ্চিত কৃত্তিবাস ॥ ১৫৭৯

দশরথ রাজার যজ্ঞ ও ভগবানের চারি অংশে জন্মগ্রহণ

দশরথ রাজারে সুমন্ত ইহা বলে।
মুনিকে আনিতে রাজা দশরথ চলে ॥ ১৫৮০
দশরথ লোমপাদ নৃপতির ঘরে।
চতুরঙ্গ সঙ্গে ঘান হরিয অন্তরে ॥ ১৫৮১
রাজার পাইয়া বার্তা লোমপাদ রাজা।
রাজ-উপচারে যজ্ঞে করে তারে পূজা ॥ ১৫৮২
মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া করান ভোজন।
জিজ্ঞাসেন কোন্ কার্যে তব আগমন ॥ ১৫৮৩
দশরথ বলিলেন শুন মোর বাণী।
অযোধ্যায় লয়ে যাব খাস্যশৃঙ্গ মুনি ॥ ১৫৮৪
অন্ধাকের উক্তি আছে যে অতীতকালে।
পুত্রবান হল আমি খাস্যশৃঙ্গ গেলে ॥ ১৫৮৫
এমন কহিলে দশরথ নৃপবর।
লোমপাদ লয়ে গেল মুনির গোচর ॥ ১৫৮৬
প্রণাম করিল দশরথ যোড়হাতে।
লোমপাদ পরিচয় লাগিল কহিতে ॥ ১৫৮৭
দশরথ এই রাজা শুনেছ আখ্যান।
ভূমি কৃপা কর গদি হল পুত্রবান ॥ ১৫৮৮
শান্তা কন্যা বিবাহ যে দিয়াছি তোমারে।
সেই কন্যা জয়েছিল ইহার আগারে ॥ ১৫৮৯
ইহার জামাতা ভূমি তোমার শুশুর।
অপুত্রক তাপিত এ তাপ কর দূর ॥ ১৫৯০
ধ্যানেতে জানিয়া মুনি মনেতে প্রশংসে।
এই ঘরে জন্মিবেন বিশ্ব চারি অংশে ॥ ১৫৯১

अङ्गक मूनि॒र कथा कृतु॑ नहे आन ।
 एतेक जानिया मूनि॒ करिल प्रस्तु॑न ॥ १५९२
 तनया जामाता संसे चापे निज रथे ।
 अयोध्या आसिल राजा लोमपाद साथे ॥ १५९३
 देखे मूनि॒ खम्बशृङ्खल हृष्ट शत मूनि॑ ।
 आरति॒ करिया तार सबे करे पूजा ॥ १५९४
 बशिष्ठादि॒ आसिल यतेक मूनिगण ।
 खम्बशृङ्खल कर यज्ञे आरम्भण ॥ १५९५
 अशुभेद यज्ञे कर विश्व आराधन ।
 यत मूनिगणे तुमि॒ कर निमन्त्रण ॥ १५९६
 दक्षरथ निमन्त्रण करे देशे देशे ।
 निमन्त्रण पाइया यतेक मूनि॒ आसे ॥ १५९७
 अगस्त्य आगस्त्या आर पुलस्त्य पुलोम ।
 आइलेन बैश्मपायन दुर्गासा गोतम ॥ १५९८
 जैमिनि॒ गोतम पितीलक पराशर ।
 पुलक कोतीना मूनि॒ एल निशाकर ॥ १५९९
 मार्कण्डेय मरीचि॒ भरत भरवाज ।
 अष्टावश्च मूनि॒ भृतु॑ कुर्म दक्षराज ॥ १६००
 गर्गमूनि॒ दधीचि॒ आईल शरभद्र ।
 पूजे राजा मूनिगणे बाडे मने रुद्र ॥ १६०१
 पातालेते आसिल कपिल राज-ऋषि॑ ।
 सगरसन्ताने ये करिल भूमराशि ॥ १६०२
 वेदवान चक्रवाप आईल सारणि॑ ।
 जल-भित्रेन आर मूनि॒ मृत्याकर्णी ॥ १६०३
 सनातन सनक ये सनन्दकुमार ।
 सौरभि॒ आसिल मूनि॒ विश्व-अवतार ॥ १६०४
 आसिल बालीकि॒ यमुनार कृले धाम ।
 कश्यपेर पुत्र एल विभाषुक नाम ॥ १६०५
 कतेक आसिल मूनि॒ नाम नाहि जानि॑ ।
 राजार यज्ञेते एल बह शत मूनि॑ ॥ १६०६
 बह शत मूनि॒ करे बेद उच्चारण ।

सनाकार बदले निःसरे छताशन ॥ १६०७
 पृथिवीते केह आहे एक पदे भर ।
 केह अनाहारे आहे सहस्र वंसर ॥ १६०८
 एखन आसिल तथा बह शत मूनि॑ ।
 संसे कत शिवा तार संख्या नाहि जानि॑ ॥ १६०९
 मूनिगण वासार्थ दिले वासार्थर ।
 पृथिवीर राजा एल अयोध्यानगर ॥ १६१०
 मिथिलार आसिल जनक राज-ऋषि॑ ।
 मल्ल महाराज एल राजा यांर काशी ॥ १६११
 अजदेश-अधिपति॒ लोमपाद नाम ।
 राजा बजदेशेर आसिल घनश्याम ॥ १६१२
 मरीचिपुरेर राजा भोग पुरन्दर ।
 चम्पापुर हृष्टे आसिल चम्पश्वर ॥ १६१३
 आसिल तैलज राजा तेजेते असीमे॑ ।
 आसिलेक शत शत ये छिल पश्चिमे॑ ॥ १६१४
 मागध मगध एल गाढार कण्ठाट ।
 एक शत राजा एल थाडि गुजराट ॥ १६१५
 उदयास्त गिरिते यतेक राजा बैसे ।
 दक्षरथ-निमन्त्रणे सब राजा आहसे ॥ १६१६
 बोदिनीत्तुवने बैसे यत राजागण ।
 नाना रसे आसिलेन संसी अगण ॥ १६१७
 प्रतोक कहिते नाम नितास्त अशक्य ।
 राजा यत आसिल गणले एक लक्ष ॥ १६१८
 यत राजा गेल दक्षरथेर गोचरे ।
 राजचक्रवर्ती॒ दक्षरथ सर्वोपरे ॥ १६१९
 आसिया करिल दक्षरथ सह देवा ।
 दिलेन वार्षिक कर समृच्छि॒ लेवा ॥ १६२०
 यत धन एनेहिल राखिल भाऊरे ।
 प्रतोके प्रतोक वासा दिल सवाक्षरे ॥ १६२१
 यज्ञे करिहेन राजा सरयुर तीरे ।
 मूनिगण गेलेन राजार यज्ञ-घरे ॥ १६२२

একাদশ যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর ।
 দ্বাদশ যোজন তার আড়ে পরিসর ॥ ১৬২৩
 চারিক্রেশ বাহিনী যজ্ঞের মেখলা ।
 পতেক যোজন উভে সেই যজ্ঞশালা ॥ ১৬২৪
 মুনিগণ বৈসে গিয়া ঘরের ভিতরে ।
 শুভক্ষণে শুভলগ্নে যজ্ঞারত্ন করে ॥ ১৬২৫
 স্বষ্টিকাদি অগ্রেতে করয়ে মুনিগণ ।
 সম্ভব করিল তবে অজ্ঞের নন্দন ॥ ১৬২৬
 দাঙ্ডাইল দশরথ যোড় করি হাত ।
 কহিতে লাগিল সর মুনির সাক্ষাৎ ॥ ১৬২৭
 ছোট বড় নাহি জানি তুল্য সর্বজন ।
 আজ্ঞা কর কারে আগে করিব বরণ ॥ ১৬২৮
 খৰাশূঙ্গ বলিলেন শুন হে রাজন ।
 আগেতে করহ শুরু বশিষ্ঠে বরণ ॥ ১৬২৯
 ব্রহ্মার তনয় আর কুলপুরোহিত ।
 উহার বরণ আগে শান্ত্রের বিহিত ॥ ১৬৩০
 বশিষ্ঠেরে বরিয়া ঘৃতাও অভিমান ।
 বড় ছোট কেহ নহে সকলি সমান ॥ ১৬৩১
 ভাল ভাল বলিয়া সকল মুনি বলে ।
 বন্ধু অলঙ্কার রাজা দিলেন সকলে ॥ ১৬৩২
 সকলে করিল এককালে বেদধৰনি ।
 মুনি-মুখে নিঃসরিল পাবক তখনি ॥ ১৬৩৩
 সেই অগ্নি পবিত্র করিল মুনিগণ ।
 অগ্নির কুণ্ডে লয়ে করিল হ্রাপন ॥ ১৬৩৪
 আতপ তণ্ডুল তিল যব রাশি রাশি ।
 একে একে দিল ঘৃত সহস্র কলসী ॥ ১৬৩৫
 এক বর্ষ যজ্ঞ করে রাজা দশরথে ।
 দেবতার ভয় হোথা হইল স্বর্গেতে ॥ ১৬৩৬
 বিশ্ববার পুত্র হয় রাজা দশানন ।
 ইন জ্ঞানে সকাতে খাটায় দেবগণ ॥ ১৬৩৭
 মহেন্দ্র বলেন ব্রহ্মা কোনু বুঝি করি ।

এই কালে জন্ম কি হে লবেন শ্রীহরি ॥ ১৬৩৮
 পুত্রের লাগিয়ে দশরথ যজ্ঞ করে ।
 তাঁর পুত্র হ'লে তবে দশানন মরে ॥ ১৬৩৯
 এই বৃক্ষি করিয়া যতেক দেবগণ ।
 শ্বীরোদ-সমুদ্রে গেল যথা নারায়ণ ॥ ১৬৪০
 চারি মুখে ব্রহ্মা গিয়া করেন স্তবন ।
 কত নিন্দা যান প্রভু দেব নারায়ণ ॥ ১৬৪১
 পদতলে লক্ষ্মীদেবী করিছেন স্তুতি ।
 অনন্তশ্যাম শুয়ে আছেন শ্রীপতি ॥ ১৬৪২
 সকল দেবতা গিয়া দাঙ্ডাইল কূলে ।
 দেখিল যেমন মেঘ ভাসিছে সলিলে ॥ ১৬৪৩
 শুইয়া আছেন হরি অনন্ত-উপরে ।
 বাসুকি সহস্র ফণা-তনুপরি থরে ॥ ১৬৪৪
 সেবকগণের প্রতি প্রভু দেহ মন ।
 তোমার নিন্দায় নিন্দা চেতনে চেতন ॥ ১৬৪৫
 বিপত্তি করহ দূর শ্রীমধুসুদন ।
 চারিমুখে ব্রহ্মা যদি করিল স্তবন ॥ ১৬৪৬
 শ্বীরোদে উঠিয়া বসিলেন নারায়ণ ।
 চারিদিকে দেখিলেন যত দেবগণ ॥ ১৬৪৭
 বসিয়া শ্রীহরি করিলেন এক শব্দ ।
 সে শব্দে হইল শ্লোক চারিপদ মুক্ত ॥ ১৬৪৮
 হরি করিলেন চারিদিকে নিরীক্ষণ ।
 ম্রান দেখিলেন সব দেবের বদন ॥ ১৬৪৯
 মলিন দেখিয়া জিজ্ঞাসেন নারায়ণ ।
 তোমা সবাকার শক্ত হ'ন কোনু জন ॥ ১৬৫০
 বিদ্বাতা বলেন শুন দেব পুরন্দর ।
 তুমি গিয়া কহ কথা প্রভুর গোচর ॥ ১৬৫১
 আমি বর দিয়াছি দুর্দান্ত রাবণেরে ।
 তুমি গিয়া কহ দুঃখ প্রভুর গোচরে ॥ ১৬৫২
 দেবগুরু বৃহস্পতি যোড় করি হাত ।
 প্রভুর আগেতে করিলেন প্রণিপাত ॥ ১৬৫৩

হে ঠাকুর ভগবান ! অবধান কর।
 দেবতার মন তব নহে আগোচর ॥ ১৬৫৪
 আগম নিগম তুমি ভাস্ত পূরাণ।
 অনাথের নাথ তুমি কর পরিজ্ঞান ॥ ১৬৫৫
 বিশ্বা মুনির পুত্র রাজা দশানন।
 পাইল ব্রহ্মার বর করি আরাধন ॥ ১৬৫৬
 তার তেজে স্বর্গে দেব রাহিতে না পারে।
 দেবের দেবস্ব হয়ে সতী বলাঙ্কারে ॥ ১৬৫৭
 ঘৃচাইল যমের যতেক অধিকার।
 সূর্যের উদয় নাই সদা অঙ্গকার ॥ ১৬৫৮
 চন্দের প্রভাইন নাহি তার জ্যোতি।
 বহুকাল প্রভু স্বর্গে অঙ্গকার রাতি ॥ ১৬৫৯
 করণের ঘৃচিল অগাধ যত জল।
 নির্বাণ হইল অগ্নি নাহিক প্রবল ॥ ১৬৬০
 কুবেরের হরে ধন পাইল তরাস।
 প্রহগণ-অধিকার হইল বিমাশ ॥ ১৬৬১
 নিশ্চল হইল বায়ু পেয়ে যথাভয়।
 সমুদ্রের বেগ অতি মন্দ মন্দ বয় ॥ ১৬৬২
 ছাড়ে বীণা নারদ বীণায় ছাড়ে শীত।
 অমন্দল স্বর্গে যত হ'ল বিপরীত ॥ ১৬৬৩
 বসন্তাদি অধিকার ছাড়ে ছয় খতু।
 নিতা ভয় পাই সবে রাবণের হেতু ॥ ১৬৬৪
 ব্রহ্মার বরেতে সেই হইল দুর্জন।
 তারে বর দিয়া ব্রহ্মা নিজে পান ভয় ॥ ১৬৬৫
 তার বর পেয়ে লজ্জে তাঁহারি বচন।
 স্বর্গ হ'তে তাড়াইয়া দিল দেবগণ ॥ ১৬৬৬
 কাড়িয়া লইল সে দেবের কল্যা যত।
 দেবের শরীরে অপমান সহে কত ॥ ১১৬৭
 ত্রিভুবনে রাহিতে কোথাও নাহি ছান।
 যথা যাই তথা দৃষ্টি করে অপমান ॥ ১৬৬৮
 নিবেদন মহাশয় ! তোমার চরণে।

রাবণে বধিয়া রক্ষ দেবদেবীগণে ॥ ১৬৬৯
 শুনিয়া প্রভুর ক্রেত্ব অন্তরে বাড়িল।
 ঘৃত পেয়ে অগ্নি যেন প্রজ্ঞলিত হ'ল ॥ ১৬৭০
 বিনতানন্দনে হরি করেন স্মরণ।
 চক্র হাতে করি পক্ষে করি আরোহণ ॥ ১৬৭১
 কছিলেন দেবগণে ভয় নাহি আর।
 রাবণেরে এখনি বে করিব সংহার ॥ ১৬৭২
 গুরুত্বে চড়িয়া ঢলিলেন জগম্বাথ।
 তথন কহেন ব্রহ্মা প্রভুর সাক্ষাৎ ॥ ১৬৭৩
 আমি বর দিয়াছি যে পূর্বে রাবণেরে।
 এখন করিলে রণ রাবণ না মরে ॥ ১৬৭৪
 মরের উদরে যদি অও হে জনন।
 নর-বানরের হাতে তাহার অরণ ॥ ১৬৭৫
 প্রভুর সাক্ষাতে ব্রহ্মা কহেন এ কথা।
 জন্মের নামেতে প্রভু হেট করে মাথা ॥ ১৬৭৬
 বরের সময় ব্রহ্মা ইন আওয়ান।
 বিপদে পড়িলে বলে রক্ষ ভগবান ॥ ১৬৭৭
 কতবার দৃঃখ পাব কতবার আর।
 পৃথিবীতে যাৰ স্বর্গ করি পরিহার ॥ ১৬৭৮
 পুনশ্চ হরিবে ব্রহ্মা কহেন বচন।
 দৃষ্টি রাবণের ক্রিয়া করহ শ্রবণ ॥ ১৬৭৯
 হাতে অন্ত সৰ্বদেব লক্ষ্মার দুয়ারী।
 ইন্দ্র মালা পাথি দেন চক্র ছজ্জধারী ॥ ১৬৮০
 আপনি ত' অগ্নিদেব করেন রম্বন।
 মন্দ মন্দ বাতাস করেন সমীরণ ॥ ১৬৮১
 বৰুণ বহিয়া জল দেন নিতি নিতি।
 করেন মার্জনা গৃহ নিজে বসুমতী ॥ ১৬৮২
 শুনিলে যমের কথা হইবেক হাস।
 কাটিয়া আনেন তার ঘোটকের ঘাস ॥ ১৬৮৩
 শনিদৃষ্টে ত্রিভুবন ভস্ম হয়ে উড়ে।
 কাপড় ধুইয়ো দেন শনি লক্ষ্মাপুরে ॥ ১৬৮৪

জগতের কর্তা আমি ব্রহ্মা মহামুনি ।
 পড়াই বালকগণে লঞ্চাতে আপনি ॥ ১৬৮৫
 রাবণের আগে দেব গারক নারদ ।
 রাবণ ভূবন জিনি করেছে সম্পদ ॥ ১৬৮৬
 জন্ম লভে হরি যদি হইলে কাতর ।
 আপনার সৃষ্টি সব লহ চক্রধর ॥ ১৬৮৭
 অন্য ব্রহ্মা অন্য ইন্দ্র করহ সৃজন ।
 আপনার সৃষ্টি সব লহ নারায়ণ ॥ ১৬৮৮
 এতেক বলিল ব্রহ্মা কর্তৃণ-বচন ।
 ডঙ্কনৎসল প্রভু দিল তাহে মন ॥ ১৬৮৯
 হে ব্রহ্ম ! ইহার উপায় বল মোরে ।
 কোন বংশে জন্ম আমি লব কার ঘরে ॥ ১৬৯০
 কাহার উদরে আমি লইব জনন ।
 আমারে বা অপত্তা বলিবে কোন জন ॥ ১৬৯১
 ব্রহ্মা বলে জন্ম লও দশরথ-ঘরে ।
 দশরথ-ললনা সে কৌশল্যা উদরে ॥ ১৬৯২
 বিধাতার বচনে বলেন চক্রপাণি ।
 দশরথ কৌশল্যা উভয়ে আমি জানি ॥ ১৬৯৩
 পূর্বেতে আমার সেবা করেছে বিষ্ণুর ।
 জন্মিব তাদের ঘরে দিয়াছি এ বর ॥ ১৬৯৪
 নারীর গভীতে আমি লইব জনন ।
 বানরীর গভী জন্ম লহ দেবগণ ॥ ১৬৯৫
 আমি নর হই হও তোমরা বানর ।
 রাবণে মারিতে সবে হইও দোসর ॥ ১৬৯৬
 ব্রহ্মাবাক্যে শীকার করেন নারায়ণ ।
 পদতলে পতি লক্ষ্মী ঘূড়িল ক্রন্দন ॥ ১৬৯৭
 তব অবতার হবে পৃথিবীমণ্ডলে ।
 তোমা দরশন আমি পাব কত কালে ॥ ১৬৯৮
 আমারে ছাড়িয়া কোথা ঘাইবে শ্রীহরি ।
 বিজেদ-যন্ত্রণা আমি সহিতে না পারি ॥ ১৬৯৯
 লক্ষ্মীর রোদনেতে কান্দেন কন্দুগ্রীব ।

ত্রক্ষারে জিজাসে কোথা লক্ষ্মীরে রাখিব ॥ ১৭০০
 শুনিয়া সে বাকা ব্রহ্মা নিবেদন করে ।
 উনি নাহি গেলে কি রাবণ রাজা মরে ॥ ১৭০১
 অযোনিসংগ্রহা হয়ে জন্মিবেন চায়ে ।
 জনকের ঘরে জন্ম মিথিলাৰ দেশে ॥ ১৭০২
 এতেক বলিলেন যদি ব্রহ্মা তপোধন ।
 আদিকাও গন কৃষ্ণবাস বিচক্ষণ ॥ ১৭০৩

জনক খণ্ডির ভূমি-কর্ণণ ও লক্ষ্মীর জন্মবৃত্তান্ত

শ্রীহরির জন্মকথা থাকুক এখন ।
 আগেতে কহিল মাতা লক্ষ্মীর জনন ॥ ১৭০৪
 যেখানেতে বেদবতী ছাড়িল জীবন ।
 সেখানে হইল দিবা মিথিলা ভূবন ॥ ১৭০৫
 তার রাজা হইল জনক নামে খণ্ডি ।
 পুত্রের কারণে রাজা যজ্ঞভূমি চাবি ॥ ১৭০৬
 দ্বহন্তে লাঙলে রাজা ক্ষেত্রভূমি চাবে ।
 উর্বশী চলিয়া যাব উপর আকাশে ॥ ১৭০৭
 তাহাকে দেখিয়া কামে জনক মোহিত ।
 হঠাৎ খণ্ডির বীর্য হইল শুলিত ॥ ১৭০৮
 দৈবযোগে পৃথিবী আছিল খতুমতী ।
 খণ্ডি-বীর্য পড়িয়া হইল গর্ভবতী ॥ ১৭০৯
 ডিন্দুরাপে ভূমিমধ্যে ছিল বহুকালে ।
 ভাসিয়া উঠিল ডিন্দু লাঙল-সীরালে ॥ ১৭১০
 ডিন্দু ভাসি জনক করিল খান খান ।
 কন্যারজ্ঞ দেখে তাহে লক্ষ্মীর সমান ॥ ১৭১১
 উমা উমা করি কান্দে যেন সৌদামিনী ।
 আচম্বিতে আকাশে হইল দৈববাণী ॥ ১৭১২
 ক্ষেত্রভূমি হ'তে এই কন্যার জনন ।
 তব কন্যা বটে এই করহ পালন ॥ ১৭১৩

শুনিয়া জনক বড় হরিষ অস্তরে।
 কল্যা কোলে করি তবে আইলেন ঘরে ॥ ১৭১৪
 দেখি কল্যা রাজরাণী জিজ্ঞাসে তখন।
 দুঃখ দিয়া কাহারে আনিলে কশ্যাধন ॥ ১৭১৫
 জনক বলেন ক্ষেত্রে কল্যার জনন।
 মম কল্যা বটে তুমি করহ পালন ॥ ১৭১৬
 অপ্ত্য নাহিক স্নেহ বাঢ়িল অস্তরে।
 দিনে দিনে বাড়ে লক্ষ্মী জনকের ঘরে ॥ ১৭১৭
 ঘন কেশপাশ তার যোমন চামর।
 পাকা বিন্দফল তুলা তার ওষ্ঠাধর ॥ ১৭১৮
 মুষ্টিতে ধরিতে পারি তাহার কাঁকালি।
 হিসুলে মণিত পাদপদ্মের অঙ্গুলী ॥ ১৭১৯
 পরমা সুন্দরী কল্যা যেন হেমলতা।
 সীতাতে হইল জন্ম তাই নাম সীতা ॥ ১৭২০
 লক্ষ্মীর রূপের কিবা কহিব তুলন।
 যার রূপে ভুলিলেন প্রভু নারায়ণ ॥ ১৭২১
 যেই জন শুনে এই লক্ষ্মীর জনন।
 ধন পৃষ্ঠ লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ণ ॥ ১৭২২
 কৃতিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
 গাহিল এ আদিকাণ্ডে লক্ষ্মীর জনন ॥ ১৭২৩

দশরথের যজ্ঞ সম্পূর্ণ, তিনি রাণীর
 যজ্ঞের চরণ ভক্ষণ এবং তিনির গভৰ্ত্তা
 নারায়ণের চারি অংশে জন্মবৃত্তান্ত
 মিথিলায় হ'ল যদি লক্ষ্মীর উৎপত্তি।
 অযোধ্যায় জন্ম ল'তে যান লক্ষ্মীপতি ॥ ১৭২৪
 দশরথ যজ্ঞ করে একই বৎসর।
 যজ্ঞস্থলে আসি দেখা দিলেন শ্রীধর ॥ ১৭২৫
 শৰ্ষ চক্র গদা পদা চতুর্ভুজকলা।
 কীরীট কুণ্ডল কর্ণে হাদে বনমালা ॥ ১৭২৬
 এইরূপে আসি দেখা দিল নারায়ণ।

কেবল দেখিল ঋষাশৃঙ্গ তপোধন ॥ ১৭২৭
 মুনি বলে দশরথ ! তুমি পুণ্যবান।
 তব ঘরে জন্মিতে আসিল ভগবান ॥ ১৭২৮
 হেনকালে দৈববাণী হ'ল চমৎকার।
 নিশ্চু জন্মে রাবণেরে করিতে সংহার ॥ ১৭২৯
 ঋষাশৃঙ্গ মুনি দিল যজ্ঞেতে আহতি।
 যজ্ঞ হ'তে উঠে চক্র বিকুর আকৃতি ॥ ১৭৩০
 বিকুমন্ত্রে ঋষাশৃঙ্গ তাতে দিল কাঠি।
 তাতে ফেলে দিল অঙ্গকের ফল গুটি ॥ ১৭৩১
 সেই ফলে নারায়ণ করেন প্রবেশ।
 চরণতে মিশ্রিত হন প্রভু কমলেশ ॥ ১৭৩২
 ভুলিলেক চরণ মুনি সুবর্ণের থালে।
 দশরথ-হাতে দিয়া কহে শুভকালে ॥ ১৭৩৩
 প্রথমা নারীকে ল'য়ে করাও ভক্ষণ।
 এই চরণ হতে হবে তোমার নন্দন ॥ ১৭৩৪
 মুনি চরণ হাতে দিল রাজা বন্দে মাথে।
 অন্তঃপুরে গেল রাজা সুপরিত্ব পথে ॥ ১৭৩৫
 কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা মুখ্যা দুই রাণী।
 একভাগ ছিল চরণ কৈল দুইবানি ॥ ১৭৩৬
 অন্তভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে।
 শেষ ভাগখানি দিল কৈকেয়ী দেবীরে ॥ ১৭৩৭
 চরণ দিয়া যজ্ঞশালে দশরথ গেল।
 হেনকালে সুমিত্রা সে কাদিতে লাগিল ॥ ১৭৩৮
 উর্ধ্বশ্রাসে আসি কহে নিশ্বাস ছাড়িয়া।
 রাজা-কাছে অপরাধী কিসের লাগিয়া ॥ ১৭৩৯
 শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হয়ে দয়াবতী।
 বলিতে লাগিল রাণী সুমিত্রার প্রতি ॥ ১৭৪০
 মনে মানিয়াছি মেন তিনটি ভগিনী।
 আপন হইতে অংশ দিল অর্ধবানি ॥ ১৭৪১
 ইহাতে তোমার যদি জন্মায়ে নন্দন।
 আমার পুত্রের সনে গ্রহিবে সে জন ॥ ১৭৪২

সুমিত্রা বলেন দিদি এই দেহ বর।
 মম পুত্র হবে তব পুত্র-সহচর ॥ ১৭৪৩
 অগ্রভাগ কৌশল্যা রাখিয়া নিজ ঘরে।
 শেষ ভাগ দিল তবে সুমিত্রা দেবীরে ॥ ১৭৪৪
 তাহা দেখে বসিয়া কৈকেয়ী ক্রূরমতি।
 কথটে ডাকিয়া কহে সুমিত্রার প্রতি ॥ ১৭৪৫
 তোমারে চরণ অর্ক-অংশ দিব আমি।
 সুমিত্রা ভগিনী এই সতা কর তুমি ॥ ১৭৪৬
 আমার চরণ অংশে হবে যে নন্দন।
 আমার পুত্রের ভূতা হবে সেই জন ॥ ১৭৪৭
 সুমিত্রা বলেন দিদি করিলাম পণ।
 তোমার পুত্রের দাস আমার নন্দন ॥ ১৭৪৮
 এই বলি শেষ ভাগ দিলেন তাহারে।
 তিন জন খাইলেন চরণ একবারে ॥ ১৭৪৯
 এক অংশে নারায়ণ চারি অংশ হয়ে।
 তিন গড়ে জন্মিলেন শুভক্ষণ পেরে ॥ ১৭৫০
 হেথো যজ্ঞ সাঙ্গ করি রাজা দশরথ।
 ত্রাস্তণেরে ধনদান করে বিধিমত ॥ ১৭৫১
 ত্রাস্তণে তৃষিল করি নানা ধনদান।
 সবে আশীর্বাদ করে হও পুত্রবান ॥ ১৭৫২
 বিদায় হইয়া মুনি নিজ দেশে যায়।
 আদিকাণ্ড গাহিল পুজ্জেষ্টি যজ্ঞ সায় ॥ ১৭৫৩

শ্রীরামের জন্ম-বিবরণ

হেথো তিন ব্রাহ্মী চরণ করিল ভক্ষণ।
 কোটি সূর্য জিনি সেই তিনের বরণ ॥ ১৭৫৪
 হইয়াছিলেন বৃক্ষা শিরে পাকা কেশ।
 চরণ ভক্ষণে যেন যৌবন-উন্মেশ ॥ ১৭৫৫
 বিধাতা সকল মায়া করেন ঘটন।
 এই কালে খতুমতী হ'ল তিন জন ॥ ১৭৫৬
 দশরথ জানিলেন এ সব সন্দর্ভ ।

খতুর লক্ষণে জানা গেল সেই গর্ভ ॥ ১৭৫৭
 এইমত তিন গর্ভ বাঢ়ে দিনে দিনে।
 দুই মাস গর্ভ জানা গেল সুলক্ষণে ॥ ১৭৫৮
 চারি মাস গর্ভেতে প্রতীত হল মন।
 পঞ্চমাস গর্ভেতে শুণিল ত্রিভুবন ॥ ১৭৫৯
 প্রথম গর্ভেতে লজ্জাযুক্ত অহমিশি।
 বদন হইল হেন প্রভাতের শশী ॥ ১৭৬০
 কুচগ্র হইল কাল উদর ভাগর।
 মৃত্তিকায় শয়নেতে সদা সমাদৃত ॥ ১৭৬১
 ঘন ঘন হাই উঠে আলস নয়ন।
 পাঞ্চবৰ্ষ হ'ল অঙ্গ বাসে আভরণ ॥ ১৭৬২
 কৃষবৰ্ণ প্রকাশ হইল স্তনবোঁটে।
 শরীরে না গ্রহে বন্দু নিতা বল টুটে ॥ ১৭৬৩
 এইবাতে হইল সে গর্ভের বর্ণন।
 নব মাস গর্ভবতী হ'ল তিন জন ॥ ১৭৬৪
 দেখি দশরথ রাজা আনন্দিত মন।
 পঞ্চামৃত দিয়া কৈল গর্ভের শোধন ॥ ১৭৬৫
 যে ছিল প্রাঞ্জনে পুণ্য তাহার কারণ।
 কৌশল্যারে দেখা দেন প্রভু নারায়ণ ॥ ১৭৬৬
 স্বপ্নে শঙ্ক-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্জনানী।
 চতুর্ভুজরূপে দেখা দিলেন শ্রীহরি ॥ ১৭৬৭
 পুত্রজ্ঞাবে হরিকে করিল রাণী কোলে।
 কহিলেন কৌশল্যারে ডাকিয়া মা ব'লে ॥ ১৭৬৮
 পূর্বেতে আমার সেবা করেছ আদরে।
 সেই পুণ্যে জন্মিলাম তোমার উদরে ॥ ১৭৬৯
 আপনি তোমার গর্ভে লয়েছি জনন।
 পুত্র বলি স্তন দিয়া করহ পালন ॥ ১৭৭০
 এত বলি অদর্শন হ'ন নারায়ণ।
 কৌশল্যা বলেন কিম্বা দেখিলু স্থপন ॥ ১৭৭১
 কহিল সকল কথা দশরথ প্রতি।
 মা বলিয়া আমাকে যে ভাকেন শ্রীপতি ॥ ১৭৭১

ଶୁଣି ଦଶରଥ ରାଜା ହରଧିତ ମନ ।
 ଭାବେ ବୁଝି ସତା ହବେ ଅନ୍ଧକ-ବଚନ ॥ ୧୭୭୩
 ଦିନ ଦିଜଗଣେରେ ଦିଲେନ କତ ସ୍ଵର୍ଗ ।
 ଏଇକପେ ଦଶ ମାସ ହଇଲ ସମ୍ପର୍କ ॥ ୧୭୭୪
 ପ୍ରସବ-ସମୟ ଯତ ନିକଟ ହଇଲ ।
 ଦଶରଥ ଭୂପତିଳ ଆନନ୍ଦ ବାଡ଼ିଲ ॥ ୧୭୭୫
 ଏଥବେ ତଥନ ରାଣୀ ପ୍ରସବ ହଇବେ ।
 ପ୍ରଜା ସବ ଗାନ କରେ ସଦା ଏହି ରବେ ॥ ୧୭୭୬
 ଗେହେ ଦିନ ଭୂମିଷ୍ଠ ହବେନ ନାରାୟଣ ।
 ଆକାଶ ଜୁଡ଼ିଆ ବସିଲେନ ଦେବଗଣ ॥ ୧୭୭୭
 ଶୁଭତ୍ରାହ ସକଳ ଉଦିତ ହାବେ ହାବେ ।
 ଦଶଦିକ ମଙ୍ଗଳ ସକଳ ତାରାଗଣେ ॥ ୧୭୭୮
 ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମା ଶ୍ରୀର ଗର୍ଭେର ବେଦନ ।
 ଅନ୍ତଃପୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲ ନାରୀଗଣ ॥ ୧୭୭୯
 ମଧୁଚୈତ୍ରମାସ ଶୁକ୍ଳା ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ।
 ଶୁଭକ୍ଷଣେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହଲେନ ଜଗନ୍ନାଥ-ଦ୍ୱାରୀ ॥ ୧୭୮୦
 ଗର୍ଭବାୟଥା ନାହି ତାର ନାହିକ ଶୋଣିତ ।
 ଶୁଭକ୍ଷଣେ ଶ୍ରୀହରି ହଇଲ ଉପନୀତ ॥ ୧୭୮୧
 ଅନ୍ଧକାରେ ଘୁଚେ ଯେବେ ଜ୍ଵାଲିଲେକ ବାତି ।
 କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଯା ତାହାର ଦେହ-ଦୂର୍ତ୍ତି ॥ ୧୭୮୨
 ଶ୍ୟାମଳ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ଟାଚନ କୁନ୍ତଳ ।
 ମୁଖାଂଶୁ ଜିନିଯା ମୁଖ କରେ ବଳମଳ ॥ ୧୭୮୩
 ଆଜାନୁଲହିତ ଦୀର୍ଘ ଭୂଜ ମୁଲିତ ।
 ନୀଳୋଂପଳ ଜିନି ଚକ୍ର ଆକର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିତ ॥ ୧୭୮୪
 କେ ବର୍ଣ୍ଣିତେ ଶଙ୍କ ତାର ରଙ୍ଗ ଓଷାଧର ।
 ନବନୀତ ଜିନିଯା କୋମଳ କଲେବର ॥ ୧୭୮୫
 ସଂସାରେର ରକ୍ଷ ଯତ ଏକତ୍ର ମିଳନ ।
 କିମେ ବା ତୁଳନା ଦିବ ନାହିକ ତେମନ ॥ ୧୭୮୬
 ଜୟ ଜୟ ହଲାହଲି ଦିଲ ନାରୀଗଣ ।
 ସାବଧାନେ କରିଲେକ ନାଡିକା ହେବନ ॥ ୧୭୮୭
 କୌଶଲ୍ୟାର ଦାସୀ ସେଇ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ଲରେ ।

ଶୁଣ ସମାଚାର ଦିଲ ରାଜଧାମେ ଗିଯେ ॥ ୧୭୮୮
 ଶୁଣି ଦଶରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଲକ ଶରୀରେ ।
 ଅଷ୍ଟ ଆଭରଣ ତିଲି ଦିଲେନ ଦାସୀରେ ॥ ୧୭୮୯
 ପରମ ଆଶନେ ରାଜା ପାସରେ ଆପନା ।
 କତ ଧନ ଦିଲ ଥିଜେ କେ କରେ ଗଣନା ॥ ୧୭୯୦
 ଗଣକ ଆନିଯା କରିଲେନ ଶୁଭକାଳ ।
 ପୁତ୍ରମୂଖ ଦେଖିବାରେ ଘାନ ମହିପାଲ ॥ ୧୭୯୧
 ଇତ୍ତେ ଯେବେ ଚଲିଲେନ ଶଚୀର ମନିରେ ।
 ଚନ୍ଦ୍ର ଯେବେ ଆସିଯାଛେ ରୋହିଣୀର ଘରେ ॥ ୧୭୯୨
 କୌଶଲ୍ୟା ବସିଯା ଆହେ ନାରାୟଣ କୋଲେ ।
 ପୁତ୍ର ଦେଖିବାରେ ରାଜା ଗେଲ ହେବ କାଳେ ॥ ୧୭୯୩
 ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଶରଥ ପୂର୍ଜ ନିଲ ବୁକେ ।
 ଘନ ଘନ ଚୁପ୍ତ ତାର ଦିଲ ଚାଦମୁଖେ ॥ ୧୭୯୪
 ଦରିଦ୍ର ପାଇଲ ଯେବେ ନିଧିର କଳସ ।
 ତତୋଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ରାଜାର ମାନସ ॥ ୧୭୯୫
 ଅନ୍ଧ ଜନ ଯେବନ ନଯନ-ଲାଭେ ହରା ।
 ତତୋଧିକ ଦଶରଥ ପାଇଯା ତନୟ ॥ ୧୭୯୬
 ଏତ ଦିନେ ଦଶରଥ-ମନେତେ ଉତ୍ତାମ ।
 ରାମଜନ୍ମ ବାଚିଲ ପଞ୍ଚିତ କୃତିବାସ ॥ ୧୭୯୭

ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଶତରୂପେର ଜୟ ଏବଂ ଦେବଗଣେର ଆନନ୍ଦ

ଏକ ଅଂଶେ ଜୟ ଲହିଲେନ ନାରାୟଣ ।
 ଶୁଣିଯା ଦୁର୍ଥିତ ବଡ କୈକେଯୀର ମନ ॥ ୧୭୯୮
 ଆଜି ହତେ କୌଶଲ୍ୟା ମେ ବାଡ଼ିଲ ସୋହାଗେ ।
 ମୋରେ ପୁତ୍ର କେଳ ବିଧି ନାହି ଦିଲ ଆଗେ ॥ ୧୭୯୯
 ଜେଣେ ପୁତ୍ର ରାଜା ହୟ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ବଲେ ।
 ମମ ପୁତ୍ର ବିଧି ଆଗେ କେଳ ନାହି ଦିଲେ ॥ ୧୮୦୦
 ବଲିତେ ବଲିତେ ହଲ ଗର୍ଭେର ବେଦନ ।
 କୈକେଯୀ ବଲେନ କୁଞ୍ଜି ଗା କରେ କେମନ ॥ ୧୮୦୧

ছিলেন মায়ের গর্ভে করি পদ্মাসন।
 শুভক্ষণে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ। ১৮০২
 কৌশল্যা নারীর পুত্র যেকেপ লাবণ।
 সেই নাক সেই মুখ কিছু নাই ভিজ। ১৮০৩
 কুঝী গিয়া জানাইল দ্রুত ভূপতিরে।
 হইল তোমার পুত্র কৈকেয়ী-উদরে। ১৮০৪
 শুনি দশরথ রাজা আপনা পাসরে।
 পুত্রমুখ দেখে গিয়া কৈকেয়ীর ঘরে। ১৮০৫
 পুত্রমুখ দেখি রাজা অতি হাটমতি।
 ধন-বিতরণে করিলেন অনুমতি। ১৮০৬
 সুমিত্রার হ'ল যবে গর্ভের বেদন।
 যমজ উভয় পুত্র প্রসবে উখন। ১৮০৭
 গৌরবর্ণ হল দোহে বিষ্ণু-অবতার।
 সুমিত্রা প্রসব কৈল যমজ কুমার। ১৮০৮
 যখন যমজ পুত্র প্রসবে সুন্দরী।
 জয় জয় হলাহলি দিল সব নারী। ১৮০৯
 দাসী গিয়া দশরথে কহিল গৌরবে।
 আর দুই পুত্র রাজা সুমিত্রা প্রসবে। ১৮১০
 শুনিয়া হইল তার আনন্দ অপার।
 আশ্চর্যেরে সুটাইল সকল ভাণ্ডার। ১৮১১
 চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক।
 তিনি ঘরে দেখিলেন চারি পুত্রমুখ। ১৮১২
 তিনি দণ্ড বেলা হ'ল গণকের মেলা।
 খড়িতে গণিয়া চাহে শুভক্ষণ বেলা। ১৮১৩
 সূর্যবংশে আছে বহু রাজার সুকীর্তি।
 সবা হতে এই পুত্র রাজচক্রবর্তী। ১৮১৪
 ইহার কোষ্ঠির কিবা করিব গণন।
 এমন লক্ষণে বুঝি প্রভু নারায়ণ। ১৮১৫
 যেই জন শুনে প্রভু রামের জনন।
 ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় জয় পায় যম। ১৮১৬

অবোধ্যায় হইল আনন্দ-কোলাহল।
 ক্ষত্র বৈশ্যা শৃঙ্গ সবে করিল মঙ্গল। ১৮১৭
 গণকে তুষিল রাজা দিয়া নানা ধন।
 আদিকান্ত গান কৃতিবাস বিচক্ষণ। ১৮১৮

ত্রিপদি

রামের জনম শুনি, নাচয় সকল মুনি,
 দণ্ড-কমণ্ডলু করি হাতে।
 দৰ্শনে নাচে দেবগণ, মর্ত্তো নাচে মর্ত্তাজন,
 হরিয়ে নাচিষ্যে দশরথে। ১৮১৯
 শ্রীদেবযানীর সঙ্গে, নাচিষ্যেন অক্ষা রঙে,
 শচী সঙ্গে নাচে শচীপতি।
 ছাবর জন্ম আর, সবে নাচে চমৎকার,
 উল্লাসিত নাচে বসুমতি। ১৮২০
 দিবা দিবা আভরণ, পরি যত নারীগণ,
 চলি যায় অনেক সুন্দরী।
 চলি যায় রাজপথে, শ্রীরামেরে নিরথিতে,
 সম্মুখেতে নাচে বিদ্যাধরী। ১৮২১
 রঞ্জের প্রদীপ জ্বলে, পূরী পূর্ণা কোলাহলে,
 কৌশল্যা হইল পুত্রবর্তী।
 গগনমণ্ডলে থাকি, দেবগণ বলে ভাকি,
 জয় জয় জয় রঘুপতি। ১৮২২
 জন্মিলেন নারায়ণ, বধিবারে দশানন,
 দেবেরে করিতে অব্যাহতি।
 ইহা শুনে যেই জন, কিংবা করে পারায়ণ,
 ভবন্ধুক্ত হয় সেই কৃতি। ১৮২৩
 বৈকৃষ্ণ করিয়া শূনা, প্রকাশিতে নর পুণ্য,
 অবতীর্ণ পুত্র ভগবান।
 রঞ্জিল যে কৃতিবাস, পূর্ণ করি অভিলাষ,
 বন্দিয়া সে বাণীকি-পুরাণ। ১৮২৪

শ্রীরামের জন্মে রাবণের বিপদানুভব ও তমিবারণ-উপায়করণ

অযোধ্যাতে জন্ম যদি নিজেন শ্রীপতি ।
লক্ষ্মা আতঙ্ক দেখে সদা লক্ষাপতি ॥ ১৮২৫
আচরিতে রাবণের সিংহসন নোলে ।
মাথার মুকুট খসি পড়ে ভূমিতলে ॥ ১৮২৬
দশমুখে হায় হায় করে দশানন ।
আচরিতে মুকুট খসিল কি কারণ ॥ ১৮২৭
কোথা গেল ইন্দ্রজিৎ আন গন্তীবাণ ।
পৃথিবী বাসুকি কাটি কর থান থান ॥ ১৮২৮
হেনকালে কহেন ধার্মিক বিজীষণ ।
জন্মিয়াছে যে তোমার বধিবে জীবন ॥ ১৮২৯
পৃথিবীর প্রতি ত্রোধ কর কি কারণ ।
তোম্যারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ ॥ ১৮৩০
এই কালে আকাশে হইল দৈববাণী ।
দশরথ-ঘরেতে জন্মিল চক্রপাণি ॥ ১৮৩১
শুনিয়া চিন্তিত বড় রাজা দশানন ।
ডাক দিয়া বলে শুন শুক ও সারণ ॥ ১৮৩২
একে একে দেখে এস পৃথিবী ভূবনে ।
আমার শক্রের জন্ম হ'ল কোনখানে ॥ ১৮৩৩
এখনি মারিব তারে অতি শিশুকালে ।
বাড়িবে জগ্নাল সেই প্রবল হইলে ॥ ১৮৩৪
রাবণের আজ্ঞা চর বন্দিলেক মাথে ।
সমুদ্রের পার হয়ে লাগিল ভাবিতে ॥ ১৮৩৫
পরম বৈষ্ণব দৃত শুক ও সারণ ।
বাসবের ধারী তারা জানে শ্রিভূবন ॥ ১৮৩৬
শুক বলে শুন মোর ভাই রে সারণ ।
অযোধ্যায় বুঝি জন্মিলেন নারায়ণ ॥ ১৮৩৭
আজি শুভদিন হ'ল আমা দৌহাকান ।
ভাগ্যবলে দেখিব যে চরণ তাহার ॥ ১৮৩৮

এত বলি অযোধ্যায় দিল দরশন ।
দেখিল অযোধ্যা যেন বৈকুণ্ঠ ভূবন ॥ ১৮৩৯
রতন-প্রদীপ জ্বলে প্রতি ঘরে ঘরে ।
তৈল-হরিঙ্গায় পথে চলিতে না পারে ॥ ১৮৪০
অলঙ্কিতে প্রবেশিল কৌশল্যাৰ ঘরে ।
বসেহেন কৌশল্যা শ্রীরামে কোলে ক'রে ॥ ১৮৪১
যাহার মানসে থাকে যেকুপ বাসনা ।
সেইকলে প্রভুরে দেখয়ে সেই জনা ॥ ১৮৪২
পরম বৈষ্ণব তারা ভাই দুই জন ।
চতুর্ভুজনাপে দেখিলেন নারায়ণ ॥ ১৮৪৩
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজকলা ।
কিরীট কুণ্ডল কানে লংগে বনমালা ॥ ১৮৪৪
কত কোটি ত্রক্ষা তারে করিছে স্তবন ।
প্রভুর শরীরে এ দেখে তিন ভূবন ॥ ১৮৪৫
প্রসঙ্গেতে দেখিল যে সর্ব-পরিষদ ।
সনক-সনাতন আদি প্রহৃদ নারদ ॥ ১৮৪৬
এইজনপে দুই ভাই প্রভুরে দেখিয়া ।
সহস্র প্রণাম করে খুলি লোটাইয়া ॥ ১৮৪৭
ভজিভাবে করয়ে অনেক প্রণিপাত ।
স্তবন করিছে তারা করি যোড় হাত ॥ ১৮৪৮
রাক্ষসের জাতি মোরা বড়ই অধম ।
তোমার মহিমা-জ্ঞানে আমরা অক্ষম ॥ ১৮৪৯
যে পদ ত্রক্ষাদি দেব নাহি পায় ধ্যানে ।
হেন পাদপদ্ম দেখি প্রতাঙ্গ প্রমাণে ॥ ১৮৫০
এই নিবেদন করি শুন মহাশয় ।
তব পাদপদ্মে যেন সদা মন রয় ॥ ১৮৫১
কৃপার সাগর প্রভ ! ভূমি শৃণ্খাম ।
এত বলি গেল তারা করিয়া প্রণাম ॥ ১৮৫২
পথে যেতে দুই ভাই ভাবিলেক মনে ।
এ কথা না কল পাপী দশানন সনে ॥ ১৮৫৩
চক্রুর নিমিষে তারা লক্ষাপুরে গিয়া ।

रावणे वर्णिल सब मानो सप्तविंशा ॥ १८५४
 एके एके देखिलाम ए तिन भूवने ।
 तोमार ये शक्र आहे नाहि लग्या मने ॥ १८५५
 दश मुख मेलिया रावण राजा हासे ।
 केतकी-कुसुम बेन फलाटे भास्रमासे ॥ १८५६
 ना बुविया कथा कह भाइ बिभीषण ।
 आमार नाहिक शक्र शुनिले एथन ॥ १८५७
 रावणेर कथा शुनि बले बिभीषण ।
 परिशामे एই कथा करिबे श्वरण ॥ १८५८
 रावण समूद्र बलि लागिल डाकिते ।
 आसिया समूद्र दाँडाहिल योऽहाते ॥ १८५९
 राजा बले पृथिवीते यत तीर्थ आहे ।
 सकल तीर्थेर जल आन घोर काहे ॥ १८६०
 बाकामात्र बलिते ना विलम्ब हइल ।
 सकल तीर्थेर जल समूचे आहिल ॥ १८६१
 तीर्थजले दशानन करिलेन झान ।
 दरिद्र दुःखीरे राजा करे श्रण्दान ॥ १८६२
 यतेक काष्ठन दिल नाम लब कृत ।
 वेनु दान शिळा दान करे शत शत ॥ १८६३
 दान पुणा करिया बसिल दशानन ।
 भाविल अमर आमि नाहिक मरण ॥ १८६४
 कृष्णबास पंचितेर श्लोक बिचकण ।
 रामेर प्रीतिते हरि बल सर्वजन ॥ १८६५

बानरगणेर जग्य-विवरण

नवकृपे जन्मिलेन प्रत्यु नारायण ।
 बानरकृपेते जग्य निल देवगण ॥ १८६६
 विधाता बलेन शुभ यत देवगण ।
 ये यथा बानरी पाओ कर आलिङ्गन ॥ १८६७
 एक बानरीते रति इन्द्र-सूर्य करे ।

दुइ पृत्र जन्मिलेक ताहार उदरे ॥ १८६८
 हइल ईत्त्रेर तेजे बाली कपिबर ।
 सूत्रीब वीरेर जग्य दिलेन भास्त्रर ॥ १८६९
 किञ्चिद्वार मल-मूल खाइते रसाल ।
 फल-मूल खाया दोहे विक्रमे विशाल ॥ १८७०
 तेज हते तेज बाडे सम्पदे सम्पद ।
 हइल बालीर पृत्र कुमार अঙ्गद ॥ १८७१
 हइल त्रक्षार तेजे मन्त्री जामुवान ।
 हइलेन परबनेर तेजे हलुमान ॥ १८७२
 हेमकृट नामे कपि बरुणनन्दन ।
 पक्षि पृत्र यमेर से यमदरशन ॥ १८७३
 जन्मिल शिवेर तेजे केशरी बानर ।
 दिने दिने बाडे येन शाल तरुवर ॥ १८७४
 अश्वि-तेजे हइलेन नील सेनापति ।
 कुबेरेर तेजे जग्य बानर प्रभाषी ॥ १८७५
 सुयेष्वेर जग्य हय धन्वस्त्रि-तेजे ।
 अहिविदा विश्वशास्त्र दिल तार मारे ॥ १८७६
 महेन्द्र देवेन्द्र हइल सुवेण-नन्दन ।
 चक्र-तेजे दधिगान हइल तथन ॥ १८७७
 प्रतेक बर्णिले हय पृष्ठक विस्त्र ।
 एकैक देवेर तेजे एकैक बानर ॥ १८७८
 कृष्णबास पंचित ये सृष्टी सर्वदणे ।
 बानरेर जग्य एवे गाय आदाकाणे ॥ १८७९

दशरथेर चारिपुत्रेर अम्बाशन ओ नामकरण

एकैक गणे ये हइल चारि जन ।
 पांच दिने पांचटि करिल सुप्रबीण ॥ १८८०
 हय दिने षष्ठीपूजा निशि जागरणे ।
 दिल अष्ट कलाइ अष्टाहे शिशुगणे ॥ १८८१

ভাক দিয়া আনে রাজা বালকগণেরে ।
 কাপড় পুরিয়া সোনা দিল সবাকুরে ॥ ১৮৮২
 অয়োদশে রাজার হইল অশোচান্ত ।
 কতেক করিল দান তার নাহি আন্ত ॥ ১৮৮৩
 ছয় মাস-বয়স্ক হইলে চারি জন ।
 করাইল সবাকার ওদনপ্রাশন ॥ ১৮৮৪
 আমন্ত্রণ করিয়া সকল ক্ষত্রগণে ।
 আনাইল দশরথ আপন ভবনে ॥ ১৮৮৫
 আসিয়া বশিষ্ঠ মুনি অহানন্দমনে ।
 চারি পুত্রমুখে অম দিল শুভক্ষণে ॥ ১৮৮৬
 দশরথ চারি পুত্র ল'য়ে নিজ কোলে ।
 মিষ্ট-অয়-জল দিল বদনকমলে ॥ ১৮৮৭
 বসিলেন চারি ভাই সূচার-বদন ।
 কৌতুক যৌতুকে দিল সবে রঞ্জ-ধন ॥ ১৮৮৮
 সকলে যৌতুক দিল আসি রাজধান ।
 বিচার করেন সবে রাখেন কি নাম ॥ ১৮৮৯
 বিচারিল চারি বেদ আগম-পুরাণ ।
 যে মন্ত্র হইতে শোক পাবে পরিত্রাপ ॥ ১৮৯০
 যেই মন্ত্র বাল্মীকি জপেন অবিরাম ।
 কৌশল্যাপুত্রের নাম রাখিল শ্রীরাম ॥ ১৮৯১
 পৃথিবীর ভৱ সহিবেন অবিরত ।
 সেই হেতু তার নাম হইল ভৱত ॥ ১৮৯২
 সুমিত্রার হইয়াছে যজ্ঞনন্দন ।
 শক্রস্থ কনিষ্ঠ তার জ্যোষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মণ ॥ ১৮৯৩
 আক্ষণেরে দিল দান গ্রাম কত শত ।
 রজত কাপড় দিল নাম লব কত ॥ ১৮৯৪
 নানা দান দিয়া করে বশিষ্ঠের মান ।
 দুর্ঘবতী গাড়ী দিল সহস্র-প্রমাণ ॥ ১৮৯৫
 আশীর্বাদ করি ঘরে গেল মুনিগণ ।
 আদিকাণ্ডে শ্রীরামের নাম সকলন ॥ ১৮৯৬

রাম-লক্ষ্মণাদির বালাক্ষেত্রা

ষণ্মাস-বয়স্ক রাম দেন হামাঙ্গি ।
 হাসিয়া মাঝের কোলে যান গত্তাগতি ॥ ১৮৯৭
 কথেক মাঝের কোলে কথে পিতৃকোলে ।
 বদনে না আসে কথা আধ আধ বোলে ॥ ১৮৯৮
 শ্রীরামের চক্রননে অমৃত-বচন ।
 প্রকাশিত মন্ত্র মন্ত্র হাসিছে দশন ॥ ১৮৯৯
 এক বর্ষ-বয়স্ক হইলে ভাই কটি ।
 পীতবড়া পরিধান গলে দুর্ঘকাটি ॥ ১৯০০
 কাঠির মধ্যেতে দিল সোনার কিঞ্জিপী ।
 রঞ্জের নৃপুর পায় রঞ্জনুগু ধৰনি ॥ ১৯০১
 করেন শ্রীরাম খেলা বালকের সনে ।
 পরম্পর সন্তোষি হইল চারি জনে ॥ ১৯০২
 শ্রীরামের অনুগত শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
 ভৱতের অনুগামী শতত শক্রস্থ ॥ ১৯০৩
 যার বে চরুর অংশ জানিল তাহাতে ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণে মিলে শক্রস্থ ভৱতে ॥ ১৯০৪
 যথা তথা যান রাজা রাম যান সাথে ।
 এক তিল অদর্শনে প্রমাদ তাহাতে ॥ ১৯০৫
 ত্রিশা আদি ধাঁর পদ না পায় মননে ।
 পুনঃ পুনঃ চুম্ব দেন তাহার বদনে ॥ ১৯০৬
 চক্রকলা মোগল বর্কিত দিনে দিনে ।
 সেইকল লাবণ্য বাড়িল চারি জনে ॥ ১৯০৭
 এক বিকুঁ চারি ভাই মাঝার কানণ ।
 রামে দেখি দশরথ ভাবে মনে মন ॥ ১৯০৮
 সর্বক্ষণ দশরথ রামেরে নেহারে ।
 অঙ্কক মুনির শাপ মনে চিন্তা করে ॥ ১৯০৯
 শাপ দিল মুনি মোরে গৌরব কানণ ।
 এই পুত্র না দেখিলে আমার মরণ ॥ ১৯১০
 ন হাজার বর্ষ রাজা করে কৃতুহলে ।
 রাম হেন পুত্র পাইলাম পুণ্যকলে ॥ ১৯১১

পুত্রমুখ দেখি সদা জীবন সফল।
আদিকাণ্ড কৃত্তিবাস পশ্চিম গাহিল।। ১৯১২

শ্রীরামের শান্ত্র ও অন্তর্শিক্ষা

পঞ্চবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ি।
পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী।। ১৯১৩
ক ব গ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি।
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি।। ১৯১৪
ব্যাকরণ কাব্যশাস্ত্র পড়িলেন স্মৃতি।
অবশ্যে পড়িলেন রাম চতুর্শ্রতি।। ১৯১৫
কোন শান্ত্র নাহি তাঁর হয় অগোচর।
চৌদ্দ দিনে চতুর্থষষ্ঠি বিদ্যাতে উৎপর।। ১৯১৬
বিদ্যা পড়ি করিলেন গুরুকে প্রণাম।
অন্তবিদ্যা সেইক্ষণে শিখিলেন রাম।। ১৯১৭
প্রাতঃকালে ঢাঙি ভাই মাল মালঘরে।
অন্তবিদ্যা শিখিল সকলে সমাদরে।। ১৯১৮
গুলী দাঢ়া লয়ে রামে লাঠিরি খেলান।
রামের বিক্রমে সব মালের পঞ্চাণ।। ১৯১৯
রামসঙ্গে কোন মাল নাহি ধরে তাল।
সুমেরু পর্বতে যান করিতে সাতাল।। ১৯২০
ধনু হাতে করি রাম যারে এড়ে বাণ।
ত্রিভূবন মধ্যে তার নাহি পরিত্রাণ।। ১৯২১
দশরথ রাজার বিপক্ষ যত ছিল।
রামের বিক্রম দেখি সবে পলাইল।। ১৯২২
যতনে খেলেন রাম ফুলধনু হাতে।
এক দিন বলে গেল লক্ষ্মণ সহিতে।। ১৯২৩
মৃগ দুঃজি দুই জন বেড়ান কানন।
তথন মারীচ সঙ্গে হইল মিলন।। ১৯২৪
কোনুখানে ছিল সে মারীচ নিশাচর।
মৃগরূপ হয়ে গেল রামের গোচর।। ১৯২৫

মৃগ দেখি রামের কৌতুকী হ'ল মন।
ধনুকে অবার্থ বাণ মুড়িল তথন।। ১৯২৬
ভুটিল রামের বাণ তারা যেন থসে।
মহাভীত মারীচ পলায় মহাত্রাসে।। ১৯২৭
শ্রীরামের বাণশব্দে ছাড়িল সে বন।
জনকের দেশে গেল মিথিলা-ভূবন।। ১৯২৮
রামের বিক্রম দেখি দেবগণ ভাসে।
এত দিনে রাবণ মরিবে অন্যায়সে।। ১৯২৯
সূর্য অন্ত গেল তথা দেলার বিরাম।
রণশ্রান্ত লক্ষ্মণের দেখিলেন রাম।। ১৯৩০
মিলন হইয়া গেল লক্ষ্মণের মুখ।
দেখিয়া শ্রীরাম পান অন্তরেতে দুখ।। ১৯৩১
একদিন দুঃখে ভাই হইলে এমন।
কেবলে মারিয়া বৈরী রাখিবে ত্রাসণ।। ১৯৩২
আমলকী ফল পাড়ি দেন তাঁর মুখে।
কুর্বা-তৃষ্ণা দূরে গেল থান মনসুখে।। ১৯৩৩
হেনকালে দেখেন নিকটে সরোবর।
নানা পক্ষী জলে কলে কল কল হুর।। ১৯৩৪
এমন সময়ে ত্রস্তা কল পুরন্দরে।
জন্মেন আপনি হরি দশরথ-ঘরে।। ১৯৩৫
নরকৃপী আপনাকে বিস্মৃত আপনি।
রাবণ মারিতে মাঝ অবতীর্ণ তিনি।। ১৯৩৬
চতুর্দশ বর্ষ তিনি থাকিবেন বলে।
ফল-মূলাহারে যুদ্ধ করিবে কেবলে।। ১৯৩৭
মৃণাল-ভিতরে তুমি রাখ দিয়া সুধা।
সুধাপালে রামের না হইলেক ক্ষুধা।। ১৯৩৮
এই আজ্ঞা পাইলেন দেব পুরন্দর।
রাখিয়া গেলেন সুধা মৃণাল-ভিতর।। ১৯৩৯
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলেন শ্রীরাম।
মৃণাল তুলিয়া আন করি জলপান।। ১৯৪০
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে।

दूह भाई सुधा थान मृगाल सहिते ॥ १९४१
 कुधा-तृष्णा दूरे गेल मृह ह'ल मन ।
 बृक्षपत्र पातिया ये करिल शयन ॥ १९४२
 परिश्रमे सुनिद्रा हइल बृक्षतले ।
 आजेन श्रीराम बेन श्वरो पितृकोले ॥ १९४३
 ना देखिया श्रीरामेरे हइया कात्र ।
 आस्ते आस्ते याय राणी राजार गोचर ॥ १९४४
 हेथा राजा रामे ना देखिया बहक्षण ।
 रामेरे देखिते यान कोशला-सदन ॥ १९४५
 दूह जन पथेते हइल दरशन ।
 श्रीरामेर लागि उत्ते विष्यादे मग्न ॥ १९४६
 चिन्तित हइया राणी जिज्ञासे तरन ।
 रामे ना देखिते गाहि आमि बहक्षण ॥ १९४७
 दशरथ बले राणी कि कहिले कथा ।
 देखिते ना पाहि राम तारा गेल कोथा ॥ १९४८
 बुनि राम आजेन कैकेयीर आवासे ।
 ताडाताडि उडये कैकेयीरे जिज्ञासे ॥ १९४९
 आजि आमि देखि नाहि श्रीरामेर मृथ ।
 प्राप नाहि रहे मोर निदरये बृक ॥ १९५०
 कैकेयी बलिल आमि किछु नाहि जानि ।
 आजि हेथा ना आसिल राम शुणमणि ॥ १९५१
 आजि बुनि भुलिया रहिल कोन्थाने ।
 लक्षण ये हाने आছे राम सेहि हाने ॥ १९५२
 भरत सहिते हेथा मिलिया शक्रघ ।
 अयोध्यानगरे झरे भाई दूह जन ॥ १९५३
 मेहि येहि बालक खेलाय तार सने ।
 ताहारे जिज्ञासे राम आजे कोन्थाने ॥ १९५४
 कोशला सुमित्रा आर कैकेयी कामिनी ।
 उद्गुर हाराये येन फूकारे बाधिनी ॥ १९५५
 हादे हाने दशरथ भाले मारे हात ।
 कोथा गेले पाव आमि राम रघुनाथ ॥ १९५६

अङ्गक मुनिर शाप घटिल एथन ।
 रामे ना देखिले मम रबे ना जीवन ॥ १९५७
 पुत्रशोके मृत्यु आजि हइल विदाता ।
 राम नाहि देखि यदि मरण सरथा ॥ १९५८
 दिवसे सकल देखि घोर अङ्गकार ।
 श्रीराम-लक्षणे बुनि ना देखिव आर ॥ १९५९
 एहिकप काढे राणी बेला अनश्वेषे ।
 हेलकाले दूह भाई अयोध्या प्रवेशे ॥ १९६०
 बनपुङ्गे भृषित धनुक बामहाते ।
 नाचिते हासिते यान लक्षणेर साथे ॥ १९६१
 भरत शक्रघ गिया कहे कोशलारे ।
 हेरे याता आसिलेन राम पूरवारे ॥ १९६२
 तार मुखे एहि बाका शुनिते शुनिते ।
 बाहिर हइल राणी श्रीरामे देखिते ॥ १९६३
 खेये गिये दशरथ रामे करे बुके ।
 पुनः पुनः चुर दिल तार टादमुखे ॥ १९६४
 अङ्गकेर शाप घने करे धुक धुक ।
 कि जानि वा हन कबे विदाता विमुख ॥ १९६५
 कोशला धाइया गिया रामे निल कोले ।
 सादरे चुरन दिल बदनकरले ॥ १९६६
 दरिद्रेर निरि तुमि नयनेर तारा ।
 पलके प्रलय घटे यदि हई हारा ॥ १९६७
 भरत शक्रघ तबे देखेन श्रीराम ।
 दूह भाई आसि रामे करिल प्रणाम ॥ १९६८
 कुमिनास पश्चितेर मधुर भषित ।
 श्रीरामेर अरण्याविहार मूलित ॥ १९६९

सीतार विवाहपण हेतु हरथनु देउन-विवरण
 सात बहसरेर राम अयोध्यानगरे ।
 लक्षी हेथा जन्मिलेन जलकेर घरे ॥ १९७०

চাষের ভূমিতে কল্যা পায় মহাখণ্ডি।
 মিথিলা হইল আলো পরম রূপসী॥ ১৯৭১
 অন্তুত সীতার ক্রপ-গুণ মনে আনি।
 এ নহে সামান্য কল্যা কমলা আপনি॥ ১৯৭২
 কল্যারূপ জনক দেখেন দিনে দিনে।
 উমা কি কমলা বাণী ভ্রম হয় তিনে॥ ১৯৭৩
 হরিণী-নয়নে কিবা শোভিত কজল।
 তিল-ফুল জিনি তার নাসিকা উজ্জল॥ ১৯৭৪
 সুলিঙ্গিত দুই বাষ দেখিতে সুন্দর।
 সুধাংশু জিনিয়া ক্রপ অতি মনোহর॥ ১৯৭৫
 মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি।
 হিঙ্গুলে মণিত তার পায়ের অঙ্গুলী॥ ১৯৭৬
 অরূপ-বরণ তার চৱণ-কমল।
 তাহাতে নৃপুর বাজে শুনিতে কোমল॥ ১৯৭৭
 রাজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন।
 অমৃত জিনিয়া তার মধুর বচন॥ ১৯৭৮
 দশ দিক আলো করে জানকীর রূপে।
 লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোমকৃপে॥ ১৯৭৯
 জনক ভাবেন মনে সীতা দিব কারে।
 সীতাবোগ্য বর নাহি দেখি এ সংসারে॥ ১৯৮০
 পুরোহিতে আনি রাজা কহেন বিশেষে।
 জানকীর ঘোগ্য বর পাব কোন্ দেশে॥ ১৯৮১
 জানকীরে বিবাহ করিবে কোন্ জন।
 স্বর্গেতে করেন চিন্তা যত দেবগণ॥ ১৯৮২
 বিধাতা বলেন শুন দেব পুরন্দর।
 রামের বয়স মাত্র সপ্তম বৎসর॥ ১৯৮৩
 দিনে দিনে জানকীর ক্রপ বৃদ্ধিমান।
 পাছে অন্য বরে রাজা সীতা করে দান॥ ১৯৮৪
 এই শুভি দেবগণ করিয়া মনন।
 কৈলাস-পর্বতে গেল যথা ত্রিলোচন॥ ১৯৮৫
 ব্রহ্মা বলিলেন শুন শিব অন্তর্যামী।

জনকের ঘরে সীতা ব্রহ্মা কর ভূমি॥ ১৯৮৬
 সে তব সেবক আজ্ঞা লভিতে না পারে।
 রাম বিনা অন্যে যেন না দেয় সীতারে॥ ১৯৮৭
 এতেক বলিয়া ব্রহ্মা করিল গমন।
 ভৃগুরামে ডাকিয়া কহেন ত্রিলোচন॥ ১৯৮৮
 আমার ধনুক লয়ে করহ পয়াণ।
 জনকের ঘরে জাখ করি সাবধান॥ ১৯৮৯
 আমার এ ধনুর্ভঙ্গ করিতে যে পারে।
 কহ জনকেরে যেন সীতা দেয় তারে॥ ১৯৯০
 এ তিনি ভূবনে ইহা তোলে কোন্ জন।
 একমাত্র তুলিবেন প্রভু নারায়ণ॥ ১৯৯১
 পাইয়া শিবের আজ্ঞা বীর ভৃগুপতি।
 ধনুক করিয়া হাতে করিলেন গতি॥ ১৯৯২
 মাথায় জটার ভার পৃষ্ঠে দুই তৃপ।
 এক হাতে কুঠার অনোতে ধনুর্ণগ॥ ১৯৯৩
 ব্রহ্মারে যেমন দেবে করেন সন্তুষ।
 জনক পরশুরামে করেন সে ক্রম॥ ১৯৯৪
 প্রণাম করিয়া তারে দিলেন আসন।
 পাদ্য অর্ধা দিয়া তারে করেন পূজন॥ ১৯৯৫
 ভৃগুরামে দেখি সব মুনির তরাস।
 আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃতিবাস॥ ১৯৯৬

জনক রাজার ধনুর্ভঙ্গ পণ

জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন জনক রাজন।
 কোন্ কার্যে মহাশয় হেথা আগমন॥ ১৯৯৭
 বলেন পরশুরাম দুহিতা তোমার।
 বিবাহ করিতে হ'ল মনন আমার॥ ১৯৯৮
 জনক বলেন এ কি শুনি চমৎকার।
 এত কি সৌভাগ্য আছে কপালে সীতার॥ ১৯৯৯
 সীতার বিবাহকাল ইইবে যখন।
 করা যাবে শুভিমত কহিল যেমন॥ ২০০০

ଭୂଷ ବଲେ ତପସ୍ୟାୟ କରିବ ଗମନ ।
ଦେଖୋ ଯେନ ଅନ୍ତା ମତ ନା ହୁଯ ରାଜନ ॥ ୨୦୦୧
ଏତେକ ବଲିଯା ଯଦି ଭୂଷନ୍ନାମ ଯାନ ।
ଭୂଷନ ଚରଣ ଧରି ଜନକ ଶୁଧାନ ॥ ୨୦୦୨
ତୋମାର ସାଙ୍କାଣ ଆର ପାବ କତ କାଳେ ।
କାରେ ଦିବ କଣ୍ଠା ଆମି ତୁମି ନା ଆଇଲେ ॥ ୨୦୦୩
ବଲେନ ପରଶୁନ୍ନାମ ଆମାର ଧନୁକ ।
ରାଥୀ ଯାଇ ତବ ଛାନେ ଦେଖିବେ କୌତୁକ ॥ ୨୦୦୪
ଧନୁକ ତୁଲିଯା ଦେବା ଶୁଣ ଦିତେ ପାରେ ।
ରହିଲ ଆମାର ଆଞ୍ଜା କଣ୍ଠା ଦିଓ ତାରେ ॥ ୨୦୦୫
ଏତ ବଲି ଭାଗବ ଗେଲେନ ଛାନାନ୍ତରେ ।
ପଡ଼ିଯା ରହିଲ ଧନୁ ଜନକେର ଘରେ ॥ ୨୦୦୬
ହରେର ଧନୁକ ସେଇ ଅପୂର୍ବ ନିର୍ମାଣ ।
ମନ୍ତ୍ରର ଯୋଜନ ଉତେ ଧନୁକ-ପ୍ରମାଣ ॥ ୨୦୦୭
ଯୋଜନ ଦଶକ ଧନୁ ଆଡ଼େ ପରିସର ।
କରିଲେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଜନକ ଋଷିବର ॥ ୨୦୦୮
ଏ ଧନୁକେ ଶୁଣ ଦିତେ ଯେ ଜନ ପାରିବେ ।
ସେଇ ଜନ ଜାନକୀରେ ବିବାହ କରିବେ ॥ ୨୦୦୯
ଯତନ କରିଯା କୈଲ ଧନୁକେର ଘର ।
ଏକାଶୀ ଯୋଜନ ସେଇ ଘର ଦୀର୍ଘତର ॥ ୨୦୧୦
ଏଗାର ଯୋଜନ ଧାର ଆଡ଼େ ପରିସର ।
ଧନୁକ ପଡ଼ିଯା ରହେ ତାହାର ଭିତର ॥ ୨୦୧୧
ସେଇ ଧନୁକେର କଥା ଗେଲ ଦେଶେ ଦେଶେ ।
ଆଦିକାଣ ରଚିଲ ପଣ୍ଡିତ କୃତ୍ତିବାସେ ॥ ୨୦୧୨

ରାଜଗଣେର ଓ ରାବଣେର ଧନୁ ତୁଲିତେ ଅକ୍ଷମତା ଓ ପଲାଯନ

ଧନୁକେନ କଥା ଯଦି ଗେଲ ଦେଶେ ଦେଶେ ।
ଜାନକୀର ପାନିପ୍ରାର୍ଥୀ ସକଳେ ଆଇବେ ॥ ୨୦୧୩
ପୃଥିବୀତେ ଆଛେ ଯତ ରାଜୀ ମହଞ୍ଚଳ ।

ଏକେ ଏକେ ଆସେ ସବେ ଜନକେର ଘର ॥ ୨୦୧୪
ଆସିଯା ସକଳ ରାଜୀ ଅହନ୍ତାର କରେ ।
ଜନକ ପାଠାଇଯା ଦେବ ଧନୁକେର ଘରେ ॥ ୨୦୧୫
ଜନକ ବଲେନ ଯେବା ତୁଲିବେ ଧନୁକ ।
ତୀରେ ସୀତା କଣ୍ଠା ଦିବ ପରମ କୌତୁକ ॥ ୨୦୧୬
ଯତ ରାଜପୁତ୍ର ଯାଯା ଧନୁକ ତୁଲିତେ ।
ପିଛୁ ପିଛୁ ଲୋକ ଯାଯା ବାପାର ଦେଖିତେ ॥ ୨୦୧୭
ଘରେର ଘରେତେ ଗିଯା ଉକି ଦିଯା ଚାଉ ।
ତୁଲିବାର ଶକ୍ତି କୋଥା ଦେଖିଯା ପଲାୟା ॥ ୨୦୧୮
କେହ ବା ଧନୁକ ଧରି ଟାନାଟାନି କରେ ।
ତୁଲିବାର ସାଧ୍ୟ କିବା ନାହିଁତେ ନା ପାରେ ॥ ୨୦୧୯
ଲଜ୍ଜା ପେଯେ ରାଜୀ ସବ ଯାଯା ପଲାଇଯା ।
ବାଲକ ସକଳ ଦେଖେ ହାସିଯା ହାସିଯା ॥ ୨୦୨୦
ପଲାଇଯା ଯାଯା ସବେ ଆପନାର ଦେଶେ ।
ବିବାହ କରିତେ ଅନ୍ତା ରାଜଗଣ ଆସେ ॥ ୨୦୨୧
ପଥମଧ୍ୟେ ଦେଖା ହୁଯ ସେ ସବାର ମନେ ।
ଧନୁକେର ପରାତ୍ମ ତାରା ସବ ଶୁଣେ ॥ ୨୦୨୨
ଦେଖିବାରେ କାଜ ନାହିଁ ଶୁନିଯା ଡରାଯ ।
ଶୁନିଯା ଶୁନିଯା ପଥେ ଅମନି ପଲାୟା ॥ ୨୦୨୩
ଧନୁକ ତୁଲିତେ ନା ପାରିଲ କୋନ୍ ଜନ ।
ଲକ୍ଷାର ଥାକିଯା ଶୁଣେ ଲକ୍ଷାର ରାବଣ ॥ ୨୦୨୪
ଅକ୍ଷମନ ପ୍ରହସ ମାରୀଚ ମହୋଦର ।
ଚାରି ପାତ୍ର ଲଜ୍ଜେ ରଥେ ଚଢେ ଲକ୍ଷେଷ୍ଟର ॥ ୨୦୨୫
ଆସିଲ ସକଳେ ତାରା ମିଥିଲା ଭୁବନ ।
ଜନକ ଶୁନିଲ ରାବଣେର ଆଗମନ ॥ ୨୦୨୬
ଜନକ ବଲେନ ଶୁନ ପାତ୍ର-ମିତ୍ରଗଣ ।
ରାବଣ ଆଇଲ ଆଜି ହଇବେ କେମନ ॥ ୨୦୨୭
ସ୍ଵେଚ୍ଛାତେ ବିବାହ ଯଦି ନା ଦିବ ରାବଣେ ।
କାଢିଯା ଲାଇବେ ସୀତା ରାଖେ କୋନ୍ ଜନେ ॥ ୨୦୨୮
ଚଲିଲ ଜନକରାଜ ରାବଣେ ଆନିତେ ।
ଦେଖିଯା ରାବଣ ରାଜୀ ଲାଗିଲ ହାସିତେ ॥ ୨୦୨୯

প্রহস্ত ডাকিয়া বলে রাবণ রাজারে ।
জনক আসিল দেখ সইতে তোমারে ॥ ২০৩০
দেখিয়া রাবণ তারে ভূমিতলে উলি ।
দুই বাহু প্রসারিয়া করে কোলাকুলি ॥ ২০৩১
বসাইল রাবণেরে দিবা সিংহাসনে ।
মিষ্টালাপ করিলেন বসিয়া দুজনে ॥ ২০৩২
জনক বলেন আজি সফল জীবন ।
কোন্ কার্যে মহাশয় তব আগমন ॥ ২০৩৩
দশানন বলে রাজা তব কল্যাণীতা ।
আমারে করহ দান আমি সে প্রহীতা ॥ ২০৩৪
জনক বলেন ইহা সৌভাগ্য-সম্পদ ।
তোমা নিলা পাত্র আর আছে কোন্ জন ॥ ২০৩৫
আনিলেন ভূগুরাম ধনু একখান ।
হেন বীর নাহি যে তাহাতে দেয় টান ॥ ২০৩৬
তুলিয়া ধনুকখান ভাঙ গিয়া ভূমি ।
ধনুকের ঘরে সীতা সমর্পিব আমি ॥ ২০৩৭
শুনিয়া সে দশমুখে হাসিল রাবণ ।
আমার সাক্ষাতে বল ধনুর বিক্রম ॥ ২০৩৮
কৈলাস তুলেছি আমি পর্বত মন্দর ।
তাহাকে জিনিয়া কি ধনুকে হবে ভর ॥ ২০৩৯
আগে সীতা আনিয়া আমারে কর দান ।
যাত্রাকালে ভাসিয়া যাইব ধনুখান ॥ ২০৪০
জনক বলেন কর প্রতিজ্ঞা পূরণ ।
দেখুক সকল সোক ধনুক ভঙ্গন ॥ ২০৪১
প্রহস্ত বলেন শুন রাজা দশানন ।
যার যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করো কথন ॥ ২০৪২
ধনুক ভাসিলে রাজা জ্ঞানকীরে দিবে ।
ইজ্জাধীনে নাহি দেয় বলে কাতি লবে ॥ ২০৪৩
দশানন বলে মামা রাখি তব কথা ।
ধনুক ভাসিলে যেন না হয় অন্যথা ॥ ২০৪৪
অহঙ্কার করিয়া চলিল লক্ষ্মুর ।

দেখাইতে চলিল জনক নৃপর ॥ ২০৪৫
শুনিয়া ধাইল সব মিথিলানগর ।
সবে বলে জানকীর আজ এল বর ॥ ২০৪৬
যুবা বৃক্ষ শিশু এক নাহি রহে ঘরে ।
কোতুক দেখিতে পেল রাজার মন্দিরে ॥ ২০৪৭
একাদশ যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর ।
একাদশ যোজন তাহার পরিসর ॥ ২০৪৮
ধনুক পড়িয়া আছে তাহার ভিতরে ।
আসিয়া রাবণ রাজা দাঁড়াইল ধারে ॥ ২০৪৯
ঘারেতে দাঁড়ায়ে বীর উকি দিয়া চায় ।
দেখিয়া দুর্জয় ধনু অন্তরে ডরায় ॥ ২০৫০
মনে ভাবে আমার ঘুচিল জারিজুরি ।
যে দেখি ধনুকখান পারি কি না পারি ॥ ২০৫১
অন্তরে আতঙ্ক অতি মুখে আশ্ফালন ।
ধনুক তুলিতে যায় বীর দশানন ॥ ২০৫২
আঁটিয়া কাপড় বীর বাহিল কাঁকালে ।
কৃতি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে ॥ ২০৫৩
আঁকাড়ি করিয়া সে ধনুকখান টালে ।
তুলিতে না পারে লাজে চায় চারিপালে ॥ ২০৫৪
নাকে হাত দিয়া বলে কি করি উপায় ।
কি হইবে মামা ধনু তুলা নাহি যায় ॥ ২০৫৫
প্রহস্ত বলিল শুন রাজা লক্ষ্মুর ।
লোকে হাসাইলে আসি মিথিলানগর ॥ ২০৫৬
চিত্তা না করিও ভূমি না করিও ডর ।
গাত্রে বল করি আর একবার ধর ॥ ২০৫৭
পুনশ্চ ধনুকখান টানাটানি করে ।
তথাপি ধনুকখান নাড়িতে না পারে ॥ ২০৫৮
দশানন বলে আর নাড়িতে না পারি ।
প্রাণ যায় মামা তবু তুলিতে না পারি ॥ ২০৫৯
কৈলাস তুলিনু আমি পর্বত মন্দর ।
তাহারে জিনিয়া দেখি ধনুকের ভর ॥ ২০৬০

এই যুক্তি মাতৃল তোমার ঠাই মাগি ।
সবাই মিলিয়া তুলি ধনুর্থান ভাঙি ॥ ২০৬১
প্রহস্ত বলিল শুন বীর দশানন ।
তা হ'লে সীতার বর হবে কোন জন ॥ ২০৬২
পার বা না পার আর একবার টান ।
যার প্রাণ রাখ মান এই বাক্য মান ॥ ২০৬৩
রাবণ বলিল মামা ! শুন মোর বাণী ।
তুলিতে না পারি শীঘ্র রথ আন তুমি ॥ ২০৬৪
ইষৎ হাসিয়া বলে প্রহস্ত তাহারে ।
রথ জয়ে এই আমি রহিলাম বারে ॥ ২০৬৫
আরবার রাবণ ধনুর্থান টানে ।
তুলিতে না পারে চায় প্রহস্তের পানে ॥ ২০৬৬
কটিদেশে হাত দিয়া আকাশ নিরথে ।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্রদেব দেখে ॥ ২০৬৭
বুঁধিয়া প্রহস্ত রথ দিল যোগাইয়া ।
লাঙ দিয়া রথে উঠে ধনুক এঙ্গিয়া ॥ ২০৬৮
পজাইয়া চলিল লক্ষ্মার অধিকারী ।
সকল বালক দেয় তারে টিককারী ॥ ২০৬৯
লক্ষ্মায় শক্তায় গেল লজ্জায় রাবণ ।
আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ ॥ ২০৭০
শ্রীলক্ষ্মীপতির লক্ষ্মী লবে কোন জন ।
তুলিবেন ধনুক কেবল নারায়ণ ॥ ২০৭১
কৃতিবাস পণ্ডিতের কি কহিব শিক্ষা ।
আদিকাণ্ড গাহিল সীতার হ'ল রক্ষা ॥ ২০৭২

শ্রীরামের গঙ্গান্নান ও শুক্রের সঙ্গে
মিতালি এবং ভরদ্বাজ মুনির
গৃহে অন্ধকাৰ ধনুর্বাণ প্রাপ্তি
এক দিন দশরথ পুণ্য পেয়ে ।
গঙ্গাননে যান রাজা চারি পুত্র লয়ে ॥ ২০৭৩

হইবেক অমাবস্যা তিথিতে গ্রহণ ।
রামের কল্যাণে রাজা দিলেন কাঞ্চন ॥ ২০৭৪
তুরঙ্গ মাতঙ্গ চলে সঙ্গে শতে শতে ।
চারি পুত্র সহ রাজা চাপিলেন রথে ॥ ২০৭৫
চলিল কটক সব নাহি দিল-পাশ ।
কটকের শঙ্গে পূর্ণ হইল আকাশ ॥ ২০৭৬
চলেছেন দশরথ চড়ি দিব্য রথে ।
নারদ মুনির সঙ্গে দেখা হয় পথে ॥ ২০৭৭
মুনি বলে বোথা রাজা করিছ পর্যাপ ।
ভূপতি কহেন সবে যাই গঙ্গান্নান ॥ ২০৭৮
মুনি কহে দশরথ তুমি ত' অজ্ঞান ।
রাম মুখ দেখিলে কে করে গঙ্গান্নান ॥ ২০৭৯
পতিতপাবনী গঙ্গা পৃথিবীমণ্ডলে ।
সেই গঙ্গা জন্মিলেন যাঁর পদতলে ॥ ২০৮০
সেই দান সেই পুণ্য সেই গঙ্গান্নান ।
পুত্রভবে দেখ তুমি প্রতু ভগবান ॥ ২০৮১
এত যদি নৃপতিরে কহিলেন মুনি ।
রাজা বলে চল ঘরে রাম রঘুমণি ॥ ২০৮২
বাপের বচন শুনি বলেন শ্রীরাম ।
অনেক পারও আছে ধর্মপথে বাম ॥ ২০৮৩
গঙ্গার মহিমা আমি কি বলিতে জানি ।
না শুনি মহারাজ নারদের বাণী ॥ ২০৮৪
এত যদি বলিলেন কৌশল্যাকুমার ।
চলিলেন রাজা দশরথ আরবার ॥ ২০৮৫
চলিছে রাজার সৈন্য আনন্দিত হয়ে ।
গৃহক চণ্ডাল আছে পথ আগুলিয়ে ॥ ২০৮৬
তিন কোটি চণ্ডালেতে গৃহক বেষ্টিত ।
হড়াছড়ি বাবে দশরথের সহিত ॥ ২০৮৭
গৃহক চণ্ডাল বলে শুন দশরথ ।
ভাসিয়া আমার দেশ করিবে কি পথ ॥ ২০৮৮
বাবে বাবে যাহ তুমি এই পথ দিয়া ।

सैनोते आमार राजा लागिल भागिया ॥ २०८९
 गंगामान करिते तोमार थाके मन ।
 आर पथ दिया तुमि करह गमन ॥ २०९०
 यदि इच्छा थाके हे याइवे एই पথे ।
 देखाओ प्रथमे तब पुत्र रघुनाथे ॥ २०९१
 राम राम बलिय ये शुक्र काकिल ।
 रथमध्ये रामेरे भूगति लूकाइल ॥ २०९२
 निज दशरथ राजा धनुर्वाण थाते ।
 रथेर द्वारेते राजा लागिल भाबिते ॥ २०९३
 चण्डालेरे गारि किबा हइवेक मश ।
 नीच जने जिनिले कि हइवे पोरम्ब ॥ २०९४
 यदि प्राजित हई चण्डालेर बाणे ।
 अपयश घृषिबेक ए तिन भुवने ॥ २०९५
 आमि यदि छाडि नाहि छाडिबे चण्डाल ।
 कि करिब पथे एक बाबिल जग्गाल ॥ २०९६
 दूह जने बाणबृष्टि करे महाकोपे ।
 उभयेर बाणेते दौहार प्राण कापे ॥ २०९७
 एইमत बाणबृष्टि हइल बिस्त्र ।
 उभयेर संग्राम हइल बहुतर ॥ २०९८
 दशरथ राजा एडे पाण्पत शर ।
 हाते गले शुक्रे बाकिल नरेश्वर ॥ २०९९
 शुक्रे बाहिया राजा लूलिलेन रथे ।
 बहुने पडिया शुक्र लागिल भाबिते ॥ २१००
 धाहार लागिया आमि आगुलिनु पथ ।
 देखिते ना पाइलाम से राम किमत ॥ २१०१
 एतेक भाबिया शुक्र करे अनुमान ।
 पायेते धनुक टाले पाये एडे बाण ॥ २१०२
 भरत कहिल गिया रामेर गोचरे ।
 एमन अपूर्व शिक्षा नाहि चराचरे ॥ २१०३
 पायेते धनुक टाले पाये एडे बाण ।
 देखिते कोतुक राम गेलेन से छान ॥ २१०४

येहिमात्र शुक्र देखिल रघुनाथे ।
 दण्डवৎ हइया रहिल योऽहाते ॥ २१०५
 श्रीराम बलेन धनु टानह केमन ।
 शुक्र बले तोमाके कहिब से कारण ॥ २१०६
 प्राञ्जन जग्नेर कथा शुन नारायण ।
 ये पापे हइल मोर चण्डाल-जनम ॥ २१०७
 अपुत्रके छिलेन यथन दशरथ ।
 अद्भुक मूनिर पुत्र करिलेन हत ॥ २१०८
 मूनिहत्या करिया आसिया तपोबने ।
 लूटाइया धरिलेन आमार चरणे ॥ २१०९
 बशिष्ठेर पुत्र आमि बामदेव नाम ।
 तिनबार राजारे बलानु राम-नाम ॥ २११०
 शुनिया बशिष्ठ शाप दिलेन विशाल ।
 याह बामदेव पुत्र हও गे चण्डाल ॥ २१११
 एक रामनामे कोटि ब्रह्माहत्या हरे ।
 तिनबार राम-नाम बलालि राजारे ॥ २११२
 लूटाये धरिनु आमि पितार चरणे ।
 चण्डालत्र हबे मूक काहार दर्शने ॥ २११३
 पिता बलिलेन यबे श्रीराम दर्शने ।
 तबे त' हइवे मूक चण्डाल जनमे ॥ २११४
 सेहि राम जग्नियाहे दशरथ-घरे ।
 चरण-परश दिया मूक कर मोरे ॥ २११५
 अनाथेर नाथ तुमि भज्वृत्सल ।
 करणासागर हरि तुमि से केबल ॥ २११६
 चण्डाल बलिया यदि घृणा कर मने ।
 पतितपाबन नाम तबे कि कारणे ॥ २११७
 एतेक बलिया शुक्र लागिल कादिते ।
 शुक्रे कादिते देखि कादे राम रथे ॥ २११८
 करपूटे दाण्डाइया पितार साक्षात् ।
 भिक्षा देह शुक्रे बलेन रघुनाथ ॥ २११९
 राजा बले प्राण चाह प्राप पारि दिते ।

চওলে তোমাকে দিব বাধা নাই ইথে ॥ ২১২০
 পাইয়া রাজ্ঞির আজ্ঞা কৌশল্যানন্দন ।
 খসালেন নিজ হস্তে গুহক-বন্ধন ॥ ২১২১
 শ্রীরাম বলেন অগ্নি জ্বালহ লক্ষণ ।
 গুহকের সহ করি মিত্রতা এখন ॥ ২১২২
 সম্মুখ জ্বালেন অগ্নি অগ্নির সাক্ষাৎ ।
 শুহ সহ মিত্রতা করেন রঘুনাথ ॥ ২১২৩
 যেই তুমি সেই আমি বলেন শ্রীরাম ।
 শুহ বলে ঘূচাইতে নারি নিজ নাম ॥ ২১২৪
 শ্রীরামের জগতে হইল ঠাকুরালি ।
 প্রথমে করেন রাম চওলে মিতালি ॥ ২১২৫
 বিদায় করিয়া রামে শুহ গেল ঘরে ।
 পুত্র লয়ে দশরথ গেল গঙ্গাতীরে ॥ ২১২৬
 অপূর্ব অনন্ত ফল সুরায়-প্রহণ ।
 স্নান করি রাজা দান করিল কাষণ ॥ ২১২৭
 খেনু দান শিলা দান কৈল শত শত ।
 রজত কাষণ তার নাম লব কর ॥ ২১২৮
 দানধর্ম করিতে হইল বেলা শক্ষ ।
 প্রদোষে গেলেন ভরঘাজের আলয় ॥ ২১২৯
 বসিয়া আছেন মুনি আপনার ঘরে ।
 চারিপুত্র সহ রাজা নমস্কার করে ॥ ২১৩০
 যোড়হাতে বলে রাজা মুনির গোচর ।
 আনিয়াছি চারি পুত্র দেখ মুনিবর ॥ ২১৩১
 আশীর্বাদ কর চারি পুত্রে তপোধন ।
 বড় ভাগ্য দেখিলাম তোমার চরণ ॥ ২১৩২
 দেখিয়া রামেরে ভাবে ভরঘাজ মুনি ।
 বৈকৃষ্ণ হইতে বিষ্ণু আসিল আপনি ॥ ২১৩৩
 মুনি বলে রাজা তব সফল জীবন ।
 জগতের পিতা রাম তোমার নন্দন ॥ ২১৩৪
 ভরঘাজ এতকালে দেখে চমৎকার ।
 দুর্বাদলশাম তনু পরম আকাশ ॥ ২১৩৫

শুজ বজ্র অঙ্কুশে শোভিত পদানুজ ।
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ ॥ ২১৩৬
 শক্তর বিগ্রিষি আদি যত দেবগণ ।
 রামের শরীরে আরো দেখেন ভূবন ॥ ২১৩৭
 সমুচিত আতিথ্য করেন ভরঘাজ ।
 সুখে রহিলেন সৈনা সহ মহারাজ ॥ ২১৩৮
 রামেরে লইয়া মুনি অন্তঃপুরে গিয়া ।
 শয়ন করেন দোহে একত্র হইয়া ॥ ২১৩৯
 যখন হইল রাত্রি ছিতীয়া প্রহর ।
 শিয়রে বাখেন দেবরাজ ধনুঃশর ॥ ২১৪০
 স্বপ্নে উপদেশ এই করেন মুনিরে ।
 অক্ষয় ধনুকতৃণ দেহ শ্রীরামেরে ॥ ২১৪১
 এত বলি করিলেন বাসব পয়াণ ।
 প্রাতে রাম শিয়রে দেখেন ধনুর্বাণ ॥ ২১৪২
 কহিলেন শ্রীরামেরে মুনি ভরঘাজ ।
 তোমারে দিলেক ধনুর্বাণ দেবরাজ ॥ ২১৪৩
 মুনির চরণে রাম করি প্রণিপাত ।
 আনিলেন সেই ধনু পিতার সাক্ষাৎ ॥ ২১৪৪
 শুনি রাজা দশরথ সানন্দ হইয়া ।
 আইলেন দেশে চারি কুমারে লইয়া ॥ ২১৪৫
 কৃষ্ণবাস করে আশ পাই পরিত্রাণ ।
 আদিকাণ্ড গাহিল রামের গঙ্গান্বান ॥ ২১৪৬

রাক্ষসের দৌরাঞ্জো মুনিদের যজ্ঞ পূর্ণ
 না হওয়াতে তাহা নিবারণের উপায়
 এইরূপে দশরথ চারি পুত্রে লয়ে ।
 সদ্বাজ করেন ভোগ সাবধান হয়ে ॥ ২১৪৭
 হেথা মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ ।
 যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয় রাক্ষস কারণ ॥ ২১৪৮
 যজ্ঞ আরম্ভণ যেই করে মুনিবর ।
 করে রক্ত বর্ষণ মাঝীচ নিশাচর ॥ ২১৪৯

যজ্ঞহীন হইলেক মিথিলাভূবন।
 করেন জনক বৃক্ষ লয়ে মুনিগণ ॥ ২১৫০
 তার মধ্যে বলিলেন বিশ্বামিত্র মুনি।
 অযোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্রে আমি আনি ॥ ২১৫১
 রাঙ্গস-বধের হেতু ধরি রাম-বেশ।
 দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ ক্ষীরকেশ ॥ ২১৫২
 বলিলেন জনক শুন হে মহাশয়।
 তৃতীয় রক্ষণ করিলে এ যজ্ঞ রক্ষণ হয় ॥ ২১৫৩
 বিশ্বামিত্র সকলেরে করিয়া আশ্রাস।
 চলিলেন যথা রাম অযোধ্যা-নিবাস ॥ ২১৫৪
 উপচিত্ত হইলেন অমোধ্যার ঘারে।
 দ্বারী গিয়া জানাইল তখনি রাজারে ॥ ২১৫৫
 ভূপতি শুনিবামাত্র বিশ্বামিত্র নাম।
 চিন্তিত হইয়া বলে বিধি আজ বাম ॥ ২১৫৬
 বিশ্বামিত্র মুনি এই বড়ই বিষম।
 প্রমাদ ঘটায় কিম্বা করে কোন ক্রম ॥ ২১৫৭
 সুর্যবংশে ছিল হরিচন্দ্র মহারাজ।
 ভার্যা পুত্র বেচাইয়া দিল তারে লাজ ॥ ২১৫৮
 আসি বন্দিলেন রাজা মুনির চরণ।
 শিষ্টাচার পূর্বক করেন নিবেদন ॥ ২১৫৯
 তব আগমনে মম পরিত্র আলয়।
 আজ্ঞা কর কোন কার্য করি মহাশয় ॥ ২১৬০
 বিশ্বামিত্র বলেন শুন হে দশরথ।
 শ্রীরামেরে দেহ যদি হয় অভিমত ॥ ২১৬১
 মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়া প্রসাস।
 রাঙ্গস আসিয়া সদা করে যজ্ঞ-নাশ ॥ ২১৬২
 এই ভার মহারাজ ! দিল্লাম তোমারে।
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেহ মজ্জ রাখিবারে ॥ ২১৬৩
 যেইমাত্র বিশ্বামিত্র কহিল এ কথা।
 ভূপতি ভাবেন মনে হেট করি মাথা ॥ ২১৬৪
 পুত্রশোকে মৃত্যু মম লিখন কপালে।

না জানি হইবে মৃত্যু মোর কোন কালে ॥ ২১৬৫
 প্রাণ চাহ যদি মুনি প্রাণ দিতে পারি।
 এক দণ্ড রামচন্দ্রে না দেখিলে মরি ॥ ২১৬৬
 অতএব রামচন্দ্রে না দিব তোমারে।
 এক দণ্ড না দেখিয়া দুদয় বিদরে ॥ ২১৬৭
 আদিকাণ্ড গান কৃষ্ণবাস বিচক্ষণ।
 রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন ॥ ২১৬৮

শ্রীরামকে রাঙ্গসদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রেরণে দশরথের অনিচ্ছা

বখন শয়নে থাকি, রামকে হন্দয়ে রাখি,
 ভূমে রাখি নাহিক প্রতীত।
 স্বপ্নে না দেখিলে তার, প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রাপ,
 চমকিয়া চাহি চারিভিত ॥ ২১৬৯
 যেমতে পেয়েছি রামে, কহি সে সকল ক্রমে,
 মৃগয়া করিতে গিয়া বনে।
 সিন্ধু নামে মুনিবরে, সরোবরে জল ভরে,
 তারে মারি শব্দভেদী বাণে ॥ ২১৭০
 মৃত মুনি কোলে করি, গেলাম অস্তকপুরী,
 দেখি মুনি অগ্নির সমান।
 পুত্র পুত্র বলি ভাকে, মরা পুত্র দিন তাকে,
 পুত্রশোকে সে ছাড়িল প্রাণ ॥ ২১৭১
 ছিলাম সন্তানহীন, মনোদৃঢ়ী রাত্রিদিন,
 বধিলাম সিন্ধুর জীবন।
 কুপিয়া সিন্ধুর বাপ, দিল মোরে অভিশাপ
 তেই পাইলাম এই ধন ॥ ২১৭২
 অতএব তপোখন ! শুন মম নিবেদন,
 আমি যাব সহিত তোমার।
 বিনা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, অন্য কিছু প্রয়োজন,
 যাহা চাহ দিব শতবার ॥ ২১৭৩
 রাজার বচন শুনি, কুপিলেন মহামুনি,
 শীঝ দেহ তোমার কুমার।

আপন মঙ্গল চাহ,
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেহ,
নহে বংশ নাশির তোমার ॥ ২১৭৪

দশরথ কর্তৃক কৌশলে ভরত-শত্রুঘ্নকে প্রেরণ ও বিশ্বামিত্রের কোপ

রাজা বলিলেন মুনি করি নিবেদন।
ধনুর্বাণ নাহি জানে কি করিবে রণ ॥ ২১৭৫
অন্য সৈন্য যত চাহ লহ তপোধন।
তাহারা করিবে নিশাচর নিবারণ ॥ ২১৭৬
শুনিয়া কহেন বিশ্বামিত্র তপোধন।
কটকে থাইবে এত কোথা পাব ধন ॥ ২১৭৭
একা রাম গোলে হয় কার্যের সাধন।
সহস্র কটকে যম নাহি প্রয়োজন ॥ ২১৭৮
তব বংশে ছিলেন যে হরিচন্দ্র রাজা।
গৃহিণী আমাকে দিয়া করিলেন পূজা ॥ ২১৭৯
তথাপি না পাইলেন মনের সাহনা।
স্ত্রী-পুত্র বেচিয়া শেষে দিলেন দক্ষিণ ॥ ২১৮০
রামে একা দিতে তুমি ইতস্ততঃ কর।
সৃষ্টবংশ আজি বুঝি হইল সংহার ॥ ২১৮১
চিন্তিত হইয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
ভাকিলেন ভরত শত্রুঘ্ন দুই জনে ॥ ২১৮২
দোহে দাঢ়াইল সেই মুনির সাক্ষাতে।
রাজা বলিলেন যাহ মুনির সঙ্গেতে ॥ ২১৮৩
তৃপতির বধনায় জ্ঞান তপোধন।
মনে ভাবিলেন এই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ২১৮৪
আগে যান মহামুনি পাছে দুই জন।
সরস্য নদীর তীরে দিল দরশন ॥ ২১৮৫
মুনি বলিলেন শুন তৃপতিকুমার।
হেখা গমনের পথ আছে দ্বি-প্রকার ॥ ২১৮৬
এই পথে গেলে তিনি দিলে যাই ঘর।

এই পথে গেলে লাগে তৃতীয় প্রহর ॥ ২১৮৭
তৃতীয় প্রহর পথে কিন্তু আছে ভয়।
সেই পথে রাক্ষসী ভাড়কা নামে রয় ॥ ২১৮৮
ভাড়কা ধরিয়া থায় বত মুনিগণে।
কেন পথে যাইতে তোমার লাগে মনে ॥ ২১৮৯
বলিলেন ভরত শুনহ তপোধন।
দুষ্ট ঘাঁটাইয়া পথে কোন প্রয়োজন ॥ ২১৯০
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ইনি কি হবেন যোগ্য রাক্ষস-নিধনে ॥ ২১৯১
এক রাক্ষসের নাম শুনি এত উর।
মারিবেন কিসে ইলি কোটি নিশাচর ॥ ২১৯২
রাজার শঠতা মুনি ভাবেন অন্তরে।
শ্রীরামে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে ॥ ২১৯৩
আমার সহিত রাজা করে উপহাস।
অযোধ্যা সহিত আজি করিব বিনাশ ॥ ২১৯৪
ক্ষেত্রে ফিরিলেন পুনঃ বিশ্বামিত্র খায়।
নির্গত হইল তার নেত্রে অগ্নিরাশি ॥ ২১৯৫
সেই অগ্নি লাগে গিয়া অযোধ্যানগরে।
প্রজার তাৎক্ষণ্যে ঘর-ঘার দস্ত করে ॥ ২১৯৬
কান্দিয়া চলিল প্রজা রামের গোচরে।
বিশ্বামিত্র মুনি আসি সর্বনাশ করে ॥ ২১৯৭
তোমারে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে।
তে কারণ এ আপদ অযোধ্যানগরে ॥ ২১৯৮
প্রজার বিপদ শুনি রামের তরাস।
ধাইয়া গেলেন রাম বিশ্বামিত্র-পাশ ॥ ২১৯৯
মুনির চরণ ধরি বলে রঘুমণি।
প্রজালোকে রক্ষা প্রভু করহ আপনি ॥ ২২০০
অপরাধ যেই করে দশ তার।
নিরপরাধের দশ করা অবিচার ॥ ২২০১
মুনি হয়ে যেই জন রাগে মন্ত হয়।
পূর্ববর্ষ নষ্ট তার হইবে নিশ্চয় ॥ ২২০২

পুত্রে পাঠাইতে পিতা হলেন কাতর ।
যজ্ঞ বৃক্ষা করি গিয়া মিথিলা নগর ॥ ২২০৩
হাসিলেন মুনিরাজ রামের বচনে ।
অযোধ্যার পানে চান অমৃত-নয়নে ॥ ২২০৪
সকল করিতে পারে তপের কারণ ।
যেমন অযোধ্যাপুরী হইল তেমন ॥ ২২০৫
মুনির চরিত্র দেখি রামের তরাস ।
আদিকাণ্ড গাহিল পঞ্চিত কৃষ্ণবাস ॥ ২২০৬

যজ্ঞরক্ষার্থে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মিথিলায় গমন ও মন্ত্রদীক্ষা

শিরে পঞ্চবৃটি রাম বিষ্ণু অবতার ।
মুক্ত হইলেন মুনি কাপেতে তাঁছার ॥ ২২০৭
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় আকাশে ।
মুনি বলিলেন রাম ! চল মোর দেশে ॥ ২২০৮
জানিলেন মহারাজ রামের গমন ।
লক্ষ্মণ সহিত রামের করেন অর্পণ ॥ ২২০৯
বলিলেন বিশ্বামিত্র রাজার গোচর ।
রাম লাগি চিন্তা না করিও নরেশ্বর ॥ ২২১০
তুমি নাহি জানহ রামের গুণলেশ ।
রাক্ষস বধিতে অবতীর্ণ হৃষীকেশ ॥ ২২১১
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে লয়ে আমি দেশে যাই ।
মহারাজ ! ইথে তব কোন চিন্তা নাই ॥ ২২১২
রাজারে কহিয়া এই প্রবোধ-বচন ।
মুনি বলিলেন চল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ২২১৩
শ্রীরাম বলেন মুনি ! যদি বল তুমি ।
মাতৃহানে বিদায় লইয়া আসি আমি ॥ ২২১৪
মায়ে না কহিয়া যাব মিথিলানগর ।
কান্দিলেন অঘ-জল ছাড়ি নিরস্তর ॥ ২২১৫
গেলেন শ্রীরামচন্দ্র মায়ের মন্দিরে ।

প্রণাম করিয়া পদে বলেন মায়েরে ॥ ২২১৬
আসিলেন বিশ্বামিত্র লইতে আমারে ।
মিথিলাই যাই আমি যজ্ঞ রাখিবারে ॥ ২২১৭
শুক্রমনে যাতা মোরে আশীর্বাদ কর ।
মুক্তে জয়ী হই যেন প্রসাদে তোমার ॥ ২২১৮
প্রথম যুক্তে যাজ্ঞা করিতেছি আমি ।
আমার লাগিয়া শোক না করিও তুমি ॥ ২২১৯
শুনিয়া কৌশল্যা দেবী রোদন করিল ।
নয়নের মীরে তাঁর বসন ভিজিল ॥ ২২২০
কাতরা কৌশল্যা কোলে করিয়া রামেরে ।
আশীর্বাদ করিলেন কর দিয়া শিরে ॥ ২২২১
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ-বচন ।
বেত্র-মীর নেত্রেতে হইল নিবারণ ॥ ২২২২
মাতৃপদশুলি রাম মাখিলেন মাথে ।
শুভযাত্রা করিলেন ধনুর্বাণ হাতে ॥ ২২২৩
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে লয়ে বিশ্বামিত্র যান ।
মহারাজ নেত্র-মীরে ধূরণী ভাসান ॥ ২২২৪
কত দূরে গিয়া রাম হন অদর্শন ।
তৃমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রৃদন ॥ ২২২৫
রাজাকে প্রবোধ দানে যত পাত্রগণ ।
কে করে অনাথা যাহা বিধির লিখন ॥ ২২২৬
আগে মুনিবর যান পাহে দৃষ্টি জন ।
ত্রিকার পশ্চাতে যেন অশ্বিনীনদন ॥ ২২২৭
কান্দিতে কান্দিতে সবে গেল নিজবাসে ।
রামে লয়ে বিশ্বামিত্র বনেতে প্রবেশে ॥ ২২২৮
আগে মুনি যান পিছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
আতপে হইল ত্রান দোহার আনন ॥ ২২২৯
তাহা দেখি বিশ্বামিত্র অস্তরে চিন্তিত ।
এত দিলে শ্রীরামের দুঃখ উপচিত ॥ ২২৩০
তপনের আতপেতে হ'ল মুখে ঘাম ।
বহুকাল কিঙ্কুপে ভ্রমিবে বনে রাম ॥ ২২৩১

বিশ্বামিত্র এইমত ভাবিয়া অন্তরে।
করাইল মন্ত্রদীক্ষা শ্রীরামচন্দ্রে ॥ ২২৩২
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুনীর।
শ্লান কর গিয়া জলে সরযু নদীর ॥ ২২৩৩
যত রাজা পূর্বে সূর্যবৎশে জনেছিল।
এই হ্রানে প্রাণ ছাড়ি দৰ্গবাসে গেল ॥ ২২৩৪
এই পৃণ্যাতীর্থে রাম ! শ্লান কর তুমি।
তোমারে সুমন্ত্রদীক্ষা করাইব আমি ॥ ২২৩৫
শোক-দৃঢ় কখন না পাইবে অন্তরে।
স্ফুধা-তৃষ্ণা না হইবে সহস্র বৎসরে ॥ ২২৩৬
করিলেন রামচন্দ্র সে অন্ত গ্রহণ।
রামের নিকট তাহা শিখিল লক্ষণ ॥ ২২৩৭
দৃঢ় করি শিখিলেন ভাই দুই জন।
আনন্দিত হইল দেখিয়া দেবগণ ॥ ২২৩৮
বহুকাল অনাহারে থাকিবে লক্ষণ।
এককালে হবে ইঞ্জিতের ঘরণ ॥ ২২৩৯
কৃত্তিনাম পশ্চিতের কবিত্তের শিক্ষা।
আদিকাণ্ডে লিখিল রামের মন্ত্রদীক্ষা ॥ ২২৪০

শ্রীরাম কর্তৃক তাড়কা রাক্ষসী বধ ও অহল্যার উদ্ধার

শুরুর চরণে রাম করিলেন নতি।
রামে লয়ে বিশ্বামিত্র করিলেন গতি ॥ ২২৪১
তাড়কার বলে আসি দিল দরশন।
পুনঃ মুনি বলিলেন এ দৃঢ় গমন ॥ ২২৪২
এই পথে যাই ঘর তৃতীয় প্রহরে।
এই পথে তিনি দিলে যাই মৰ ঘরে ॥ ২২৪৩
তিনি প্রহরের পথে কিন্তু ভয় করি।
তাড়কা রাক্ষসী আছে মহাভয়করী ॥ ২২৪৪
রাক্ষসী ধরিয়া খায় যত জীবগণ ।

কোন্ পথে যাই নল শ্রীরাম-লক্ষণ ॥ ২২৪৫
করিলেন রাম শুরুবাকোর উত্তর ।
তিনি দিন কেরে কেন যবে মুনিবর ॥ ২২৪৬
মনি সে রাক্ষসী পথে আইসে খাইতে।
বিচারে নাহিক দোষ তাহারে মারিতে ॥ ২২৪৭
রামেরে কহেন বিশ্বামিত্র মুনিবর ।
ও পথের নামে মোর গায়ে আসে জর ॥ ২২৪৮
তোমার বাসনা রাম না পারি বুবিতে।
মোরে লয়ে যাও বুবি রাক্ষসেরে দিতে ॥ ২২৪৯
যখন রাক্ষসী মোরে আসিবে তাড়িয়া।
আমারে এড়িয়া দেঁহে গাবে পলাইয়া ॥ ২২৫০
শুরুর বচনে হাসিলেন প্রভু রাম।
বিফল ধনুক বার্থ ধরি রাম নাম ॥ ২২৫১
এক বাণ বিনা গে বিতীয় বাণ ধরি।
তোমার দোহাই যদি তিনি বাণ মারি ॥ ২২৫২
এইরূপ রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করাতে।
চলিলেন মুনি সে তাড়কা দেখাইতে ॥ ২২৫৩
উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর।
দূর হতে দেখালেন তাড়কার ঘর ॥ ২২৫৪
কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া।
অতি আসে মুনিবর যান পলাইয়া ॥ ২২৫৫
শ্রীরাম বলেন ভাই মুনির সহিত।
যাও শীঘ্র শুরু একা গান অনুচিত ॥ ২২৫৬
লক্ষণ বলেন রামে ঘোড় করি হাত।
থাকুক সেবক সঙ্গে প্রভু রঘুনাথ ॥ ২২৫৭
শুনিলা যে সব কথা বড়ই বিষম।
একাকী কেমনে রাম করিবে বিক্রম ॥ ২২৫৮
শ্রীরাম বলেন ভাই তার নাহি ঘনে।
কি করিতে পারে ভাই রাক্ষসীর প্রাণে ॥ ২২৫৯
সকল রাক্ষসী মনি হয় এক মেলি।
লঘিষ্ঠতে না পারে মম কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ॥ ২২৬০

গেলেন মুনির সঙ্গে অস্ত্রণ তথন।
তাড়কার প্রতি রাম করেন গমন। ॥ ২২৬১
বাম হাঁট দিয়া রাম ধনু-মধ্যাখানে।
দক্ষিণ হস্তে তৃণ দিলেন সে ছানে। ॥ ২২৬২
আঁটিয়া সূপীতবন্ত বাঞ্ছিলেন রাম।
বামহাতে ধনুর্বাণ দুর্বাদলশ্যাম। ॥ ২২৬৩
প্রথমে দিলেন রাম ধনুকে টক্কার।
স্বর্গ মর্তা পাতালে লাগিল চমৎকার। ॥ ২২৬৪
শয়েছিল রাক্ষসী সে সুবর্ণের ঘাটে।
ধনুক-টক্কার শুনি চমকিয়া উঠে। ॥ ২২৬৫
বসিয়া রাক্ষসী যেই একদ্বৈ চায়।
দুর্বাদলশ্যামরূপ দেখিল তথায়। ॥ ২২৬৬
উঠিয়া চলিল সেই রাম-বিদ্যমান।
ডাকিয়া বলিল আজি লব তোর প্রাণ। ॥ ২২৬৭
আক্ষণের চর্ম তার গায়ের কাপড়।
চলিতে তাহার বন্দু করে ইত্তম্ভু। ॥ ২২৬৮
আক্ষণের মুখ তার কর্ণের কুণ্ডল।
মনুবোর মুণ্ডমালা করে ঝলমল। ॥ ২২৬৯
বসিতে আসন নাই ভাবে মনে-মনে।
ইহার চর্মেতে হবে বসিতে আসনে। ॥ ২২৭০
রক্ত মাংস মুনির শরীরে নাহি পাই।
অন্তিচর্মসারমাত্র শুধু হাত থাই। ॥ ২২৭১
তত্ত্বর্ণ দেখি তার গায় রামাবলী।
দণ্ড গোটা দেখি যেন লোহার শিকলি। ॥ ২২৭২
বদন বাদান করি আসিল থাইতে।
পাঠাইল তোরে আজি যমের ঘরেতে। ॥ ২২৭৩
অনুয়া খাইয়া চেঁচী দেশ কৈল বন।
তোর ডরে পথে নাহি চলে সাধুজন। ॥ ২২৭৪
শুনিয়া রামের বাক্য অন্তরে কুপিয়া।
বিকট আকার ধরে নিকটে আসিয়া। ॥ ২২৭৫
রামকে থাইতে চায় ডরে নাহি পারে।

শালগাছে উপাড়িয়া আনিল হৃষ্টারে। ॥ ২২৭৬
শালগাছ উপাড়িয়া ঘন দিল পাক।
দূর দূর করিয়া তাড়কা দিল ডাক। ॥ ২২৭৭
তাহা দেখি রঘুনাথ এড়িলেন বাধ।
বাগাঘাতে করিলেন গাছ খান খান। ॥ ২২৭৮
গাছ কাটা দেখিয়া কাপিয়া গেল মনে।
শিংশপার গাছ ধরি ঘন ঘন টানে। ॥ ২২৭৯
শিংশপার গাছ তোলে রামে মারিবারে।
তার মুখ ভেদিলেন রাম এক শরে। ॥ ২২৮০
তথাপি তাড়িয়া যায় রামে গিলিবারে।
মহানীর তরু ভয় নাহি করে তারে। ॥ ২২৮১
বাগের উপরে বাণ শব্দ ঠুঠুন।
বর্ষাকালে কুলিশের যেন গরজন। ॥ ২২৮২
শ্রীরামেরে ডাকিয়া বলিল দেবগণ।
বজ্রবাণে তাড়কার বধহ জীবন। ॥ ২২৮৩
বজ্রবাণ এতে রাম রাম রাক্ষসীর দিকে।
নির্যাত বাজিল বাণ তাড়কার বুকে। ॥ ২২৮৪
বুকে বাণ বাজিতে হইল অচেতন।
তাড়কা পড়িল গিয়া পঞ্চশ যোজন। ॥ ২২৮৫
বিপরীত ডাক ছাড়ি তাজিলেক প্রাণ।
শব্দ শুনি বিশ্বামিত্র ই'ল হতজ্জন। ॥ ২২৮৬
পাঠাইয়া তাড়কারে যমের সদন।
করিলেক রাম মুনিচরণ বন্দন। ॥ ২২৮৭
চেতন পাইয়া বলে গাধির নন্দন।
তাড়কা মারিলে বাহা কৌশলাজীবন। ॥ ২২৮৮
শ্রীরাম বলেন শুরু ! কি শক্তি আমার !
তাড়কারে বধিলাম প্রসাদে তোমার। ॥ ২২৮৯
মুনি বলিলেন শুন কৌশলানন্দন।
তাড়কাকে দেখি গিয়া তাড়কা কেমন। ॥ ২২৯০
তাড়কা দেখিতে মুনি করেন গমন।
মরেছে তাড়কা তরু মুনি ভীত ইন। ॥ ২২৯১

তাত্ত্বকারে দেখিয়া ভাবেন মুনি মনে ।
 এমন বিকট মৃত্তি না দেখি নয়নে ॥ ২২৯২
 তাত্ত্বকা মারিয়া রাম রাজীবলোচন ।
 পবনের জন্মভূমি করেন গমন ॥ ২২৯৩
 বিশ্বামিত্র কহে শুন শ্রীরাম-লক্ষণ ।
 এইখালে হ'ল উনপঞ্চাশ পবন ॥ ২২৯৪
 পবনের জন্মভূমি পশ্চাত্ করিয়া ।
 অহল্যার তপোবনে গেলেন চলিয়া ॥ ২২৯৫
 মুনি বলিলেন রাম কমললোচন ।
 পাষাণ-উপরে পদ করহ অর্পণ ॥ ২২৯৬
 শুনিয়া বলেন রাম মুনির বচনে ।
 পাষাণেতে পদ দিব কিসের কারণে ॥ ২২৯৭
 মুনি বলিলেন শুন পুরাতন কথা ।
 সহস্র সুন্দরী সৃষ্টি করিলেন ধাতা ॥ ২২৯৮
 সৃজিলেন তা সবার জন্মেতে অহল্যা ।
 ত্রিভুবনে সৌন্দর্য না ছিল তার তুল্যা ॥ ২২৯৯
 করিলেন অহল্যাকে বিবাহ গৌতম ।
 গৌতমের শিষ্য ইন্দ্র অতি প্রিয়তম ॥ ২৩০০
 এক দিন গৌতম গেলেন তপস্যায় ।
 গৌতমের বেশে ইন্দ্র প্রবেশে তথায় ॥ ২৩০১
 অহল্যা গৌতম জানে করে সন্তানণ ।
 আজিকে সকালে কেন ঘরে আগমন ॥ ২৩০২
 ইন্দ্র বলে তব রূপ হইল স্মরণ ।
 কেমনে করিব প্রিয়ে ! তপ আচরণ ॥ ২৩০৩
 মদন-দহনে দক্ষ হয় মম হিয়া ।
 নির্বাণ করহ প্রিয়ে ! আলিঙ্গন দিয়া ॥ ২৩০৪
 পত্রিতা নাহি লজ্জে পতির বচন ।
 তখন শয়ন-গৃহে করিল শয়ন ॥ ২৩০৫
 উকুপজী বলিয়া না করিল বিচার ।
 ধর্মলোপ করিল বাসব অহল্যার ॥ ২৩০৬
 তপস্যা করিয়া মুনি আইলেন ঘরে ।

অহল্যা আসন দিল অতি সমাদরে ॥ ২৩০৭
 গৌতম বলেন প্রিয়ে ! জিজ্ঞাসি তোমারে ।
 শৃঙ্গার-লক্ষণ কেন তোমার শরীরে ॥ ২৩০৮
 অহল্যা বলেন প্রভু ! নিরোদি তোমারে ।
 আপনি করিয়া কর্ম দোষহ আমারে ॥ ২৩০৯
 এ কথা শুনিয়া মুনি হেট কৈল তুষ্ণে ।
 আকাশ ভাসিয়া পড়ে গৌতমের মুণ্ডে ॥ ২৩১০
 জানিলেন ধ্যানেতে গৌতম মুনিবর ।
 জাতিনাশ করিল আসিয়া পূরন্দর ॥ ২৩১১
 ইন্দ্র ইন্দ্র বলিয়া ভাকেন মুনিবর ।
 ভয়ে ভয়ে তথায় আসিল পূরন্দর ॥ ২৩১২
 দিনান্তে অভুজ মুনি কৃপিত অন্তরে ।
 দিশুণ জলিয়া কহিলেন পূরন্দরে ॥ ২৩১৩
 তোকে পড়াইলাম যে আমি শান্ত নানা ।
 এত দিনে ভাল দিলি গুরুর দক্ষিণা ॥ ২৩১৪
 জাতি নষ্ট কৈলি তুই ও রে পূরন্দর ।
 যোনিময় হোক তোর সর্ব-কলেবর ॥ ২৩১৫
 অহল্যাকে শাপিলেন ক্ষেত্রে মুনিবর ।
 কোনমতে তোর তলু হউক প্রস্তুর ॥ ২৩১৬
 অহল্যা চরণে ধরি কহিল তখন ।
 কত কালে হবে প্রভু ! শাপ বিমোচন ॥ ২৩১৭
 অহল্যাকে কাতরা দেখিয়া তপোধন ।
 কহিলেন মম শাপ না হয় থগুন ॥ ২৩১৮
 জন্মিবেন যবে রাম দশরথ-ঘরে ।
 বিশ্বামিত্র লয়ে যাবে যজ্ঞ রাখিবারে ॥ ২৩১৯
 তোমার মাথায় পদ দিবেন বখন ।
 তখনি হইবে মুক্ত না কর ক্রন্দন ॥ ২৩২০
 ইহা শুনি লক্ষণ বলেন শুন মুনি ।
 কেমনে দিবেন পদ উনি যে আক্ষণী ॥ ২৩২১
 বিশ্বামিত্র কহিলেন শুন রঘুবর ।
 আক্ষণী নহেন উনি এখন প্রস্তুর ॥ ২৩২২

এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন।
 তদুপরি করিলেন চরণ অর্পণ ॥ ২৩২৩
 তাহাতে হইল তাঁর শাপ-বিমোচন।
 আনন্দিত শুনিয়া গৌতম তপোধন ॥ ২৩২৪
 অহল্যাকে দেখিয়া সানন্দ মহামুনি।
 পুনর্বার করিলেন পুত্রের ছাউনি ॥ ২৩২৫
 কৃতিবাস কীর্তিবাস রচে রামায়ণ।
 আদাকাণ্ডে গাহিল অহল্যা-বিবরণ ॥ ২৩২৬

শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক তিনি কোটি রাক্ষস
 বধ ও মুনিগণের যজ্ঞসমাধান এবং
 হরধনু ভাসিবার জন্ম শ্রীরামচন্দ্রের
 মিথিলার গমন

শ্রীরাম বলেন প্রভু ! করি নিবেদন।
 কেবলে হইল মুক্ত সহস্রলোচন ॥ ২৩২৭
 মুনি বলিলেন শুন দশরথসূত।
 হইলেন বাসব সহস্র-যোনিযুত ॥ ২৩২৮
 লজ্জাযুত হইলেন দেব পুরন্দর।
 কি হবে উপায় সব ভাবেন অবর ॥ ২৩২৯
 অশুমেধ করিলেন তখন বাসব।
 যোনি ছিল ঘৃচিয়া হইল নেত্র সব ॥ ২৩৩০
 এইরূপে কথাবার্তা কহিতে কহিতে।
 তিনজনে চলিলেন গঙ্গার কুলেতে ॥ ২৩৩১
 পাষাণ হইল মুক্ত কৈবর্ত তা শনে।
 নৌকাখানি লইয়া সে পলাইল বলে ॥ ২৩৩২
 কৈবর্তকে ডাকিয়া কহেন তপোধন।
 না আসিলে তন্ম আমি করিব এখন ॥ ২৩৩৩
 এত শুনি কৈবর্তের উড়িল জীবন।
 আসিয়া মুনির কাছে দিল দরশন ॥ ২৩৩৪
 মুনি বলিলেন বলি কৈবর্ত তোমারে।

গঙ্গায় করহ পার এ তিনি জনারে ॥ ২৩৩৫
 কাতর কৈবর্ত কহে করিয়া বিনয়।
 নৌকাখানি জীর্ণ অম শতচন্দ্রময় ॥ ২৩৩৬
 তবে যদি আজ্ঞা কর মোরে তপোধন।
 কৃষ্ণে করি পার করি তোমা তিনি জন ॥ ২৩৩৭
 কোথা হ'তে আসিল এ পুরুষ-সুন্দর।
 পায়ের পরশে মুক্ত করিল প্রস্তর ॥ ২৩৩৮
 এ কথা শুনিয়া আমি সভ্য অন্তর।
 চরণধূলিতে মুক্ত হইল পাথর ॥ ২৩৩৯
 নৌকা মুক্ত হয় যদি লাগে পদধূলি।
 কি দিয়া পুবিব আমি মোর পোষাঙ্গলি ॥ ২৩৪০
 করিবেক গৃহিণী আমারে গালাগালি।
 বলিবে মুনির বোলে নৌকা হারাইলি ॥ ২৩৪১
 যদি বল শ্রীরামের চরণ ধোয়াই।
 নতুনা লাগিলে ধূলি তরণী হারাই ॥ ২৩৪২
 তরণীতে ভুরাস করিতে আরোহণ।
 ধোয়াইল কৈবর্ত শ্রীরামের চরণ ॥ ২৩৪৩
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র এই তিনি।
 পাটনী করিয়া পার দিল তিনি জনে ॥ ২৩৪৪
 শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষণ।
 ইহার সমান নাহি দেখি অকিঞ্চন ॥ ২৩৪৫
 শুভদৃষ্টে শ্রীরাম চাহেন তার পানে।
 হইল সুবর্ণময়ী তরণী তৎক্ষণে ॥ ২৩৪৬
 হইলেন গঙ্গা পার শ্রীরাম-লক্ষণ।
 কত দূরে মিথিলা জিজ্ঞাসেন তখন ॥ ২৩৪৭
 মুনি বলিলেন রাম চলছ সন্দর।
 এখনো মিথিলা আছে তিনি ক্রোশান্তর ॥ ২৩৪৮
 পার হয়ে যান রাম সহিত লক্ষণ।
 কহিতে লাগিল দেখি মুনিপজ্জিগণ ॥ ২৩৪৯
 দাদশবর্ষের রাম শিরে পঞ্চ বুঁটী।
 মারিবেন রাক্ষস কেমনে তিনি কোটি ॥ ২৩৫০

কোন ভাগাবতী পুত্র ধরিয়াছে গর্তে।
 কত শত পুণ্য সে যে করিয়াছে পূর্বে ॥ ২২৫১
 মুনিগণ আসিলেন করিতে কল্যাণ।
 আশিস করেন সবে হাতে দুর্বাধান ॥ ২৩৫২
 শ্রীরামেরে নিরখিয়া যত মুনিগণ।
 আনন্দসাগরে মগ্ন যত তপোধন ॥ ২৩৫৩
 সে দিন বধিয়া সুবে শ্রীরাম-লক্ষণ।
 প্রাতঃকালে মুনিরে করেন নিবেদন ॥ ২৩৫৪
 যে কার্য করিতে আসিলাম দুই ভাই।
 সেই কার্য অনুমতি করহ গোসাই ॥ ২৩৫৫
 মুনিমা বলেন শুন শ্রীরাম-লক্ষণ।
 এখনি করিব যজ্ঞ সকল ত্রাক্ষণ ॥ ২৩৫৬
 আমরা যখন করি যজ্ঞ আরম্ভণ।
 রক্তবৃষ্টি করে দৃষ্ট তাড়কানন্দন ॥ ২৩৫৭
 না পারি করিতে ক্ষেত্র আমরা ত্রাক্ষণ।
 যদি ক্ষেত্র করি হয় ধৰ্ম উভজ্বন ॥ ২৩৫৮
 শ্রীরাম বলেন প্রভু ! করি নিবেদন।
 অবিলম্বে কর যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভণ ॥ ২৩৫৯
 শুনিয়া রামের কথা তপস্তী সকলে।
 খোলা কুশ লইয়া গেলেন যজ্ঞছলে ॥ ২৩৬০
 কেহ ব্যাপ্রচর্মে বসে কেহ কৃশাসনে।
 বসিলেন পূর্বমুখ হইয়া আসনে ॥ ২৩৬১
 বেদপাঠ করিতে লাগিলেন সকলে।
 মন্ত্রের প্রভাবেতে আপনি অগ্নি জ্বলে ॥ ২৩৬২
 যজ্ঞের যতেক ধূম উড়য়ে আকাশে।
 দেখিয়া রাক্ষসগণ মনে মনে হাসে ॥ ২৩৬৩
 আমরা জীবত্তে থাকি মুনি যজ্ঞ করে।
 তিন কোটি নিশাচর সাজিয়া চল রে ॥ ২৩৬৪
 তিন কোটি লইয়া মারীচ নিশাচর।
 সাজিয়া আইল তারা যজ্ঞের ভিতর ॥ ২৩৬৫
 সকলে শ্রীরামেরে জানান মুনিগণ।

আসিছে রাক্ষসগণ কর নিরীক্ষণ ॥ ২৩৬৬
 দেখিলেন রঘুবীর নিশাচরগণ।
 বাপিয়াছে বসুমতী না যায় গণণ ॥ ২৩৬৭
 শ্রীরাম-লক্ষণ করে ধরি ধনুর্বাণ।
 আকণ পুরিয়া বাণ করেন সন্ধান ॥ ২৩৬৮
 পাদপ পাথর লয়ে আসিল বিস্তর।
 ভয়ঙ্কর কলেবর যত নিশাচর ॥ ২৩৬৯
 কটাক্ষেতে নিষ্কেপ করেন রাম শর।
 তাহাতে পড়িল এক কোটি নিশাচর ॥ ২৩৭০
 এক কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর।
 অন্য কোটি আসিল লইয়া ধনুঃশর ॥ ২৩৭১
 হীরা বাণ জীরা বাণ অতি খরধার।
 মারেন ইন্দ্রের বাণ কৌশলাকুমার ॥ ২৩৭২
 কুরুপা সুরুপা বাণ পাণ্ডুপত আর।
 রাক্ষস-উপরে পড়ে বলি মার মার ॥ ২৩৭৩
 গলাতে নির্মিত মণি-মাণিকের কঁাঠি।
 রামবাণে পড়িল রাক্ষস দুই কোটি ॥ ২৩৭৪
 শ্রীরামেরে আশীর্বাদ করে মুনিগণ।
 সবে বলে জয়ী হোক শ্রীরাম-লক্ষণ ॥ ২৩৭৫
 ত্রাক্ষণের আশিসে না হয় হেন নাই।
 মার মার করিয়া যুরোন দুই ভাই ॥ ২৩৭৬
 বারুণাদ্র পাশ বায়ু বাণ কালানল।
 এড়িলেন বহু বাণ সমরে অটল ॥ ২৩৭৭
 মারিলেন শ্রীরাম গন্ধর্ব নামে শর।
 রামময় দেখিল সকল নিশাচর ॥ ২৩৭৮
 আপনা আপনি সব কাটাকাটি করে।
 সকল দেবতা দেখি হাসয়ে অন্তরে ॥ ২৩৭৯
 শ্রীরাম করেন যুদ্ধ কাপাইয়া ঘাটি।
 রামবাণে পড়িল রাক্ষস তিন কোটি ॥ ২৩৮০
 তিন কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর।
 রামের উপর মারে তীক্ষ্ণ সব শর ॥ ২৩৮১

নিরন্তর বাণ মারে নিশাচরগণ।
 কত সহিবেন আর ভাই দুই জন ॥ ২৩৮২
 হইলেন জর্জর বাণেতে রঘুবীর।
 শোণিত-শোভিত অতি শামল শরীর ॥ ২৩৮৩
 আশীর্বাদ করেন অমর ভিজয়ে।
 হউক রামের জয় রাক্ষসের ক্ষয় ॥ ২৩৮৪
 আক্ষণের আশীর্বাদে বাড়িল যে বল।
 মার মার করিয়া গেলেন রণজল ॥ ২৩৮৫
 আকর্ষ পূরিয়া বাণ মারেন রাঘব।
 বরিষয়ে বর্ষায় যেমন মেঘ সব ॥ ২৩৮৬
 অর্ধচন্দ্র বিশিষ্ঠের কি কহিব কথা।
 তাহাতে কাটেন রাম দুই পাত্র-মাথা ॥ ২৩৮৭
 দুই পাত্র পড়ে যদি রাধের ভিতর।
 মারীচ রুষিল তবে তাড়কাকোঁৰ ॥ ২৩৮৮
 কোথা গেল রাম কোথা গেল বা লক্ষণ।
 তিন কোটি রাক্ষস নারিল কোন্ জন ॥ ২৩৮৯
 মারীচ সে মহাবীর কৃপিয়া অন্তরে।
 ঘন ঘন বাণ মারে রামের উপরে ॥ ২৩৯০
 মহাবীর রামচন্দ্র না হন কাতর।
 শরবৃষ্টি করেন যেমন জলধর ॥ ২৩৯১
 মারীচেরে রক্ষা করে যত দেবগণ।
 মারীচ মনিলে নহে সীতার হরণ ॥ ২৩৯২
 বজ্রবাণ বলি রাম করিল শ্মরণ।
 আসিয়া সে বজ্রবাণ দিল দরশন ॥ ২৩৯৩
 শ্রীরামের বজ্রবাণ বজ্র সে ছতুকে।
 নির্ধাত পড়িল দুষ্ট মারীচের বুকে ॥ ২৩৯৪
 বুকে বাণ বাজিয়া নাটাই হেন ঘূরে।
 ডানাডাঙা পাথী যেন উড়ে ধীরে ধীরে ॥ ২৩৯৫
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় মারীচ কাতর।
 সাত দিনে উত্তরিল লক্ষার ভিতর ॥ ২৩৯৬
 বহুজীব খাইয়া মারীচ লক্ষাবাসী।

বিবেকে সংসার তাজি হইল সম্মাসী ॥ ২৩৯৭
 কহে যদি মরিতাম বালকের বাণে।
 কি করিত দস্যুবৃত্তি কি করিত ধনে ॥ ২৩৯৮
 শিরে জটা ধরিয়া বাকল পরিধান।
 শয়নে শ্বপনে করে রামছয় ধ্যান ॥ ২৩৯৯
 বটবৃক্ষতলে তপ কৈল আরভণ।
 রাম বিনা মারীচের অন্যে নাহি মন ॥ ২৪০০
 হেথা যজ্ঞ মুনিরা করিল সমাধান।
 আশিস করেন রামে দিয়া দুর্বাধান ॥ ২৪০১
 যজ্ঞ অবশ্যে যেই ফলমূল ছিল।
 খাইতে সে সব ফল দুই ভায়ে দিল ॥ ২৪০২
 সে রাত্রি বৎসেন রাম মুনির আশ্রমে।
 প্রভাতে একত্র হন মুনিগণ ত্রুমে ॥ ২৪০৩
 সূভাতে বসিয়া যুক্তি করে সর্বজন।
 সামান্য মনুষ্য নহে রাম নারায়ণ ॥ ২৪০৪
 যিনি যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞে রাখিলেন তিনি।
 দশরথ-পুণ্যকলে অবতীর্ণ ইনি ॥ ২৪০৫
 রাক্ষসের তয় কর কি কারণে আর।
 রাক্ষস-বর্ধার্থে হরি নিজে অবতার ॥ ২৪০৬
 করিলেন এই পথ জনক ভূপতি।
 রাম বিনা তাহাতে না হবে অনো কৃতী ॥ ২৪০৭
 বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবর।
 মিথিলাতে ইইবে সীতার স্বয়ংবর ॥ ২৪০৮
 করেছে প্রতিজ্ঞা এই জানকীর পিতা।
 হরধনু ভাসিবে যে তাকে দিবে সীতা ॥ ২৪০৯
 কত শত নরপতি আসে আর যার।
 দেখিয়া হরের ধনু ছারিয়া পলায় ॥ ২৪১০
 দেখিলাম যে তোমারে বীর বলবান।
 মনে হয় ধনুক করিবে দুইখান ॥ ২৪১১
 শ্রীরাম বলেন আজ্ঞা কর যে এখন।
 তাহা করি তব আজ্ঞা লজ্জে কোন্ জন ॥ ২৪১২

এ কথা কহেন যদি কৌশল্যানন্দন।
 রামেরে লইয়া যান সকল ত্রাস্তণ ॥ ২৪১৩
 হাতে ধনু করি যান শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
 আগে পাহে চলিলেন সকল ত্রাস্তণ ॥ ২৪১৪
 বিশ্বামিত্র বলিলেন শুন রঘুবর।
 অগ্রেতে গমন করি জনকের ঘর ॥ ২৪১৫
 এ কথা শুনিয়া রাম বলেন তাহারে।
 আগে শিয়া বার্তা দেহ জনক রাজারে ॥ ২৪১৬
 বিশ্বামিত্র দেখিয়া উঠিল সর্বজন।
 আইস বলিয়া দিল বসিতে আসন ॥ ২৪১৭
 মুনি বলিলেন শুন জনক রাজন।
 তব ঘরে আইলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ২৪১৮
 তাঢ়কারে মারিলেন হেলাম দে জন।
 অহলার করিলেন শাপ-বিমোচন ॥ ২৪১৯
 কৈবর্তকে তারিলেন কৃপা-বিতরণে।
 তিন কোটি রাক্ষস মরিল যাইর বাণে ॥ ২৪২০
 সেই রাম দাদশ বৎসর বয়ঃক্রম।
 লক্ষ্মণ তাহার ভাই দুই অনুপম ॥ ২৪২১
 এ কথা শুনিয়া রাজা রাজসভাজন।
 কহিল সীতার বর আসিল এখন ॥ ২৪২২
 আসিল সমষ্ট সোক করিতে দর্শন।
 বন্ধুকর ধরিয়া ধাইল অক্ষজন ॥ ২৪২৩
 সবে বলে দেখিব লক্ষ্মণ আর রাম।
 মিথিলার সব লোক হাড়ে গৃহকাম ॥ ২৪২৪
 উচ্চ করি বান্ধিয়াছে শিরে পঞ্চবুটী।
 গলাতে নির্মিত মণি-মাণিকোর কাঠী ॥ ২৪২৫
 বিশ্বামিত্র লরে যান জনকের ঘরে।
 অন্তর্জে রামেরে লইল সমানরে ॥ ২৪২৬
 উঞ্জাসিত কহেন জনক নৃপবর।
 আসিল সীতার বর এত দিন পর ॥ ২৪২৭
 কৌশিক বলেন শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।

জনকেরে প্রণাম করছ দুই জন ॥ ২৪২৮
 শুরুবাকা অনুসারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
 করিলেন শ্রীরাম রাজাকে সন্তানণ ॥ ২৪২৯
 আলিঙ্গন দিলেন জনক দোহাকারে।
 ভাসিলেন তখন আলন্দ-পারাবারে ॥ ২৪৩০
 মহাযোগী জনক জানেন অভিপ্রায়।
 গোলোক হাড়িয়া হরি দেখি মিথিলায় ॥ ২৪৩১
 ধূজটির দুর্জয় ধনু আছে যেইখালে।
 সভা সহ গেল সেই দ্বয়ঃবর-ছালে ॥ ২৪৩২
 হেনকালে জনক বলেন কৃতৃহলে।
 সভায় বসিয়া কথা শুনেন সকলে ॥ ২৪৩৩
 যে জন শিবের ধনু ভাসিবারে পারে।
 সীতা নামে কন্যা আমি সমর্পিব তারে ॥ ২৪৩৪
 এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন।
 ধনুকের সংগ্রিটে করেন গমন ॥ ২৪৩৫
 হেনকালে সীতাদেবী সহ সৰীগণ।
 অট্টালিকা পরি উঠি করে নিরীক্ষণ ॥ ২৪৩৬
 জানকী বলেন সখি ! করি নিবেদন।
 কোন জন রাম বা লক্ষ্মণ কোন জন ॥ ২৪৩৭
 সীতারে দেখায় সৰীগণ তুলি হাত।
 দূর্বাদলশাম আই রাম রঘুনাথ ॥ ২৪৩৮
 রামেরে দেখিয়া সীতা ভাবিলেন মনে।
 হে বিরিষ্মি ! করিও না বপ্তিত এ ধনে ॥ ২৪৩৯
 দেবগণে প্রার্থনা করেন সীতা মনে।
 সামী করি দেহ রাম কমললোচনে ॥ ২৪৪০

সীতাদেবীর দেবগণের নিকট বর প্রার্থনা
 কৃতাঞ্জলি সূচিতিতা, প্রার্থনা করেন সীতা,
 শুনছ যতেক দেবগণ !
 যদি রাম শুণনিধি, মিলাইয়া দেহ বিধি,
 তবে ইয় কামনা পূরণ ॥ ২৪৪১

শুন দেব হতাশন,
শুনহ আমার পরিহার।
মহেন্দ্র বরঞ্চ কাল,
মহাদেব করছ নিষ্ঠার॥ ২৪৪২
কাতায়নী ভগবতী,
পতি দেহ রাম উপমণি।
তুমি শিব তুমি ধাতা,
বেদমাতা হরের ঘরণী॥ ২৪৪৩
চণ্ড মুণ্ড আদিষ্ট,
দেবগণে করিলা নিষ্ঠার।
শ্রীরামেরে পতি দেহ,
রাম বিনা গতি নাহি আর॥ ২৪৪৪
কমঠ-কঠোর ধনু,
কেমনে তুলিবে শরাসন।
কত শত বীরগণে,
দারুণ পিতার এই পগ॥ ২৪৪৫
সীতার এমন মন,
আকাশে হইল দৈববাণী।
শুন গো জনকসূতা,
যামী তব রাম রঘুমণি॥ ২৪৪৬
ফুলের ধনুক প্রায়,
ভাসিবেন কৌশল্যানন্দন।
দেবতাগণের কথা,
এই কৃত্তিবাসের বচন॥ ২৪৪৭

শ্রীরাম কর্তৃক হরধনুভঙ্গ, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-
ভৱত-শক্রঘ্রের বিবাহ ও পরশুরামের
শর শ্রীরামের প্রাপ্ত হওন বিবরণ
ধনুকের ঘরে রাম গেলেন মথন।
ধনুক তোলহ রাম ! বলে সর্বজন॥ ২৪৪৮
যত যত রাজা আছে ভাবিল অন্তরে।
দেখিব কেমন শিশু ধনুভঙ্গ করে॥ ২৪৪৯

বিশ্মিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
ধনুক তোলহ রাম ! বলে সর্বজন॥ ২৪৫০
লক্ষ্মণ বলেন শুন জ্যোষ্ঠ মহাশয়।
ঘৃতাও ধনুক ধরি সবার বিশ্ময়॥ ২৪৫১
শ্রীরাম বলেন শুন গাধির নন্দন।
আজ্ঞা কর করিব কি ধনুক ধারণ॥ ২৪৫২
এতেক বলিয়া রাম সহসা-বদলে।
ধনুক ধরেন করে দেখে সর্বজনে॥ ২৪৫৩
ধনুক তুলিয়া রাম বলে লক্ষণে।
ভাসিব শিবের ধনু ভয় হয় মনে॥ ২৪৫৪
ধনুতে অর্পিয়া ওঁ বলেন মুনিরে।
তাহা করি যাহা আজ্ঞা করিবে আমারে॥ ২৪৫৫
মুনি বলিলেন রাম দেখাও কৌতুক।
মনোরথ পূর্ণ কর ভাসিয়া ধনুক॥ ২৪৫৬
আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরাম দিলেন ওঁগে টান।
মড় মড় শব্দে ধনু হৈল দুইখান॥ ২৪৫৭
সভায় সকল সোক হারাইল জ্ঞান।
ত্রিভুবন সঘনে হইল কম্পমান॥ ২৪৫৮
হইলেন জনক ভূপতি হরযিত।
বাদ্য বাজে মিথিলানগরে অগণিত॥ ২৪৫৯
গলে বন্দু দিয়া রাজা অতি সমাদরে।
নিমন্ত্রণ একে একে সবাকারে করে॥ ২৪৬০
সুমন্ত্র ত্রাঙ্গণ রামে লয়ে গেল ঘরে।
সুমন্ত্রের ত্রাঙ্গণী কৌশল্যা নাম ধরে॥ ২৪৬১
কৌশল্যার তুলা কেহ নহে ভাগ্যবতী।
মা মা বলিয়া যাঁরে ডাকেন শ্রীপতি॥ ২৪৬২
সুমন্ত্র মুনির ঘরে রাখিয়া রামেরে।
বিশ্বামিত্র গেলেন যে জনকের পুরে॥ ২৪৬৩
সীতাদেবী বন্দিলেন মুনির চরণ।
আনন্দিত হইল জনক যশোখন॥ ২৪৬৪
জনক বলেন প্রভু ! করি নিবেদন।

ସୀତାର ବିବାହ ଜନ୍ୟ କର ଶୁଭକୃଷ୍ଣ ॥ ୨୪୬୫
 ଏ କଥା ଶୁନିଯା ମୁଣି ଗାଧିର ନନ୍ଦନ ।
 ଅମନି ଆଇଲ ଯଥା ଶ୍ରୀରାମ-ଲଙ୍ଘଣ ॥ ୨୪୬୬
 ମୁଣି ବଲିଲେନ ରାମ ! ଏଇ ଆମି ଚାଇ ।
 ବିବାହ କରିଯା ଘରେ ଯାବେ ଦୁଇ ଭାଇ ॥ ୨୪୬୭
 ଶ୍ରୀରାମ କହେନ ପ୍ରଭୁ ! ନିବେଦି ତୋମାରେ ।
 ଆମା ଦୌଛେ ଲଜ୍ଜେ ଚଳ ଅଯୋଧ୍ୟାନଗରେ ॥ ୨୪୬୮
 ବନ୍ଦଦିନ ଆସିଯାଛି ତୋମାର ସହିତ ।
 ବିଲସ ହଇଲେ ପିତା ହବେନ ଚିନ୍ତିତ ॥ ୨୪୬୯
 ଚାରି ଭାଇ ଜନ୍ୟ ଲହିଯାଛି ଏକଦିନେ ।
 ମେ ମବାରେ ଛାଡ଼ି କରି ବିବାହ କେମନେ ॥ ୨୪୭୦
 ଏ ଚାରି ଭାତାରେ ଯେହି କନ୍ୟା ଦିବେ ଚାରି ।
 ଚାରି ଭାଇ ବିବାହ କରିବ ଘରେ ତାରି ॥ ୨୪୭୧
 ଏଇ ବାକ୍ୟ ନିଃସରିଲ ଶ୍ରୀରାମେର ତୁଣ୍ଡେ ।
 ଆକାଶ ଭାଜିଯା ପଡେ କୌଣ୍ଠିକେର ମୁଣ୍ଡେ ॥ ୨୪୭୨
 ଦୁଃଖିତ ହଇଯା ମୁଣି ଗେଲେନ ତଥନ ।
 ଜନକେର ନିକଟେ ଦିଲେନ ଦରଶନ ॥ ୨୪୭୩
 ଜନକ ବଲେନ ପ୍ରଭୁ ! କରି ନିବେଦନ ।
 ସୀତାର ବିବାହ-ଦିନ କର ଶୁଭକୃଷ୍ଣ ॥ ୨୪୭୪
 ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଲେନ ଶୁନନ ନରପତେ ।
 ରାମେର ମନନ ନହେ ବିବାହ କରିତେ ॥ ୨୪୭୫
 କହିଲେନ ବନ୍ଦକାଳ ଛାଡ଼ିଯାଛି ଘର ।
 ବିଲସ ହଇଲେ ପିତା ହବେନ କାତର ॥ ୨୪୭୬
 ଯେ ଚାରି ଭାଇକେ ଚାରି କନ୍ୟା ସମର୍ପିବେ ।
 ତାର ଘରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ କରିବେ ॥ ୨୪୭୭
 ଶୁନିଯା ଭାବେନ ରାଜା କରି ହେଟମାଥା ।
 ସୀତା ବିନା କନ୍ୟା ନାହିଁ ଆମ ପାବ କୋଥା ॥ ୨୪୭୮
 ଏତେକ ଭାବିଯା ରାଜା ବିଷନ୍ଦ-ବଦନ ।
 ଶତାନନ୍ଦ ପୁରୋହିତ କହିଛେ ତଥନ ॥ ୨୪୭୯
 କେଳ ରାଜା ! ହଇଯାଇ ବିଚଲିତ-ମନ ।
 ତବ ଘରେ ଚାରି କନ୍ୟା ହଇବେ ଘଟନ ॥ ୨୪୮୦

ତୋମାର କନିଷ୍ଠ ଭାଇ କୁଶକଜ ନାମ ।
 ତାର ଦୁଇ କନ୍ୟା ଆହେ କୃପଶୁଣ୍ଡଧାମ ॥ ୨୪୮୧
 ତୋମାର ଦୁହିତା ଦୁଇ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ।
 ଚାରି ଭାସେ ସମର୍ପଣ କର କନ୍ୟା ଚାରି ॥ ୨୪୮୨
 ଶ୍ରୀରାମେର ମେ ବାସନା ହଲେ ମେହମତ ।
 ତାହାରେ ଜାନାଓ ଗିଯା ସମାଚାର ଯତ ॥ ୨୪୮୩
 ହରାଷିତ ହରେ ମୁଣି ଗାଧିର କୋଞ୍ଜର ।
 ବାର୍ତ୍ତା ଗିଯା ଦେନ ତବେ ରାମେର ଗୋଚର ॥ ୨୪୮୪
 ଶୁନ ରାମ ! ନାହିଁ ଦେଖି ଇହାକେ ବାଧକ ।
 ଚାରି ଭାସେ ଚାରି କନ୍ୟା ଦିବେନ ଜନକ ॥ ୨୪୮୫
 ରାମ ବଲିଲେନ ପ୍ରଭୁ ! କରି ନିବେଦନ ।
 ସବ ଭାଇ ହେଥା ନାହିଁ କରିବ କେମନ ॥ ୨୪୮୬
 ଇହାତେ ବାଧକ ଆରୋ ଆଛେ ମୁନିବର ।
 ନିବାହ କରିତେ ନାରି ପିତୃ-ଅଗୋଚର ॥ ୨୪୮୭
 ଆମାରେ ବିବାହ ଦିତେ ଯଦି ଆଛେ ମନ ।
 ଅଯୋଧ୍ୟାତେ ମନୁଜା ପାଠାଓ ଏକ ଜନ ॥ ୨୪୮୮
 ଏତେକ ଶୁନିଯା ଗିଯା ଗାଧିର ନନ୍ଦନ ।
 କହିଲେନ ଜନକେରେ ସର୍ବ-ବିବରଣ ॥ ୨୪୮୯
 ଶୁନିଯା ଭାବେନ ରାଜା ଭାବେ ଗଦଗଦ ।
 ବଚନ-ମନେର ଅଗୋଚର ଏ ସମ୍ପଦ ॥ ୨୪୯୦
 ମୁଣି ବଲିଲେନ ଶୁନ ଜନକ ରାଜନ ।
 ଆନିବାରେ ରାଜାରେ ପାଠାଓ ଏକ ଜନ ॥ ୨୪୯୧
 ରାଜା ବଲିଲେନ ମୁଣି ! କରି ନିବେଦନ ।
 ତୋମା ଭିନ୍ନ କେ ଯାଇବେ ଅଯୋଧ୍ୟାଭୂବନ ॥ ୨୪୯୨
 ଏ କଥା ଶୁନିଯା ମୁଣି ଭାବିଲେନ ମନେ ।
 ଘଟକ ହଇଯା ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟା-ଭୂବନେ ॥ ୨୪୯୩
 ଏଇ ଯଶ ଆମାର ଘୁଷିବେ ତ୍ରିଭୂବନେ ।
 ବିବାହ ଦିଲାମ ଆମି ଶ୍ରୀରାମ-ଲଙ୍ଘଣେ ॥ ୨୪୯୪
 ଏତେକ ଭାବିଯା ମୁଣି କରିଲ ଗମନ ।
 ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମେ ପ୍ରଥମତଃ ଦିଲ ଦରଶନ ॥ ୨୪୯୫
 ଶୁଧ୍ୟ ସକଳ ମୁଣି କି ଶୁଣି କୌତୁକ ।

রাম না কি ভাসিয়াছে হরের ধনুক ॥ ২৪৯৬
 মুনি বলে করিবারে সীতার কল্যাণ।
 শিবধনু আপনি ইহল দুইথান ॥ ২৪৯৭
 বিশ্বামিত্র সিঙ্কাশম পশ্চাত্ করিয়া।
 গঙ্গার কূলেতে মুনি উত্তরিল গিয়া ॥ ২৪৯৮
 গঙ্গাপার ইয়ে চলেন মুনিবর।
 অহল্যা যেখানে ছিল ইয়ে পাথর ॥ ২৪৯৯
 অহল্যার তপোবন পশ্চাত্ করিয়া।
 পৰন্তে জন্মভূমি উত্তরিল গিয়া ॥ ২৫০০
 পৰন্তে জন্মভূমি থুয়ো কত দূর।
 তাড়কার বনে যান কাছে সরযুর ॥ ২৫০১
 করিলেন সরযুর নীর সংস্পর্শন।
 দুরেতে থাকিয়া দেখে অযোধ্যার জন ॥ ২৫০২
 আসিয়া যে মুনিরাজ রামে লয়ে গেল।
 একা মুনি আসিতেছে রাম না আসিল ॥ ২৫০৩
 এ কথা কহিল গিয়া দশরথ প্রতি।
 বজ্রপাত মত জ্ঞান করেন ভূপতি ॥ ২৫০৪
 কান্দিয়া বাহিরে আসি অজের নন্দন।
 রামে না দেখিয়া কহে কাতর-বচন ॥ ২৫০৫
 একা যে আসিলে মুনি ! রাম মোর কোথা।
 ইহল প্রত্যক্ষ বুঝি অঙ্গকের কথা ॥ ২৫০৬
 কোথা রাম কোথা বা লক্ষণ শুণনিধি।
 দরিদ্রেরে দিয়া নিধি হরিলেন বিধি ॥ ২৫০৭
 যজ্ঞরক্ষা হেতু লয়ে গেলে নিজবাস।
 ছলেতে করিলে মুনি ! যম সর্বনাশ ॥ ২৫০৮
 রাক্ষস-বধের হেতু লইয়া কুমার।
 কে জ্ঞানে বশিবে মুনি ! পরাণ আমার ॥ ২৫০৯
 বার্তা পেয়ে আসিল রাজার যত রাণী।
 ভদ্র হারায়ে যেন ফুরারে বাঘিনী ॥ ২৫১০
 কৌশল্যা সুমিত্রা রাণী হাহাকার করে।
 প্রমাদ পড়িল আজি অযোধ্যানগরে ॥ ২৫১১

অষ্ট বৎসরের রাম দশ নাহি পূরে।
 হেন রামে খাইল কি বলে নিশ্চাচরে ॥ ২৫১২
 আকুল ইহল রাজা অজের কুমার।
 বিশ্বামিত্র ভাবিলেন এ কি চমৎকার ॥ ২৫১৩
 রাজারে বুবায় যবে পাত্রমিত্রগণ।
 হেনকালে আইলেন বশিষ্ঠ ত্রাসণ ॥ ২৫১৪
 বশিষ্ঠ বলেন কহ গাধির নন্দন।
 রামের মদল শুনি জুড়ক জীবন ॥ ২৫১৫
 এই কথা শুনিয়া কহেন তপোধন।
 তাল মন্দ না শুনিয়া কাদ কি কারণ ॥ ২৫১৬
 বশিষ্ঠ বলেন মুনি ! কহ কি আশৰ্ব।
 রামে না দেখিয়া কারো মন নহে ধৈর্য ॥ ২৫১৭
 রাম ধান রাম জ্ঞান রাম সে জীবন।
 রাম বিনা অঙ্গকার অযোধ্যাভুবন ॥ ২৫১৮
 লোটায়ে পড়েন রাজা মুনি-পদতলে।
 কোথায় লক্ষণ কোথা রাম সদা বলে ॥ ২৫১৯
 নিশ্বামিত্র বলেন শুনহ যশোধন।
 পুত্রের বিক্রম-কথা করহ শ্রবণ ॥ ২৫২০
 তাড়কাকে মারিলেন কৌশল্যানন্দন।
 অহল্যাকে করিলেন শাপে বিমোচন ॥ ২৫২১
 কৈবর্তকে কৃতার্থ করিলেন শ্রীরাম।
 রাক্ষস মারিয়া পূর্ণ করিলেন কাম ॥ ২৫২২
 জনক করিয়াছিল ধনুর্ভজ-পণ।
 তাহাতে হারিয়া গেল যত রাজগণ ॥ ২৫২৩
 শকরের ধনুক করিয়া দুইথান।
 লক্ষ্মীকূপা কল্যা রাম পাইলেন দান ॥ ২৫২৪
 চারি কল্যা দিবেক জনক চারি ভাসে।
 চল মহারাজ ! শীত্র দুই পুত্র লয়ে ॥ ২৫২৫
 এ কথা শুনিয়া রাজা আনন্দ-বিহুলে।
 প্রণতি করেন মুনিচরণকমলে ॥ ২৫২৬
 অযোধ্যাতে তখন পড়িয়া গেল সাত্তা।

সক্ষ সক্ষ হষ্টী সাজে সক্ষ সক্ষ ঘোড়া ॥ ২৫২৭
 নানাকৃত্তি রথ সাজে অতি সুশোভন ।
 ডাকিয়া আনিল রাজা ভরত শত্রুঘ্ন ॥ ২৫২৮
 দুরা করি সবারে করিল নিমন্ত্রণ ।
 অযোধ্যার লোক সব করিল সাজন ॥ ২৫২৯
 অগ্রে রথে চড়িলেন যতেক ব্রাহ্মণ ।
 চড়িলেন রথে রাজা সহ পুত্রগণ ॥ ২৫৩০
 বলেন কৌশল্যাদেবী সুমিত্রাদেবীরে ।
 না পাই হরিজ্ঞা দিতে রামের শরীরে ॥ ২৫৩১
 সুমিত্রা বলেন দিদি ! কেন ভাব আর ।
 রামের নামেতে করি অঙ্গ-আচার ॥ ২৫৩২
 সক্ষ সক্ষ পদাতিক চলিলেক সঙ্গে ।
 চতুর্বর্তী চলিলেন সৈন্য চতুরঙ্গে ॥ ২৫৩৩
 রামবার পড়ে ভাট বেদ লিপ্রগণ ।
 মিথিলার এবে কিছু শুন বিবরণ ॥ ২৫৩৪
 সীতাকৃপে লক্ষ্মী নিজে তথার জন্মিল ।
 মিথিলানগর থেনে পূর্ণিত হইল ॥ ২৫৩৫
 ঘৃত-দুষ্ক্রে জনক করিল সরোবর ।
 হানে হানে ভাণ্ডার করিল মনোহর ॥ ২৫৩৬
 ঢাল রাশি রাশি সুমিষ্ঠান কাঁড়ি কাঁড়ি ।
 হানে হানে রাখে রাজা সক্ষ সক্ষ হাঁড়ি ॥ ২৫৩৭
 হেথো সৈন্যগণ লয়ে অজের নন্দন ।
 সরযু নদীর তীরে দিল দরশন ॥ ২৫৩৮
 সরযু নদীতে রাজা করি দ্বান দান ।
 মিষ্ঠান ভোজন করে মিষ্ঠ জলপান ॥ ২৫৩৯
 পুরিতে সরযু নদী উত্তীর্ণ হইয়া ।
 তাড়কার অরণ্যেতে প্রবেশেন গিয়া ॥ ২৫৪০
 কৌশিক বলেন শুন অজের নন্দন ।
 এই বলে তাড়কা হইল নিপাতন ॥ ২৫৪১
 শুনিয়া বলেন রাজা অজের নন্দন ।
 তাড়কা রাঙ্কসী প্রভু ! দেখির কেমন ॥ ২৫৪২

তাড়কার নিকটে গেলেন দশরথ ।
 দেখেন পড়িয়া আছে আওলিয়া পথ ॥ ২৫৪৩
 তাড়কা দেখিয়া রাজা ভবিলেন মনে ।
 ইহারে বালক রাম মারিল কেমনে ॥ ২৫৪৪
 তাড়কার বন রাজা পশ্চাত করিয়া ।
 পবনের জন্মভূমি দেখিলেন গিয়া ॥ ২৫৪৫
 পবনের জন্মভূমি পশ্চাত করিয়া ।
 অহলার আশ্রমেতে উত্তরিল গিয়া ॥ ২৫৪৬
 অহলার তপোবন পশ্চাত করিয়া ।
 গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন গিয়া ॥ ২৫৪৭
 যে কৈবর্ত শ্রীরামেরে পার করেছিল ।
 রাজার সে নাম শুনি নৌকা সাজাইল ॥ ২৫৪৮
 নৌকাতে হইল পার যত সৈন্যগণ ।
 সিদ্ধাশ্রম দর্শন করেন যশোধন ॥ ২৫৪৯
 ভূগতি বলেন মুনি নিবেদন করি ।
 কত দূর আছে আর মিথিলানগরী ॥ ২৫৫০
 বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ মৃপবর ।
 আছে আর তিন ক্রোশ মিথিলানগর ॥ ২৫৫১
 মুনি-গঞ্জী সবে বলে রাজা পূর্ণকাম ।
 যাহার ওরসে জন্ম জাইলেন রাম ॥ ২৫৫২
 সিদ্ধাশ্রম দশরথ পশ্চাত করিয়া ।
 মিথিলার সমিকটে উপহিত গিয়া ॥ ২৫৫৩
 আহুদিতে প্রজা সব আর সৈন্যগণ ।
 নানাজাতি অন্ত থেলে বাজয়ে বাজন ॥ ২৫৫৪
 দৃত গিয়া বার্তা দিল জনক রাজারে ।
 অন্তর্জে লও রাজা অজের কুমারে ॥ ২৫৫৫
 রথ হ'তে নামিলেন অযোধ্যার পতি ।
 করিলেন জনক আদরে বহ প্রতি ॥ ২৫৫৬
 জনক বলেন রাজা যদি কর দয়া ।
 তব চারি পুত্রে দেই চারিটি তনয়া ॥ ২৫৫৭
 দশরথ বলিলেন শুন হে জনক ।

সন্ধিক্ষ হইল ছির তবে কি বাধক ॥ ২৫৫৮
 উভয়ে হইল শিষ্টাচার সম্ভাষণ ।
 বিদায় হইয়া রাজা করেন গমন ॥ ২৫৫৯
 যেই ঘরে বসিয়া আছেন রঘুবীর ।
 সেই ঘরে চলিলেন দশরথ ধীর ॥ ২৫৬০
 পিতার আদেশ পেয়ে হইয়া বাহির ।
 বন্দিলেন পিতৃপদন্ধন রঘুবীর ॥ ২৫৬১
 লক্ষণ বন্দিল শিয়া পিতার চরণ ।
 রামের চরণ বন্দে ভগত শক্তয় ॥ ২৫৬২
 লক্ষণ বন্দিল শিয়া ভরতে তখন ।
 শক্তয় আসিয়া বন্দে সোদর লক্ষণ ॥ ২৫৬৩
 চারি ভাতা পরম্পরে করে আলিঙ্গন ।
 সুখে পুলকিত অঙ্গ অজের নন্দন ॥ ২৫৬৪
 ঘাটেতে উত্তরে কেহ উত্তরে বা মাঠে ।
 কেহ পাক করি খায় সরোবর-ঘাটে ॥ ২৫৬৫
 গেলেন বশিষ্ট মুনি জনকের ঘর ।
 সত্তা করি বসেছেন জনক নৃপত্তি ॥ ২৫৬৬
 বশিষ্টে দেখিয়া রাজা করে অভ্যর্থন ।
 পাদ্য অর্ধা দিল আর বসিতে আসন ॥ ২৫৬৭
 কহিতে লাগিল রাজা জনক তখন ।
 সীতার বিবাহ-লগ্ন কর শুভক্ষণ ॥ ২৫৬৮
 বশিষ্ট সত্তার মধ্যে জোতিষ মেলিল ।
 পুনর্বসু কর্কটেতে কল্যালগ্ন হৈল ॥ ২৫৬৯
 তাহাতে বিবাহ-বিধি হইলে ঘটন ।
 শ্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কদাচন ॥ ২৫৭০
 সেই লগ্ন করিল যে যত বন্ধুজন ।
 স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ ॥ ২৫৭১
 শ্রী-পুরুষ বিচ্ছেদ না হয় কালান্তরে ।
 কেবলে মারিবে তবে লক্ষ্মার দৈশ্বরে ॥ ২৫৭২
 করহ মন্ত্রণা এই বলি সারোক্ষার ।
 লগ্ন ভষ্ট কর শিয়া শ্রীরাম-সীতার ॥ ২৫৭৩

নর্তক হইয়া তবে যাও শশধর ।
 নৃত্য কর শিয়া তুমি জনকের ঘর ॥ ২৫৭৪
 তব নৃত্য দেখিলে ভুলিবে সর্বজন ।
 অতীত হইবে তবে কর্কট লগন ॥ ২৫৭৫
 শুভলগ্ন করিয়া বশিষ্ট মুনিবর ।
 বার্তা লয়ে দিলেন যে ভূপতি-গোচর ॥ ২৫৭৬
 আনন্দিত হইলেন অজের নন্দন ।
 আয়োজন করিলেন সর্ব-আভরণ ॥ ২৫৭৭
 ভারে ভারে দৰি দুঃখ ভারে ভারে কলা ।
 ভারে ভারে শ্রীর ঘৃত শর্করা উজ্জলা ॥ ২৫৭৮
 সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারীগণ ।
 অধিবাস করিবারে চলেন আক্ষণ ॥ ২৫৭৯
 সত্তা করি বসেছেন জনক ভূপতি ।
 সেইখালে গেলেন বশিষ্ট মহামতি ॥ ২৫৮০
 দ্রবোর যতেক ভার এড়িলেক শিয়া ।
 বসেন বশিষ্ট কৃশ-আসন পাতিয়া ॥ ২৫৮১
 ঘট সংজ্ঞাপন করে যেমন বিধান ।
 উপরেতে আত্মাখা নৌচে দূর্বাধান ॥ ২৫৮২
 বেদক্ষেত্র করিতে লাগিলেন আক্ষণ ।
 সীতারে আনিল দিয়া নানা আভরণ ॥ ২৫৮৩
 বসিলেন সীতাদেবী সুবর্ণের পাটে ।
 বেদমন্ত্র দিল গন্ধ সীতার ললাটে ॥ ২৫৮৪
 চারি জন অধিবাস করিল তখন ।
 বন্দু পরাইল আর নানা আভরণ ॥ ২৫৮৫
 জলধারা দিয়া কল্যা লইলেক ঘরে ।
 অনক ভূপতি সর্বদ্রবা বায় করে ॥ ২৫৮৬
 অধিবাসদ্রবা লয়ে চলিল আক্ষণে ।
 শ্রীরামের অধিবাস করে সর্বজনে ॥ ২৫৮৭
 বশিষ্ট কহেন দশরথে সম্মোধিয়া ।
 চারি তনয়ের কর অধিবাসক্রিয়া ॥ ২৫৮৮
 রাজা বলে শুনহ বশিষ্ট তপোধন ।

অমজ্জোপনীত এই চারিটি নন্দন ॥ ২৫৮৯
 ক্ষেত্রকর্ত্তা করিলেন চারিটি নন্দনে ।
 পরে যজ্ঞোপনীত হইল চারি জনে ॥ ২৫৯০
 রামচন্দ্র বসিলেন বাপের নিকটে ।
 চন্দন দিলেন চারি পুত্রের ললাটে ॥ ২৫৯১
 চারি জনের অধিবাস করিল রাজন् ।
 বসন পরায়ে দিল নানা আভরণ ॥ ২৫৯২
 নান্দীমুখ করিলেন যেমন বিধান ।
 নান্দীমুখ উপলক্ষে করিলেন দান ॥ ২৫৯৩
 কৌশল্যা ব্রাহ্মণী আর যত দাসী লয়ে ।
 আনন্দ করেন সবে রামকে দেখিয়ে ॥ ২৫৯৪
 হরিজ্ঞা মাথায় চারি বরে কৃতৃহলে ।
 অসেতে পিঠালি দিল সখীরা সকলে ॥ ২৫৯৫
 তোলা জলে স্নান করাইল চারি বরে ।
 মঙ্গলসূতা দাঁধিল তাহাদের করে ॥ ২৫৯৬
 মঙ্গল করিয়া বসিলেন চারি জন ।
 দেখিয়া সকলে ভাবে এ চারি মন ॥ ২৫৯৭
 বাহিল অপূর্ব পাগ মন্তকমণ্ডলে ।
 মনোছর মুক্তাহার শোভে বক্ষঘন্টলে ॥ ২৫৯৮
 অঙ্গুলে অঙ্গুলী করে অঙ্গ বলয় ।
 কর্ণেতে কুণ্ডল দিল শোভে অতিশয় ॥ ২৫৯৯
 দিবা বন্ত পরিধান ভাই চারি জন ।
 অপর অসেতে দিল নানা আভরণ ॥ ২৬০০
 ক্ষত্রিয় বিবাহ করে চতুর্দোলোপরে ।
 সাজাইতে চতুর্দোল কহে নৃপবরে ॥ ২৬০১
 চতুর্দোল সাজাইল অতি সে ক্লপস ।
 উপরে তুলিয়া দিল সুবর্ণ-কলস ॥ ২৬০২
 চারিদিকে দিল নানা সুবর্ণের ধারা ।
 ঝলমল করে গজমুকুতার বারা ॥ ২৬০৩
 গঙ্গাজলী চামর দিলেক ঠাই ঠাই ।
 চতুর্দোল সাজাইল হেন আর নাই ॥ ২৬০৪

আপনার সুসাজ করেন দশরথ ।
 পরিধান পরিছে যত মনোমত ॥ ২৬০৫
 রথোপরি চড়িলেন হাতে ধনুঃশর ।
 শুভযাত্রা করিলেন সানন্দ অন্তর ॥ ২৬০৬
 ভাটে রায়বার পড়ে নাচে নটগণ ।
 বাজনা বাজায় কত না যাব গণ ॥ ২৬০৭
 দামামা দগড় বাজে বেয়ালিশ বাজনা ।
 চতুর্দোলে আরোহণ করে চারি জন ॥ ২৬০৮
 ঢাক ঢেল বাজিতেহে উষ্ণ কোটি কোটি ।
 চারিদিকে উঠিল বীণার হটছটি ॥ ২৬০৯
 কত ঠাই বাজাইছে যোড়া যোড়া সানি ।
 কাঁশী বাঁশী কত বাজে নিমাম না জানি ॥ ২৬১০
 চক্র নৃতা করিছেন জনক-সভায় ।
 হেনকালে দশরথ গেলেন তথ্য ॥ ২৬১১
 তারে অনুত্রজিয়া সে লয়েন জনক ।
 দ্বারে ঠেলাঠেলি করে উভয় কটক ॥ ২৬১২
 প্রথমেতে উভয়ে হইল ঠেলাঠেলি ।
 ঠেলাঠেলি হইতে হইল গালাগালি ॥ ২৬১৩
 চক্র-নৃতা দেখিতে ভুলিল সর্বজন ।
 তাহে মগ্ন কোথা লগ্ন কে করে গণ ॥ ২৬১৪
 আগে আইলেন রাম পশ্চাতে লক্ষণ ।
 শতানন্দ বলে কলা কর সম্পর্ণ ॥ ২৬১৫
 ভালমন্দ কেহ আরো না শুনে বচন ।
 অতীত হইল লগ্ন সবে বিশ্মরণ ॥ ২৬১৬
 লয়ে গেল সকলেরে বিবাহের ছলে ।
 চারি ভাই বৈসে ছায়ামণ্ডপের তলে ॥ ২৬১৭
 প্রণাম করেন সবে সকল ত্রাসাপে ।
 বরণ করিল গ্রামে বসন-চন্দনে ॥ ২৬১৮
 নারীগণ করিলেন বরণ-বিধান ।
 পারে দুরি দিলেন মাথায় দুর্বাধান ॥ ২৬১৯
 বরণ করিয়া গেল যত সখীগণ ।

দুই পুরোহিত করে কথোপকথন ॥ ২৬২০
 শতানন্দ বলেন বশিষ্ঠ মহাশয় ।
 সূর্যবংশ কি প্রকার দেহ পরিচয় ॥ ২৬২১
 বশিষ্ঠ বলেন মুনি ! হবে বোৰাবুনি ।
 কহ দেখি তুমি চন্দ্রবংশের কুলজী ॥ ২৬২২
 শতানন্দ মুনি বলে সভার ভিতর ।
 শুন চন্দ্রবংশের বিজ্ঞার মুনিবর ॥ ২৬২৩
 সিদ্ধান্তীর দেবাসুরে মছন করিল ।
 তাহে লক্ষ্মী জগন্মাতা উপিত হইল ॥ ২৬২৪
 সাগর-যথানেতে জন্মিল শশধর ।
 চন্দ্র নাম হইল তাহার মনোহর ॥ ২৬২৫
 হইল চন্দ্রের পুত্র বৃথ মতিমান ।
 পুরুষবা নামে হৈল তাহার সন্তান ॥ ২৬২৬
 পুরুক্ষ নামে হৈল তাহার কুমার ।
 শতাবর্ত নামে পুত্র বিদিত সংসার ॥ ২৬২৭
 আর্যাবর্ত নামে হৈল তাহার তনয় ।
 সেপদী নামেতে তার পুত্র মহাশয় ॥ ২৬২৮
 বাণ নামে পুত্র হ'ল জানে সর্বজন ।
 রেত নামে তার পুত্র অতি বিচক্ষণ ॥ ২৬২৯
 ধন নামে তার পুত্র বিদিত ভূতলে ।
 স্বর্গ নামে পুত্র তার সর্বলোকে বলে ॥ ২৬৩০
 পুত্র স্বর্গ রাজার সে সর্ব নামধর ।
 হৈহয় নামেতে তার পুত্র মনোহর ॥ ২৬৩১
 হৈহয়ের নন্দন অর্জুন নাম ধরে ।
 নিমি নামে তার পুত্র তুলনা অমরে ॥ ২৬৩২
 নিমির কৌর্তিতে বাষ্প সকল সংসার ।
 মিথি নামেতে তাহার হইল যে কুমার ॥ ২৬৩৩
 সকলে মিলিয়া তার মথিল শরীর ।
 তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর ॥ ২৬৩৪
 মিথিলানগর এই সেই বসাইল ।
 কৃশ্বধবজ জনক তার তনয় হৈল ॥ ২৬৩৫

বশিষ্ঠ বলেন শুনিলাম বিবরণ ।
 সূর্যবংশ-বার্তা বলি তাহে দেহ মন ॥ ২৬৩৬
 আদিপুরুষের নাম হৈল নিরঙ্গন ।
 ত্রক্ষা বিষৎ মহেশ্বর পুত্র তিন জন ॥ ২৬৩৭
 তিন পুত্র হইল তনয়া এক জানি ।
 সকলে তাহার নাম রাখিল কন্দিলী ॥ ২৬৩৮
 জরঁকারু মুনিপুত্র নারদ দীণাপাণি ।
 তাহাকে বিবাহ দিল কন্দিলী ভগিনী ॥ ২৬৩৯
 সবে গীত গায় নারদ বাজায় বেণু ।
 তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম তার ভানু ॥ ২৬৪০
 তাহাকে বিবাহ দিল জামদগ্ন বরে ।
 এক অংশে নারায়ণ জন্মে তার ঘনে ॥ ২৬৪১
 ত্রক্ষার কাছেতে তার পঢ়িলেক বীজ ।
 তাহাতে জন্মিল পুত্র নামেতে মারীচ ॥ ২৬৪২
 কশ্যাপ নামেতে পুত্র মারীচির হ'ল ।
 তাহার তনয় সূর্য প্রতাপ প্রবল ॥ ২৬৪৩
 সূর্যের হইল পুত্র মনু নাম তার ।
 মনুর নামেতে সর্ব ব্যাপিল সংসার ॥ ২৬৪৪
 মনুর হইল পুত্র সুমেশ নামেতে ।
 প্রসেন তাহার পুত্র বিদিত জগতে ॥ ২৬৪৫
 প্রসেনের পুত্র ধরে যুবনাশু নাম ।
 রাজা হয় যুবনাশু অযোধ্যার ধাম ॥ ২৬৪৬
 যুবনাশু রাজার কহিব কিবা কথা ।
 তাহার জন্মিল পুত্র নাম যে মান্দাতা ॥ ২৬৪৭
 মান্দাতার পুত্র হৈল মুচুকুন্দ নাম ।
 তার পুত্র নাম ধুরুমার গুণবান ॥ ২৬৪৮
 তাহার হইল পুত্র ইলা নাম ধরে ।
 তার পুত্র শতাবর্ত অযোধ্যানগরে ॥ ২৬৪৯
 আর্যাবর্ত নামে তার হইল নন্দন ।
 ভরত তাহার পুত্র জানে সর্বজন ॥ ২৬৫০
 ভরত রাজার আর কি কল আখ্যান ।

যার নামে পৃথিবীতে ভারত পুরাণ ॥ ২৬৫১
 তার পুত্র হইল ইঙ্কাকু নন্দপতি ।
 বশিষ্ঠ পুরোধা যার সূমন্ত্র সারথি ॥ ২৬৫২
 তাহার ভূখর নামে হইল নন্দন ।
 খাণ্ড নামে তার পুত্র অযোধ্যাভূষণ ॥ ২৬৫৩
 হইল খাণ্ডের সুত দণ্ড নাম ধরে ।
 হরিবীজ তার পুত্র বিদিত সংসারে ॥ ২৬৫৪
 হরিবীজ-পুত্র-নামে হরিশচন্দ্র রাজা ।
 যার দান লৈল বিশ্বামিত্র মহাত্মেজা ॥ ২৬৫৫
 হরিশচন্দ্র রাজা করে পূর্ণ অভিলাষ ।
 তাহার হইল পুত্র নামে কন্দিদাস ॥ ২৬৫৬
 সে কন্দিদাসের পুত্র নাম মৃত্যুগ্নয় ।
 ত্রিশক্ত তাহার পুত্র মিনি তপোব্রহ্ম ॥ ২৬৫৭
 তার পুত্র কুম্ভাঙ্গদ অযোধ্যানিবাসী ।
 ধাদন বৎসরকাল ধরে একাদশী ॥ ২৬৫৮
 কুম্ভাঙ্গদ জন্মাইল ধর্মাদ তনয় ।
 তার পুত্র হইল মরক্ষ মহাশয় ॥ ২৬৫৯
 অনরণ্য তার সুত জানে সর্বজন ।
 তাহাকে মারিয়া গেল লক্ষ্মার রাবণ ॥ ২৬৬০
 তাহার হইল পুত্র বাহু নৃপতি ।
 শিবভূক্ত নাম তার হইল সঙ্গর ॥ ২৬৬১
 অসমঞ্জ নামে তার হইল নন্দন ।
 তার সুত অংশুমান বর্মপরাণ ॥ ২৬৬২
 অংশুমান রাজা রাজা করিয়া কৌতুকে ।
 মরিলেন তার বংশ আর নাহি থাকে ॥ ২৬৬৩
 ভগীরথ তার সুত অযোধ্যানগরে ।
 গঙ্গা আনি উদ্ধারিলে দেব-দৈত্য-নরে ॥ ২৬৬৪
 বিতপত নামে তার হইল নন্দন ।
 বিকর্ণ তাহার পুত্র অযোধ্যাভূষণ ॥ ২৬৬৫
 তাহার হইল সুত অমৰ্ত্তি রাজন् ।
 দিলীপ তাহার পুত্র জানে সর্বজন ॥ ২৬৬৬

দিলীপ-তনয় রঘু বড় বলবান ।
 রঘুবংশ বলি যার বংশের আখ্যান ॥ ২৬৬৭
 রঘুর তনয় অজ পিতার সমান ।
 তার পুত্র দশরথ দেব বিদামান ॥ ২৬৬৮
 দশরথ রাজা শৌগবীর্য-গুণধাম ।
 তার জ্ঞেষ্ঠ পুত্র এই ধার্মিক শ্রীরাম ॥ ২৬৬৯
 এতেক বশিষ্ঠ মুনি বলিল সবাকে ।
 শুনি শতানন্দ মুনি হাত দিল নাকে ॥ ২৬৭০
 গলে বন্দু দিয়া বলে জনক রাজন্ ।
 তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইনু শরণ ॥ ২৬৭১
 দশরথ বলিলেন জনক রাজারে ।
 শরণ লইনু দিয়া এ চারি কুমারে ॥ ২৬৭২
 দুই রাজা উঠি তবে কৈল সংস্থাপণ ।
 কন্যা আন আন বলে যত বন্ধুগণ ॥ ২৬৭৩
 হেন বেশ-ভূষণ পরায় সংবীর্ণণ ।
 যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন ॥ ২৬৭৪
 চিরপীতে কেশ আঁচড়িয়া সংবীর্ণণ ।
 চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ ॥ ২৬৭৫
 কপালে তিঙ্ক আর নির্মল সিন্দূর ।
 বালসূর্য সম তেজ দেখিতে প্রচুর ॥ ২৬৭৬
 উপর-হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময় ।
 সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদুর ॥ ২৬৭৭
 দুই বাহু শঙ্কোতে শোভিল বিলক্ষণ ।
 শঙ্কোর উপরে সাজে সোনার কঙ্কণ ॥ ২৬৭৮
 বসন পরায় তারে সুন্দর প্রচুর ।
 দুই পায়ে দিল তার বাজন নৃপতি ॥ ২৬৭৯
 চারি ভগিনীতে বেশ করে বিলক্ষণ ।
 তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন ॥ ২৬৮০
 পৃষ্ঠাপাঞ্চলি দিয়া তবে নমস্কার করে ।
 প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রাখেরে ॥ ২৬৮১
 আন্তঃপট ঘৃচাইল যত বন্ধুগণ ।

সীতা-রামে পরম্পর হৈল দরশন ॥ ২৬৮২
 জলধারা দিয়া তারা কল্যান নিঃ পরে ।
 শোয়াইল জানকীরে অস্ফুকার ঘরে ॥ ২৬৮৩
 বরকে আনিতে আজ্ঞা করে সংবীগণ ।
 আসিয়া করুন রাম ষষ্ঠীর পূজন ॥ ২৬৮৪
 হাতে ধরি আনাইল রামেরে তথন ।
 ‘হাতে ধরি তোল সীতা’ বলে বন্ধুজন ॥ ২৬৮৫
 তথন ভাবেন মনে সীতা ঠাকুরাণী ।
 পায়ে হাত দেন পাছে রাম শুণুমণি ॥ ২৬৮৬
 করিলেন সীতা বাম-হস্তে শঙ্খামুনি ।
 হাতে ধরি সীতারে তোদেন রঘুমণি ॥ ২৬৮৭
 স্তুলোকেরা পরিহাস করে ছল পেয়ে ।
 কেহ বলে হাতে ধরে কেহ বলে পায়ে ॥ ২৬৮৮
 পূর্বাপর বর-কল্যান আসে দুই জনে ।
 বোহিপীর সহ চন্দ্ৰ যেমন গগনে ॥ ২৬৮৯
 কল্যান করে রাজা বিবিধ প্রকারে ।
 পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহাস করে ॥ ২৬৯০
 বহু দাস-দাসী রাজা দিল কল্যান-বরে ।
 জলধারা দিয়া কল্যান বর লৈল ঘরে ॥ ২৬৯১
 রাজনাণী গিয়া পরে করিল বন্ধন ।
 কল্যান বর দুই জনে করিল ভোজন ॥ ২৬৯২
 সাজায় বাসন-ঘর যত সংবীগণ ।
 রাম-সীতা তাহাতে বন্ধেন দুই জন ॥ ২৬৯৩
 উর্মিলা সহিত তথা রহেন লক্ষণ ।
 মাণবীর সহিত ভৱত বিচক্ষণ ॥ ২৬৯৪
 শ্রুতকীর্তি সহিত আছেন শক্রঘন ।
 এইরূপে বাসন বন্ধিল চারি জন ॥ ২৬৯৫
 সানন্দ হইল সব মিথিলা-ভুবন ।
 রামকে দেবিতে ঘার যত নারীগণ ॥ ২৬৯৬
 পরিহাস করে সবে রামের সহিত ।
 তুমি যে জানকীগতি এ নহে উচিত ॥ ২৬৯৭

হেরাম ! তোমাকে এই কথা কহি ভাল ।
 সীতা বড় সুন্দরী তুমি যে বড় কাল ॥ ২৬৯৮
 হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর ।
 সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর ॥ ২৬৯৯
 পরিহাস করিবে কি হারাইল জ্ঞান ।
 শ্রীরামের চরণে মজায় মন প্রাণ ॥ ২৭০০
 যেখানে বসিয়া আছে অনুজ লক্ষণ ।
 সেখানে চলিয়া যায় যত সংবীগণ ॥ ২৭০১
 অগ্রজ যেমন তার অনুজ তেমন ।
 ভুলিল রামেরে তারা হেরিয়া লক্ষণ ॥ ২৭০২
 এইরূপে চারি ছানে করি দরশন ।
 মানিল কামিনীগণ সফল নয়ন ॥ ২৭০৩
 চারি ভাই ভুলা চারি লইয়া সুন্দরী ।
 নানা সূর্যে কৌতুকে বন্ধেন বিভাবরী ॥ ২৭০৪
 প্রভাত হইল নিশি উদিত উপন ।
 সভা করি বসিলেন যত বন্ধুগণ ॥ ২৭০৫
 বাজিল আনন্দবাদ্য জনকভবনে ।
 বিদ্যায় মাগেন গিয়া বশিষ্ঠ আন্দণে ॥ ২৭০৬
 জনক বলেন অতি হইয়া কাতৰ ।
 রাম-সীতা রাখি যাও একটি বৎসর ॥ ২৭০৭
 হাসিয়া বলেন তবে অজের নন্দন ।
 শনীর লইয়া যাব রাখিয়া জীবন ॥ ২৭০৮
 বলেন জনক রাজা শুন হে রাজন ।
 সকলে আমার ঘরে করিবে ভোজন ॥ ২৭০৯
 ভাল ভাল বলিয়া দিলেন অনুমতি ।
 আয়োজন করিলেন জনক ভূপতি ॥ ২৭১০
 রাজা রাণী ঘরে গিয়া দেখেন বন্ধন ।
 সৃজ্ঞ অঘ সহ আর পঞ্চাশ বাঞ্জন ॥ ২৭১১
 শান করি আসিয়া যতেক প্রজাগণ ।
 আনন্দিত হয়ে সবে করেন ভোজন ॥ ২৭১২
 ভোজন করেন রাম প্রম হৃষে ।

ଦୁଃଖ ଦିଲ୍ ରାଜା ଭୋଜନାବଶେଷେ ॥ ୨୭୧୩
 ସୂତ୍ରପୁ ହଇଲ୍ ରାଜା କରେ ଆଚମନ ।
 କର୍ପୁର ତାଙ୍ଗୁଳେ କରେ ମୁଖେର ଶୋଥନ ॥ ୨୭୧୪
 ସେ ରାତ୍ରି ଥାକେନ ରାମ ତଥା ପୂର୍ବବ୍ୟ ।
 ପ୍ରାତଃକାଳେ ବିଦ୍ୟାଯ ମାଗେନ ଦଶରଥ ॥ ୨୭୧୫
 ରାମ-ସୀତା ଚତୁର୍ଦୋଲେ କରି ଆରୋହଣ ।
 ଦିନ ଘିଜ ଦୁଃଖୀରେ କରେନ ବିତରଣ ॥ ୨୭୧୬
 ଦିବାବନ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ମାଥାର ଟୋପର ।
 ଦୂର୍ବାଦଲଶ୍ୟାମ ରାମ ହାତେ ଧନୁଃଶର ॥ ୨୭୧୭
 ପରେ ତିନ ଭ୍ରାତା ଚାପିଲେନ ଚତୁର୍ଦୋଲେ ।
 ପରସ ଆନନ୍ଦେ ରାଜା ଅଧୋଧାର ଜଲେ ॥ ୨୭୧୮
 ଦେବରଥେ ଚଢିଲେନ ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ।
 କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଦିକେ ରାଜା ଦେଖେ ଅଲକ୍ଷଣ ॥ ୨୭୧୯
 ରାଜା ବଲିଲେନ ଶୁଣ ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ।
 ଚାରିଦିକେ ଦେଖି କେନ ଏତ ଅଲକ୍ଷଣ ॥ ୨୭୨୦
 କି ଜାନି କେମନ ହବେ ବିପଦ ଘଟନ ।
 ବଶିଷ୍ଠ ବଲେନ ଶୁଣ ଅଜେର ନନ୍ଦନ ॥ ୨୭୨୧
 ଚାରିଦିକେ ଚାରିପୁତ୍ର ଦେଖ ବିଦ୍ୟାନ ।
 କେ କରିତେ ପାରେ ତବ ଅଶ୍ଵଭବିଦାନ ॥ ୨୭୨୨
 ରାଜନାର ମହାଶ୍ଵର ଉଠିଲ ଆକାଶ ।
 ପରଶୁରାମେର ଚିତ୍ରେ ଲାଗିଲ ତରାସ ॥ ୨୭୨୩
 ମିଥିଲାତେ ଶୁଣି କେନ ବାଦୋର ରାଜନ ।
 ସୀତାକେ ବିବାହ କରେ ବୁଦ୍ଧି କୋଣ ଜନ ॥ ୨୭୨୪
 ମନେ ଅନେ ଯୁକ୍ତି କରେ ମେଥା ମୁନିବର ।
 ଓଥା ରାଜା ବିଦ୍ୟା କରେନ କମ୍ଯାବର ॥ ୨୭୨୫
 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚୁଷ ଦିଯା ବଦନକମଲେ ।
 ଜାନକୀରେ ଜନକ କରିଯା କୋଳେ ବଲେ ॥ ୨୭୨୬
 କରିଲାମ ବହୁ ଦୁଃଖେ ତୋମାକେ ପାଲନ ।
 ବାରେକ ମିଥିଲା ବଲି କରିଓ ଶ୍ଵରଣ ॥ ୨୭୨୭
 ଶୁନ୍ତର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ରାଖିବେ ଶୁନ୍ତି ।
 ରାଗ ସୈୟ ଅସୂଯା କରୋ କାରୋ ପ୍ରତି ॥ ୨୭୨୮

ଶୁନ୍ତର ଦୁଃଖ ନା ଭାବିଓ ଯେ ଆହେ କପାଳେ ।
 ସ୍ଵାମିମେବା କଭୁ ନା ଛାଡ଼ିଓ କୋଣ କାଳେ ॥ ୨୭୨୯
 ବିଯାରୀ ବହରୀ ସବ ଆସିଯା ତଥନ ।
 ଗଲାଯ ଧରିଯା ସବ ଯୁଦ୍ଧିଲ କ୍ରମନ ॥ ୨୭୩୦
 ଆମା ସବା ଛାଡ଼ିଯା କି ଚଲିଲେ ଜାନକି ।
 ଆର କି ହଇବେ ଦେଖା ସୀତା ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ॥ ୨୭୩୧
 ରାମ ସୀତା ବିଦ୍ୟା କରିଲେନ ଜନକ ।
 ଦିଜେରେ ଦିଲେନ ଦାନ ସହନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକ ॥ ୨୭୩୨
 ହେଲକାଳେ ଜାମଦଗ୍ନୀ ହାତେତେ କୁଠାର ।
 ରହ ରହ ବଲିଯା ଭାକିଛେ ବାର ବାର ॥ ୨୭୩୩
 ଖଜା ଚର୍ମ ଧନୁଃଶର ଶରୀରେ ଗ୍ରହିତ ।
 ଭୀମବେଶ ଭାର୍ଗବ ହଇଲ ଉପହିତ ॥ ୨୭୩୪
 ମହାଭୟାନକ ବେଶ ଦେଖିଯା ମୁନିର ।
 ଦଶରଥ ଭୃପତିର କଲ୍ପିତ ଶରୀର ॥ ୨୭୩୫
 ଏକ ହାତେ ଧରି ରାମେ ଉତ୍ତରେ ଲକ୍ଷଣେ ।
 ମୁନିର ଚରଣେ ରାଜା ଦିଲ ସେଇକ୍ଷଣେ ॥ ୨୭୩୬
 ମୁନି ବଲେ ଦଶରଥ ! ବଲି ହେ ତୋମାରେ ।
 ଧନୁକ ଭାଙ୍ଗିଲ କେବା ଜନକେର ସରେ ॥ ୨୭୩୭
 ଦଶରଥ କହେନ ଆମାର ପୁତ୍ର ରାମ ।
 ଶୁଣ ଦିତେ ଧନୁକେ ଭାଙ୍ଗିଲ ଧନୁଖାନ ॥ ୨୭୩୮
 ମହାକୋପେ ଜୁଲିଯା ବଲେନ ଭୃଗୁରାମ ।
 ଅମ ସମ କରି ରାଖିଯାଇ ପୁତ୍ର-ନାମ ॥ ୨୭୩୯
 ଆୟି ତ' ପରଶୁରାମ ବିଦିତ ଭୃତଳେ ।
 ହେଲ ଜନ ଆହେ କେ ଯେ ରାମନାମ ବଲେ ॥ ୨୭୪୦
 ଏ କଥା ଶୁଣିଯା ରାମ ବଲେନ ବଚନ ।
 କ୍ରମା କର ଦୋଷ ପ୍ରଭୁ ତପସ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ॥ ୨୭୪୧
 ବଲେନ ପରଶୁରାମ ଆରଜ୍ଞ ନୟନ ।
 ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କର ଦେଖି ତପସ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ॥ ୨୭୪୨
 ନିଃକ୍ଷତ୍ରିଯ ଭୂମି କରି ତିନ ସାତବାର ।
 ରଙ୍ଗେ ନଦୀ ବହାଇଲ ଆମାର କୁଠାର ॥ ୨୭୪୩
 ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ କରି କଶ୍ୟପେରେ ଦାନ ।

তপস্তী আক্ষণ বলি কর অপমান ॥ ২৭৪৪
 আমার শুরুর ধনু ভাসিলেক যেই।
 তাহাকে বধিয়া তার প্রতিফল দেই ॥ ২৭৪৫
 ডৃপতি বলেন তয়ে কম্পিত শরীর।
 বালকের অপরাধ ক্ষম মহাবীর ॥ ২৭৪৬
 কুমিল্যা কহেন বীর সুমিত্রা-কুমার।
 কথায় কি ফল কর বীরের আচার ॥ ২৭৪৭
 ক্ষত্রিয় বিনাশ তুমি করেছ যখন।
 তখন না জন্মেছিল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ২৭৪৮
 এতেক বলিল যদি সুমিত্রানন্দন।
 কুশিত পরশুরাম কহেন বচন ॥ ২৭৪৯
 জীর্ণ ধনু ভাসিয়া যে দেখাইলে শুণ।
 আমার ধনুকে রাম ! দেহ দেখি শুণ ॥ ২৭৫০
 এতেক কহিয়া ধনু দিলেন তখন।
 জানকী ভবেন ন্ত করিয়া বদন ॥ ২৭৫১
 একবার ধনুক ভাসিয়া অক্ষয়াৎ।
 করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ ॥ ২৭৫২
 আরবার ধনুক আনিল ডৃগুনি।
 না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী ॥ ২৭৫৩
 ধনুখান ডৃগুরাম দিল বড় দাপে।
 মরে ত' মরুক রাম ধনুকের চাপে ॥ ২৭৫৪
 ধনুক দেখিয়া অতি প্রসন্ন অন্তরে।
 হাসিয়া ধরেন রাম ধনু বাম-করে ॥ ২৭৫৫
 শ্রীরাম বলেন হে লক্ষ্মণ ধনুর্জন।
 এ ধনুকের গরিমা করেন মুনিবর ॥ ২৭৫৬
 শ্রীরাম বলেন শুন ওহে বীরবর।
 ধনু যদি দিলে তবে দেহ এক শর ॥ ২৭৫৭
 সুরুকি পরশুরামে কুরুকি ঘটিল।
 তখন রামের হাতে শর যোগাইল ॥ ২৭৫৮
 যেই শ্রীরামের হাতে মুনি শর দিল।
 মুনির সে তেজ রাম সকল হয়ল ॥ ২৭৫৯

মুনির সমষ্ট তেজ লইল যখন।
 হইল মুনির পুত্র সামান্য আক্ষণ ॥ ২৭৬০
 শ্রীরাম বলেন শুন মুনির নন্দন।
 ধনুকেতে শুণ দিব কিসের কারণ ॥ ২৭৬১
 তোমার ধনুকে যদি শুণ দিতে পারি।
 তোমার ধনুক বাণে তোমারে সংহারি ॥ ২৭৬২
 লক্ষ্মণেরে জিজ্ঞাসা করেন রাম শেষে।
 ধনুকে ত' শুণ দিই মুনির আদেশে ॥ ২৭৬৩
 লক্ষ্মণ বলেন শুন জোষ মহাশয়।
 ধনুকেতে শুণ দিয়া দূর কর তয় ॥ ২৭৬৪
 এ কথা শুনিয়া রাম হসি কৌতুকে।
 ধনু নৌঙাইয়া শুণ দিলেন ধনুকে ॥ ২৭৬৫
 ধনুক-টকার গিয়া লাগিল গগন।
 পাতালে বাসুকি কাপে স্বর্গে দেবগণ ॥ ২৭৬৬
 পাতালে বাসুকী বলে দেব রঘুবীর।
 ধনুখান তোল মোর শুক হোক ছির ॥ ২৭৬৭
 লক্ষ্মণ বলেন শুন অগ্রজ শ্রীরাম।
 ধনুখান তোল যে বাসুকি পায় আগ ॥ ২৭৬৮
 এই কথা শুনিয়া হাসিয়া রঘুনাথ।
 তুলিলেন সেই ধনু সবার সাক্ষাৎ ॥ ২৭৬৯
 শ্রীরাম বলেন শুন মুনির নন্দন।
 তোমারে না মারি ত্রক্ষবধের কারণ ॥ ২৭৭০
 অবার্থ আমার বাণ হইবে কেমনে।
 স্বর্গ রোধ করি কিংবা পাতালভূবলে ॥ ২৭৭১
 ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া বলে মুনির নন্দন।
 চিনিলাম তোমারে যে তুমি নারায়ণ ॥ ২৭৭২
 ধর্ম দ্বারা স্বর্গ পায় নাহি হয় আন।
 স্বর্গপথ রক্ষ কর দেব ভগবান ॥ ২৭৭৩
 এক শর মারিলেন না করিয়া ক্রেত্ব।
 পরশুরামের করে স্বর্গপথ রোধ ॥ ২৭৭৪
 শ্রীরামেরে স্বতি করে শ্রীপরশুরাম।